কুরআন ও সুন্নাহ্‌র আলোকে তাযকিয়ার অপরিহার্য বিষয়াবলীর উপর দলীল-প্রমাণ নির্ভর এক অদ্বিতীয় সংকলন

تَزْكِيَةُ النُّفُوْسِ

তায্‌কিয়াতুন নুফূস

(আত্মশুদ্ধি)

শায়খুল হাদীস মুফতী মুহাম্মাদ জসীমুদ্দীন রাহমানী

পরিচালক: মারকাজুল উলূম আল ইসলামিয়া, ঢাকা, বাংলাদেশ।
খতীব: মারকাজ জামে মসজিদ
মেট্রো হাউজিং, বছিলা রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
সাবেক মুহাদ্দিস: জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া, সাত মসজিদ মাদ্রাসা, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।
সাবেক শায়খুল হাদীস: জামিয়া ইসলামিয়া মাহমুদিয়া, বরিশাল।

আল হাদীদ পাবলিকেশন্স

মেট্রো হাউজিং, বছিলা রোড, মুহাম্মদপুর, ঢাকা।
মোবাইল: ০১৭৭০২০২৩৫৭

تَزْكِيَةُ النُّفُوْسِ

তায্‌কিয়াতুন নুফূস

(আত্মশুদ্ধি)

শায়খুল হাদীস মুফতী মুহাম্মাদ জসীমুদ্দীন রাহমানী

প্রকাশনায়
আল হাদীদ পাবলিকেশন্স
মোবাইল: ০১৭৭০২০২৩৫৭
http://jumuarkhutba.wordpress.com
http://furqanmedia.wordpress.com

প্রথম প্রকাশ : জুন ২০১৩ ইং

মূল্য: ১০০ (একশত) টাকা মাত্র

Tajkiyatun nufus
Shaikh Mufti Muhammad Jashimuddin Rahmani
Markajul Ulom Al-Islamia, Dhaka
Price : 100.00 Tk. US.$ 6.00



উপহার

আমার
শ্রদ্ধেয়/স্নেহের..
.........কে ‘তায্‌কিয়াতুন নুফূস’ বইটি উপহার দিলাম।

উপহারদাতা

....
....
....
সাক্ষর ও তারিখ

আপনার সংগ্রহে রাখার মত লেখকের অন্যান্য কিতাবসমূহঃ

১) কিতাবুল ঈমান
২) কিতাবুত তাওহীদ
৩) কিতাবুল আক্বাঈদ
৪) কিতাবুস সাওম
৫) কিতাবুয যাকাত
৬) কিতাবুল হজ্জ
৭) তাওহীদের মূল শিক্ষা
৮) বাইআত ও সীরাতে মুস্তাকিম
৯) মরনের আগে ও পরে
১০) কিতাবুদ দুআ
১১) দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ
১২) সিয়াম ও ঈদঃ বিশ্ব ব্যাপী একই তারিখে পালন করা সম্ভব কি?
১৩) কিতাবুদ দাওয়াহ
১৪) উন্মুক্ত তরবারী
১৫) তায্কিয়াতুন নুফূস

সূচীপত্র

ভূমিকা	৭
তাযকিয়া এর শাব্দিক অর্থ	৭
তাযকিয়ার পরিভাষিক অর্থ	৭
তাযকিয়ার মর্মকথা	৮
তাযকিয়ার গুরুত্ব	১১
প্রথমে তাযকিয়া পরে অন্যকিছু	১১
কলব কিভাবে নষ্ট হয়	১৪
কলবের প্রকারভেদ	১৫
বিস্তারিত বিবরণ	১৬
প্রথম প্রকার: রুগ্ন ক্বলব বা মুনাফিকের ক্বলব	১৬
রোগ গোপন থাকে না	২০
দ্বিতীয় প্রকারঃ আল ক্বালবুস সালীম বা ক্বলবুল মুমিন	২১
তৃতীয় প্রকারঃ আল ক্বালবুল মাখতূম বা কাফেরের ক্বলব	২২
চতুর্থ প্রকারঃ আল ক্বলবুল লাহী বা মিশ্র ক্বলব	২৪
গাফেল ক্বলবের অধিকারী লোকদের প্রতি সতর্কবাণী	২৬
গাফেল লোকদের থেকে সাবধান	২৭
আল ক্বালবুল কাসী	২৮
ক্বলব রোগাক্রান্ত হওয়ার কারণসমূহ	২৯
প্রথম কারণ : সাধারণ মানুষের সংস্পর্শে বেশী থাকা	৩১
দ্বিতীয় কারণঃ অতি কথন	৩৩
তৃতীয় কারণঃ অতি ভোজন	৩৪
চতুর্থ কারণঃ অতি দৃষ্টি	৩৫
মহিলারা পুরুষকে দেখতে পারবে কি?	৩৮
ক্বলবের রোগ সমূহ	৩৯
আত্মার রোগের চিকিৎসা	৭৭

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ভূমিকা

আত্মশুদ্ধি ইসলামে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমাদের ভারতবর্ষে আত্মশুদ্ধির নামে অনেক ভ্রান্ত মতবাদ ও শিরক কুফরী বিশ্বাস চালু আছে। তারা কোরআনে বর্ণিত তাযকিয়ার আয়াতগুলোর মাধ্যমে দলিল পেশ করে থাকে। পীর-মুরিদী ও সূফীদের বহু তরীকার জন্ম এই তাযকিয়ার অপব্যাবহারের কারণে। অথচ তাযকিয়া ও পীর-মুরিদী সম্পূর্ণ বিপরীতমূখী দুটো বিষয়। যার একটি আরেকটির পরিপন্থী। একদিকে সেই ভ্রান্ত মতবাদগুলো থেকে বাঁচার প্রয়োজন অপর দিকে নিজের আত্মাকেও পরিশুদ্ধ করা প্রয়োজন। সে কারনেই আমাদের বক্ষমান আলোচনা 'তাযকিয়াতুন নুফূস' (আত্মশুদ্ধি)।

তাযকিয়া এর শাব্দিক অর্থ

শাব্দিকভাবে তায্‌কিয়া শব্দটি দু'টি অর্থে আসে :

প্রথম অর্থ: পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র করা। যেমন বলা হয় زَكَّيْتُ هَذَا الثَّوْبَ 'যাক্কাইতু হাযাছ ছাওবা' আমি এই কাপড়টি পরিষ্কার করেছি। কুরআন মাজীদের নিম্নের আয়াত خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُــزَكِّيهِمْ بِهَـــا 'তাদের সম্পদ থেকে সাদাকা নাও। এর মাধ্যমে তাদেরকে তুমি পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবে।' (তাওবা ৯:১০৩) এই আয়াতে وَتُزَكِّيهِمْ 'তাযকিয়া' শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

দ্বিতীয় অর্থ: বৃদ্ধি পাওয়া, বেড়ে যাওয়া। যেমন আরবরা বলে : زَكَي الْمَـــالُ يَزْكُوْ 'যাকাল মালু ইয়াযকু' সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে। ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ রোকন যাকাতকে এ উভয় অর্থের বিবেচনাতেই যাকাত বলা হয়। কারণ যাকাত আদায়ের মাধ্যমে অবশিষ্ট সম্পদ পরিশুদ্ধ হয় এবং বরকত বৃদ্ধি পায়।

তাযকিয়ার পরিভাষিক অর্থ:

ইসলামের পরিভাষায় 'তাযকিয়া' শব্দটি 'ব্যক্তি তার নফসকে শিরক-বিদআত ও অন্যান্য পাপাচারসহ সমস্ত ধরণের কলুষতাপূর্ন কাজ থেকে বিরত রাখা এবং উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে নিজের আত্মাকে সজ্জিত করা' অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى

'অবশ্যই সাফল্য লাভ করবে যে আত্মশুদ্ধি করবে।' (আ'লা ৮৭:১৪)

অপর আয়াতে বলা হয়েছে: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا – وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا

'নিঃসন্দেহে সে সফলকাম হয়েছে, যে তকে পরিশুদ্ধ করেছে। এবং সে ব্যর্থ হয়েছে, যে তা (নাফ্‌স) কে কলুষিত করেছে।' (শামস ৯১:৯-১০)

এ উভয় আয়াতে 'তায্‌কিয়া' শব্দটি আত্মার পরিচ্ছন্নতা ও পাক-পঙ্কিলতা মুক্ত করার অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

তাযকিয়ার মর্মকথা

তাযকিয়ার মর্মকথা হচ্ছে: সমস্ত গাইরুল্লাহকে বর্জন করে কেবলমাত্র আল্লাহকে গ্রহণ করে সরাসরি আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা। হাদীসে জিবরাঈলে 'ইহসান' বলতে তাযকিয়ার এ চূড়ান্ত উদ্দেশ্যকেই বুঝানো হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে: أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ

'তুমি আল্লাহর ইবাদত এমনভাবে করবে যেন তুমি আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছ। আর যদি এটা সম্ভব না হয়, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাকে দেখছেন একথা মনে মনে ভাববে।' (সহীহ মুসলিম ১০২; সহীহ বুখারী ৫০; সুনানে আবু দাউদ ৪৬৯৭)

এটার নামই 'ইহসান', এটার নামই 'ইখলাস', এটাই ঈমানের সর্বোচ্চ শিখর। এটাই সকল ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য প্রথম শর্ত। এটার জন্যই পবিত্র কুরআনে বিশেষভাবে নির্দেশ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ

'আর তাদেরকে ইহা ছাড়া আর কোন নির্দেশ দেয়া হয়নি যে, তারা আল্লাহর ইবাদত করবে, দ্বীনকে একমাত্র আল্লাহর জন্য খালেস করে।' (বাইয়্যেনাহ ৯৮:৫)

তাযকিয়ার মর্মকথা হলো, সকল প্রকার গাইরুল্লাহ থেকে মুক্ত হয়ে শুধুমাত্র আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা। কোনো প্রকার ভায়া-মাধ্যম থাকবে না। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে: إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

'নিশ্চয় আমি নিবিষ্ট করেছি আমার চেহারা একনিষ্ঠভাবে তাঁর জন্য, যিনি আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই (অর্থাৎ আল্লাহর দিকে মুতাওয়াজ্জুহ হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো পীর-ফকিরের ভায়া-মাধ্যম গ্রহণ করিনা।' (আনআ'ম ৬:৭৯)

তাযকিয়ার মানেই হচ্ছে, কোনো ভায়া-মাধ্যম ব্যতিরেকে সরাসরি আল্লাহর ইবাদত করা। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে: إِيَّاكَ نَعْبُدُ

'আমরা কেবল মাত্র তোমারই ইবাদত করি।' (ফাতিহা ১:৫)

তাযকিয়ার মানেই হচ্ছে, কোনো ভায়া-মাধ্যম ছাড়া সরাসরি আল্লাহ কাছে প্রার্থণা করা। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে: وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

‘এবং কেবলমাত্র তোমার কাছেই সাহায্য চাই ।’ (ফাতিহা ১:৫)
তাযকিয়ার মানে হচ্ছে, সকল প্রকার তাগূত ও তার বহুরশি ত্যাগ করে এক আল্লাহর এক রজ্জু ধারণ করা । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

‘যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করলো আর আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলো, সে এমন এক শক্ত রজ্জু ধারণ করলো যা কখনো ছিড়ে যাবার নয় ।’ (বাকারা ২:২৫৬)
তাযকিয়ার মানে হচ্ছে, মক্কার কুফ্‌ফারদের মুর্তির মতো কোনো পীর-বুযুর্গদের সুপারিশকারী ও মধ্যস্থতাকারী কিংবা আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে সহায়তাকারী হিসেবে গ্রহণ না করা । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে: وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ
‘তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন বস্তুর ইবাদত করে, যা তাদের কোনো ক্ষতিও করতে পারে না উপকারও করতে পারে না । তারা বলে: এরা আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য সুপারিশকারী ।’ (ইউনুস ১০:১৮)

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى

‘আর যারা তাকে ব্যতীত অলী আউলিয়া ধারণ করেছে (এবং প্রার্থনা ও মান্নত-মানসা ইত্যাদি ইবাদত সাব্যস্ত করে) তারা বলে আমরা তাদের উপাসনা করি শুধু এই উদ্দেশ্যে যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছিয়ে দিবে ।’ (যুমার ৩৯:৩)

যারা আল্লাহর পরিবর্তে খাজ-বাবা, গাঁজাবাবা, লেংটা বাবা, পীরবাবা, দরগা ওয়ালা, দূর্গাওয়ালা, খাজা নেওয়াজ, গরীব নেওয়াজ, জুলফে দারাজ, গেছু দারাজ, আতা বখশ, গঞ্জে বখশ, গাউসুল আজম, কুতুবুল আলম ইত্যাদির নিকট প্রার্থণা করে অথবা তাদের ভায়া-মাধ্যম বানায় তাদের কঠোরভাবে তিরস্কার করে আল্লাহ (সুব.) ইরশাদ করেছেন:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ – مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

‘হে মানুষ, একটি উপমা পেশ করা হল, মনোযোগ দিয়ে তা শোন, তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তারা কখনো একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না । যদিও তারা এ উদ্দেশ্যে সকলেই একত্রিত হয় । আর যদি মাছি

তাদের কাছ থেকে কিছু ছিনিয়ে নেয়, তারা তার কাছ থেকে তাও উদ্ধার করতে পারবে না । অন্বেষণকারী ও যার কাছে অন্বেষণ করা হয় উভয়েই দুর্বল । তারা আল্লাহকে যথাযথ মর্যাদা দেয় না । নিশ্চয় আল্লাহ মহাক্ষমতাবান, মহাপরাক্রমশালী ।’ (হজ্জ ২২:৭৩-৭৪)

এ আয়াতে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলা হয়েছে, আর তা হলো তারা আল্লাহকে যথাযথ মর্যাদা দেয় না । আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য ভায়া-মাধ্যম তালাশ করার মূল কারণ এটাই । অর্থাৎ আল্লাহ সম্পর্কে মন্দ ধারণা করা । যেমন: আল্লাহ সরাসরি শুনবেন না, অথবা শুনলেও দিবেন না তাই কিছু পীর-বুযুর্গের ভায়া-মাধ্যম ধরে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা হয় । তারা বলে জজের কাছে কিছু বলতে হলে উকিল ধরতে হয়, প্রধানমন্ত্রির কাছে কিছু চাইতে হলে মন্ত্রি, এমপির সুপারিশ নিতে হয় । সেভাবেই আল্লাহর কাছে কিছু চাইতে হলে পীর-বুযুর্গদের সুপারিশ নিতে হয় । মূলত তাদের একথাটাও আল্লাহ সম্পর্কে মন্দ ধারণারই বাস্তব ফল । নতুবা আল্লাহকে দুনিয়ার আদালতের একটি সাধারণ জজের সাথে তুলনা করা অথবা প্রধানমন্ত্রির সাথে তুলনা করা কতইনা ধৃষ্টতা প্রদর্শন করা । দুনিয়ার জজ গায়েব জানে না । তাই সত্য মিথ্যা উৎঘাটনের জন্য উভয় পক্ষের উকিলদের জেরার মাধ্যমে সত্য উৎঘাটনের চেষ্টা করা হয় । অথচ আল্লাহ হলেন আলেমূল গায়েব । দুনিয়ার জজ আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত । নিজ চোখে দেখা খুনিকেও ফাঁসি দিতে পারেননা যদি সাক্ষী-প্রমান দ্বারা প্রমাণিত না হয় । অথচ আল্লাহ হলেন আহকামুল হাকিমীন । তিনি কারো কাছে জবাবদীহি করতে বাধ্য নন । তিনি নিজের ইলম দ্বারাই বিচার করতে সক্ষম । আর প্রধানমন্ত্রির সঙ্গে তুলনা! সেতো আরেক হাস্যকর বিষয় । প্রধানমন্ত্রির কাছে আবেদন করতে হলে মন্ত্রি, এমপির সুপারিশ নিতে হয় । তবে কার? যাকে প্রধানমন্ত্রি চিনে না । কোন্ দল করে, কিরকম লোক তা জানে না । এরকম ব্যক্তির বেলায় যারা তাকে চিনে তাদের সুপারিশ প্রয়োজন হয় । আর যারা প্রধানমন্ত্রির নিজস্ব লোক, যাদেরকে প্রধানমন্ত্রি চিনেন তাদের কি কোনো সুপারিশ নিতে হয়? না! বরং তারা কারো সুপারিশ নিলে তিনি রাগ করবেন । তাহলে আল্লাহর কাছে কি এমন কোনো বান্দা আছে যাকে আল্লাহ চিনেন না? অথবা আল্লাহর এমন কোনো বান্দা আছে যে আল্লাহর কাছে তওবা করলে আল্লাহ তার তওবা কবুল করবে না? না! এরকম কেউ নেই । বরং যে যত বড় অন্যায় করুক না কেন যদি আল্লাহর কাছে তওবা করে তবে অবশ্যই আল্লাহ (সুব.) তাকে ক্ষমা করে দিবেন । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا

‘আর যে ব্যক্তি মন্দ কাজ করবে কিংবা নিজের প্রতি যুলম করবে তারপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে, সে আল্লাহকে পাবে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু ।’ (নিসা ৪:১১০)

এ আয়াতে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে, আল্লাহ (সুব.) ক্ষমা করে দিবেন। কোনো ভায়া-মাধ্যমের কথা উল্লেখ করা হয়নি। পবিত্র কুরআনে আরো ইরশাদ হয়েছে:

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

'আর তোমাদের রব বলেন: তোমরা সকলে আমাকেই একক ভাবে ডাকবে, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব, যারা অহমিকার বশে আমার বন্দেগী করা অস্বীকার করে, তারা তো জাহান্নামে প্রবেশ করবে অতিশয় ঘৃণিত অবস্থায়।' (মু'মিন ৪০:৬০)

তাযকিয়ার গুরুত্ব

ইসলামে তাযকিয়ার গুরুত্ব অপরিসীম। আল্লাহ (সুব.) এগারোটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিষের নামে শপথ করে যারা নফসকে পবিত্র করে তাদের সফলতার কথা এবং যারা নফসকে অপবিত্র করে তাদের ব্যর্থতার কথা উল্লেখ করেছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে: '১. وَالشَّمْس সূর্যের কসম ২.وَضُحَاهَا এবং সূর্যের আলোর কসম ৩. وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا চন্দ্রের কসম যখন তা সূর্যের অনুগামী হয় ৪. وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا কসম দিবসের, যখন তা সূর্যকে প্রকাশ করে। ৫. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا কসম রাতের, যখন তা সূর্যকে ঢেকে দেয়। ৬. وَالسَّمَاءِ কসম আসমানের। ৭. وَمَا بَنَاهَا এবং যিনি তা বানিয়েছেন তার কসম। ৮. وَالْأَرْضِ কসম যমিনের। ৯. وَمَا طَحَاهَا এবং যিনি তা বিস্তৃত করেছেন তার কসম। ১০. وَنَفْسٍ কসম নফসের। ১১. وَمَا سَوَّاهَا এবং যিনি তা সুষম করেছেন তার কসম। قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا – وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا 'নিঃসন্দেহে সে সফলকাম হয়েছে, যে তাকে (নফসকে) পরিশুদ্ধ করেছে এবং সে ব্যর্থ হয়েছে, যে তা (নাফ্‌স) কে কলুষিত করেছে।' (শামস ৯১:১-১০)

এ আয়াত থেকে প্রতিয়মান হয় যে, তাযকিয়া ইসলামের দৃষ্টিতে কত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। কেননা যেখানে আল্লাহ (সুব.) এর একটি ঘোষণাই যথেষ্ট ছিল, সেখানে তাঁর কসম খাওয়া, তাও আবার একটি-দুটি জিনিষের নয়, এগারোটি জিনিষের।

প্রথমে তাযকিয়া পরে অন্যকিছু

আল্লাহ (সুব.) আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সা.) কে পৃথিবীতে পাঠানোর আগেই সকল নবী-রাসূলদের থেকে অঙ্গিকার আদায় করেছিলেন যে, তিনি যখন পৃথিবীতে আগমন করবেন তখন যেন সকলেই তাঁর প্রতি ঈমান আনে এবং তাকে সহযোগীতা করে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ

'আর স্মরণ কর, যখন আল্লাহ নবীদের অঙ্গীকার নিয়েছেন– আমি তোমাদেরকে যে কিতাব ও হিকমাত দিয়েছি, অতঃপর তোমাদের সাথে যা আছে তা সত্যায়নকারীরূপে একজন রাসূল তোমাদের কাছে আসবে– তখন অবশ্যই তোমরা তার প্রতি ঈমান আনবে এবং তাকে সাহায্য করবে। তিনি বললেন, 'তোমরা কি স্বীকার করেছ এবং এর উপর আমার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছ'? তারা বলল, 'আমরা স্বীকার করলাম'। আল্লাহ বললেন, 'তবে তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী রইলাম।' (আল ইমরান ৩:৮১)

অতঃপর এই পৃথিবীর মাহফিলের মঞ্চে একের পর এক নবী-রাসূল আগমন করতে লাগলেন। যেভাবে মাহফিলের পোস্টারে প্রধান বক্তার নাম হেড লাইনে থাকলেও তিনি আগমন করেন শেষে। আর অন্যান্য বক্তাদের নাম শেষে থাকলেও আগমন করে আগে। সে ধারাবাহিকতায় প্রধান মেহমান মুহাম্মদ (সা.) দুনিয়াতে আগমন করেছেন শেষে। আর অন্য নবীরা আগমন করেছেন আগে। এ প্রধান মেহমানের জন্য উপযুক্ত মঞ্চ তৈরী করতে ইবরাহীম (আ.) কে নির্দেশ দেয়া হলো। তিনি সে নির্দেশ অনুযায়ী খানায়ে কাবা নির্মান করলেন। খানায়ে কাবা নির্মান করার পর আল্লাহ (সুব.) এর নিকট দুআ করলেন:

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

'হে আমাদের রব, তাদের মধ্যে তাদের থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করুন, যে তাদের প্রতি আপনার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করবে এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিবে আর তাদেরকে পবিত্র করবে। নিশ্চয় আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়'।' (বাকারা ২:১২৯)

এ আয়াতে 'তাযকিয়া'র বিষয়টি শেষে উল্লেখ করা হয়েছে। আর আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করা ও কিতাব ও হিকমতের তা'লীম দেয়া পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ নিয়ম হলো আগে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা। তারপর তা'লীমের মাধ্যমে নতুন করে সজ্জিত-মন্ডিত করা। যেভাবে একটি পুরাতন বিল্ডিংয়ে রঙ করতে হলে প্রথমে পুরাতন রঙ ঘষে-মেজে, ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করতে হয়, তারপর নতুন রঙ করতে হয় তাহলে রঙ মজবুত ও স্থায়ী হয়। এ কারণেই ইবরাহীম (আ.) এর দুআর জবাবে আল্লাহ (সুব.) যে আয়াত নাজিল করেছেন

সে আয়াতে তাযকিয়াকে আগে আনা হয়েছে আর কিতাব ও হিকমতের তা'লীমকে পরে আনা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

'তিনিই উম্মীদের (উম্মী দ্বারা আরবের লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে) মাঝে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন তাদের মধ্য থেকে, যে তাদের কাছে তেলাওয়াত করে তাঁর আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করে এবং তাদেরকে শিক্ষা দেয় কিতাব ও হিকমাত। যদিও ইতঃপূর্বে তারা স্পষ্ট গোমরাহীতে ছিল।' (জুমুআ ৬২:২)

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

'অবশ্যই আল্লাহ মুমিনদের উপর অনুগ্রহ করেছেন, যখন তিনি তাদের মধ্য থেকে তাদের প্রতি একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যে তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করে আর তাদেরকে কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দেয়। যদিও তারা ইতঃপূর্বে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে ছিল।' (আল ইমরান ৩:১৬৪)

এ আয়াতদ্বয়ে প্রথমে তিলাওয়াতে আয়াতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তারপরে 'তাযকিয়া ও' তারপর 'তালিমে কিতাব ওয়াল হিকমাহ'। কেননা কোন কিছু পরিষ্কার করার জন্য কিছু একটি ব্যবহার করতে হয়। যেমন: কাপড়ের ময়লা ও শরীরের ময়লা দূর করার জন্য সাবান ব্যবহার করা হয়। লোহার জং পরিষ্কার করার জন্য রেত ব্যবহার করা হয়। তেমনিভাবে অন্তরের ময়লা তথা পাপ-পঙ্কিলতা দূর করে অন্তরকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার জন্য তেলাওয়াতে আয়াত হলো রেত বা সাবান স্বরূপ। এ কারণে প্রথমে তেলাওয়াতে আয়াতকে উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর তেলাওয়াতের মাধ্যমে যখন অন্তর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে যায় তখন নতুন রঙ করতে হয়। আর তা হলো, তা'লীমে কিতাব ওয়াল হিকমাহ। এ কারনে তা'লীমে কিতাব ওয়াল হিকমাহকে শেষে উল্লেখ করা হয়েছে। এতেও তাযকিয়ার গুরুত্ব প্রমাণিত হলো।

আত্মাকে পরিশুদ্ধ করার বিষয়টি হাদীসেও গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন:

أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

'জেনে রাখ! মানুষের দেহের মধ্যে একটি গোশতের টুকরা আছে। ঐ গোশতের টুকরা যদি শুদ্ধ থাকে, পরিচ্ছন্ন থাকে গোটা দেহ শুদ্ধ থাকবে, পরিচ্ছন্ন থাকবে। আর যদি ঐ গোশতের টুকরা নষ্ট হয়ে যায় তাহলে গোটা দেহ নষ্ট হয়ে যাবে। জেনে রাখ! ঐ গোশতের টুকরাটি হচ্ছে, কলব।' (বুখারী ৫২; মুসলিম ৪১৭৮; ইবনে মাজাহ ৩৯৮৪; মুসনাদে আহমদ ১৮৩৭৪)

সত্যিইতো! মূলত মানুষের মধ্যে ও অন্যান্য প্রাণীদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় হয় আত্মার মাধ্যমে। চেহারা-সুরত বা শক্তির মাধ্যমে নয়। এ প্রসঙ্গে কোন এক উর্দূ কবি চমৎকার বলেছেন:

گر بصورت آدمی انساں بودے   احمد و بوجہل ہم یکساں بودے

যদি চেহারা-সুরতের নাম মানুষ হতো তাহলে আহমদ (মুহাম্মদ সা.) ও আবু জাহেল একই হতো।

گاو خر از آدمی بہتر شدے   گر بصورت آدمی انساں بودے

যদি শক্তির নামই মানুষ হতো তাহলে গরু-গাধা মানুষের চেয়ে উত্তম হতো। কারণ তাদের শরীরে মানুষের চেয়ে শক্তি বেশী।

কলব কিভাবে নষ্ট হয়

পূর্বের আলোচনায় বুঝা গেল যে, মানুষের কলব বা অন্তর কখনো সুস্থ থাকে, কখনো অসুস্থ হয়। কলব কিভাবে অসুস্থ হয় তাও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে:

تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُودًا عُودًا فَأَىُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ وَأَىُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ عَلَى أَبْيَضَ مِثْلِ الصَّفَا فَلاَ تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ وَالآخَرُ أَسْوَدُ مُرْبَادًّا كَالْكُوزِ مُجَخِّيًا لاَ يَعْرِفُ مَعْرُوفًا وَلاَ يُنْكِرُ مُنْكَرًا إِلاَّ مَا أُشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ

'মানুষের অন্তরে অবিরত একটির পর একটি ফিতনা আসতে থাকবে, যেভাবে চাটাই বুনার সময় এর পাতাগুলো একাধারে আসতে থাকে। ফলে যে অন্তর তা গ্রহণ করবে তার মধ্যে একটি কালো দাগ পড়ে যাবে। আর যে অন্তর তা গ্রহণ করবে না তার মধ্যে একটি সাদা দাগ পড়ে যাবে। অবশেষে অন্তর দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়বে। একটি হবে মর্মর পাথরের মতো স্বচ্ছ ও সাদা। আসমান ও জমিন যতদিন টিকে থাকবে কোনো প্রকারের ফিতনাই তা ক্ষতি করতে পারবে না। আর কালো দাগ পড়া অন্তরটি হবে উপুর হওয়া কলসীর মতো। ভালকে ভাল হিসেবে এবং মন্দকে মন্দ হিসেবে তারতম্য করার যোগ্যতা তার থাকবে না। ফলে যা ইচ্ছা তাই গ্রহণ করবে।' (মুসলিম ৩৮৬)

এই হাদীস থেকে বুঝা যায় মানুষের কলব হঠাৎ করে নষ্ট হয়ে যায় না বরং ধীরে ধীরে পাপ কাজ করতে করতে নষ্ট হয়ে যায়। তবে যারা অন্যায় স্বীকার করে তাওবা করে তাদের বিষয়টি ভিন্ন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

'আর অন্য কিছু লোক তাদের অপরাধ স্বীকার করেছে, সৎকর্মের সঙ্গে তারা অসৎকর্মের
মিশ্রণ ঘটিয়েছে। আশা করা যায়, আল্লাহ্ তাদের তাওবা কবূল করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' (তওবা ৯:১০২)

اَقْسَامُ الْقُلُوْبِ কলবের প্রকারভেদ

মানুষের কলব বিভিন্ন অবস্থার কারণে বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। কুরআন ও সহীহ হাদীস অনুযায়ী মানুষের ক্বলবের যে নামগুলো জানা যায় তা নিম্নরূপ:

১. اَلْقَلْبُ الصَّحِيْحُ (ক্বলবে সহীহ) সুস্থ ক্বলব।

২. اَلْقَلْبُ السَّلِيْمُ (ক্বলবে সালিম) বিশুদ্ধ ক্বলব।

৩. اَلْقَلْبُ الْمُنِيْبُ (ক্বলবে মুনিব) বিনীত ক্বলব।

৪. اَلْقَلْبُ الْمَرِيْضُ (ক্বলবে মারিদ্ব) রোগাক্রান্ত ক্বলব।

৫. اَلْقَلْبُ الزَّائِغُ (ক্বলবে যায়েগ) বক্র ক্বলব।

৬. اَلْقَلْبُ اللَّاهِيْ (আল ক্বলবুল লাহী) অমনোযোগী ক্বলব।

৭. اَلْقَلْبُ الْغَافِلُ (আল ক্বলবুল গাফেল) উদাসীন ক্বলব।

৮. اَلْقَلْبُ الْمَخْتُوْمُ (ক্বলবে মাখতুম) সিলগলাকৃত ক্বলব।

৯. اَلْقَلْبُ الْمَيِّتُ (আল ক্বলবুল মায়্যিত) মৃত্যু ক্বলব।

১০. اَلْقَلْبُ الْمَطْبُوْعِ (ক্বলবে মাত'বু) মোহরকৃত ক্বলব।

এই প্রকার সমূহ তাযকিয়ার বিবেচনায় ভাগ করা হয়েছে।

অপর দিকে কুরআন মাজীদে নফ্সকে তিনটি সিফাত বা বিশেষণে উল্লেখ করা হয়েছে। আর তা হলো:

ক. اَلنَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (নফসে মুৎমায়িন্নাহ) : প্রশান্ত ও স্থীর মন।

খ. اَلنَّفْسُ اللَّوَّامَةُ (নফসে লাউওয়ামাহ) : আত্মসমালোচক মন।

গ. اَلنَّفْسُ الْأَمَّارَةُ (নফসে আম্মারাহ) : মন্দ কাজে প্ররোচনাদানকারী মন।

তবে এই সকল প্রকার ক্বলবকে হাদীসে চার প্রকার ক্বলবের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ اَلْقُلُوْبُ أَرْبَعَةٌ قَلْبٌ مُصَفَّحٌ فَذَاكَ قَلْبُ الْمُنَافِقِ وَقَلْبٌ أَغْلَفُ فَذَاكَ قَلْبُ الْكَافِرِ وَقَلْبٌ أَجْرَدُ كَأَنَّ فِيْهِ سِرَاجًا يَزْهَرُ فَذَاكَ قَلْبُ الْمُؤمِنِ وَقَلْبٌ فِيْهِ نِفَاقٌ وَإِيْمَانٌ فَمَثَلُهُ مَثَلُ قُرْحَةٍ يَمُدُّهَا قَيْحٌ وَدَمٌ وَمَثَلُهُ مَثَلُ شَجَرَةٍ يَسْقِيْهَا مَاءٌ خَبِيْثٌ وَمَاءٌ طَيِّبٌ فَأَيُّ مَاءٍ غَلَبَ عَلَيْهَا غَلَبَ

'হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন কলব চার প্রকার ১. বিকৃত কলব: আর এটা হলো মুনাফিকদের কলব ২. পর্দাবৃত কলব: এটা কফেরদের কলব ৩. মুক্ত ক্বলব: সব ধরণের ভ্রান্ত আক্বিদাহ ও পাপ-পঙ্কিরতামুক্ত কলব যেন তার মধ্যে একটি উজ্বল বাতি জ্বলছে আর এটা হচ্ছে মুমিনদের কলব ৪. নিফাক ও ঈমানযুক্ত ক্বলব: যার দৃষ্টান্ত হচ্ছে এমন ফোঁড়ার মতো যার ভিতরে পুঁজও রয়েছে আবার রক্তও রয়েছে অথবা তার দৃষ্টান্ত হলো এমন একটি গাছ, যাকে নষ্ট পানি দ্বারা ও বিশুদ্ধ পানি দ্বারা সেচ দেয়া হয়। অতঃপর যে পানির শক্তি বেশী সে পানি অনুযায়ী গাছটি গণ্য হবে।' (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ৭ম খন্ড ৪৮১ পৃষ্ঠা; মুসনাদে আহমদ ১১১২৯)

এ হাদীসে ক্বলবকে চারভাগে ভাগ করা হয়েছে। قَلْبُ الْمُنَافِقِ মুনাফিকের ক্বলব, قَلْبُ الْكَافِرِ কাফেরের ক্বলব, قَلْبُ الْمُؤمِنِ মুমিনের ক্বলব ও قَلْبٌ فِيْهِ نِفَاقٌ وَاِيْمَانٌ ঈমান ও নিফাক মিশ্রিত ক্বলব। আমরা এখন এগুলোর বিস্তারিত আলোচনা পেশ করবো, ইনশা-আল্লাহ।

বিস্তারিত বিবরণ بَيَانُ تَفْصِيْلِ الْقُلُوْبِ

প্রথম প্রকার: اَلْقَلْبُ الْمَرِيْضُ রুগ্ন ক্বলব বা قَلْبُ الْمُنَافِقِ মুনাফিকের ক্বলব।

এই প্রকার ক্বলবের অন্তর্ভূক্ত ক্বলব হলো اَلْقَلْبُ الْمَرِيْضُ রোগাক্রান্ত ক্বলব ও اَلْقَلْبُ الزَّائِغُ বক্র ক্বলব। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে: إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَؤُلَاءِ دِينُهُمْ

'যখন মুনাফিকরা ও যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে তারা বলছিল, 'এদেরকে এদের ধর্ম ধোকায় ফেলেছে।' (আনফাল ৮:৪৯)

এ আয়াতে মুনাফিক ও রোগাক্রান্ত ক্বলবের অধিকারী লোকদের একই সারিতে দাঁড় করানো হয়েছে। অবশ্য সকল রোগাক্রান্ত ক্বলবের অধিকারীকে মুনাফিক বলা যায় না। কেননা রোগ যেমন বাড়ে কমে এবং খুব দ্রুত পরিবর্তণ হয়। রোগাক্রান্ত ক্বলবও তেমন দ্রুত পরিবর্তণ হয় এবং পার্শ্ব পরিবর্তণ করে। এ ধরনের লোকদের সম্পর্কে আল্লাহ (সুব.) পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন: فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا

'তাদের অন্তরসমূহে রয়েছে ব্যাধি। অতঃপর আল্লাহ তাদের ব্যাধি বাড়িয়ে দিয়েছেন।' (বাকারা ২:১০)
এরা যদিও মুমিন দাবী করে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা মুমিন নয়। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ – يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ

'আর মানুষের মধ্যে কিছু এমন আছে, যারা বলে, 'আমরা ঈমান এনেছি আল্ল-াহর প্রতি এবং শেষ দিনের প্রতি', অথচ তারা মুমিন নয়। তারা আল্লাহকে এবং যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে ধোঁকা দিচ্ছে (বলে মনে করে)। অথচ তারা নিজেদেরকেই ধোঁকা দিচ্ছে এবং তারা তা অনুধাবন করে না।' (বাকারা ২:৮-৯)

এ প্রকার লোকগুলো প্রকাশ্য কাফেরের চেয়েও মারাত্মক। কেননা যারা প্রকাশ্য কাফের তারা ভিতরে-বাইরে প্রকাশ্য কাফের হওয়ায় তাদের চিনতে অসুবিধা হয় না। তারা মুমিনদের ধোঁকা দিতে পারে না। কিন্তু মুনাফিকরা যেহেতু বাহ্যিকভাবে নিজেদের মুমিন দাবী করে অথচ ভিতরে তারা কাফের সেহেতু সাধারণ মুমিনদের তাদের পক্ষে ধোঁকা দেয়া খুবই সহজ। এ কারণেই পবিত্র কুরআনে এদের শাস্তি প্রকাশ্য কাফেরের চেয়েও বেশী বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا

'নি:সন্দেহে এ সব মুনাফেক জাহান্নামের সর্বনিম্ন প্রকোষ্ঠে অবস্থান করবে।' (নিসা ৪:১৪৫)

এই প্রকার ক্বলবের অধিকারী লোকদের বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে।
ক. এরা দুমুখো আচরণ করে। মুমিনদের সঙ্গে একরকম আবার কাফের-মুশরিকদের সঙ্গে অন্য রকম। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ

'আর যখন তারা মুমিনদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে 'আমরা ঈমান এনেছি' এবং যখন গোপনে তাদের শয়তানদের সাথে একান্তে মিলিত হয়, তখন বলে, 'নিশ্চয় আমরা তোমাদের সাথে আছি। আমরা তো কেবল উপহাসকারী'।' (বাকারা ২:১৪)
খ. এরা সব-সময় দ্বিধা-দ্বন্ধে ভুগে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ

'সুতরাং তুমি দেখতে পাবে, যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, তারা কাফিরদের মধ্যে (বন্ধুত্বের জন্য) ছুটছে। তারা বলে, 'আমরা আশঙ্কা করছি যে, কোন বিপদ আমাদেরকে আক্রান্ত করবে'। অতঃপর হতে পারে আল্লাহ দান করবেন বিজয় কিংবা তাঁর পক্ষ থেকে এমন কিছু, যার ফলে তারা তাদের অন্তরে যা লুকিয়ে রেখেছে, তাতে লজ্জিত হবে।' (মায়িদা ৫:৫২)
অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

'তাদের অন্তরে কি ব্যাধি রয়েছে? নাকি তারা সন্দেহ পোষণ করে, না তারা ভয় করে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাদের উপর যুলম করবেন? বরং তারাই তো যালিম।' (নুর ২৪:৫০)

গ. এরা নারীলোভী হয়। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا

'হে নবী–পত্নিগণ, তোমরা অন্য কোন নারীর মত নও। যদি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর, তবে (পরপুরুষের সাথে) কোমল কণ্ঠে কথা বলো না, তাহলে যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে সে প্রলুব্ধ হয়। আর তোমরা ন্যায়সংগত কথা বলবে।' (আহযাব ৩৩:৩২)

ঘ. এরা চাটুকার, বাকপটু ও ঝগড়াটে হয়। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ

'আর মানুষের মধ্যে এমনও আছে, যার কথা দুনিয়ার জীবনে তোমাকে অবাক করে এবং সে তার অন্তরে যা রয়েছে, তার উপর আলাহকে সাক্ষী রাখে। আর সে কঠিন ঝগড়াকারী।' (বাকারা ২:২০৪)

ঙ. এরা মিথ্যা অপপ্রচারে পারদর্শী হয়। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا – مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا – سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا

‘যদি মুনাফিকগণ এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে তারা ও শহরে মিথ্যা সংবাদ প্রচারকারীরা বিরত না হয়, তবে আমি অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে তোমাকে ক্ষমতাবান করে দেব। অতঃপর তারা সেখানে তোমার প্রতিবেশী হয়ে অল্প সময়ই থাকবে। অভিশপ্ত অবস্থায়। তাদেরকে যেখানেই পাওয়া যাবে, পাকড়াও করা হবে এবং নির্মমভাবে হত্যা করা হবে। ইতিঃপূর্বে যারা অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে এটাই ছিল আল্লাহর রীতি, আর তুমি আল্লাহর রীতিতে কখনই কোন পরিবর্তন পাবে না।’ (আহযাব ২৩:৬০-৬২)

চ. এরা মুমিনদের সাথে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও বিদ্রুপ করে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ – وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ

‘আর যখনই কোন সূরা নাযিল করা হয়, তখন তাদের কেউ কেউ বলে, ‘এটি তোমাদের কার ঈমান বৃদ্ধি করল’? অতএব যারা মুমিন, নিশ্চয় তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করেছে এবং তারা আনন্দিত হয়। আর যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, এটি তাদের অপবিত্রতার সাথে অপবিত্রতা বৃদ্ধি করে এবং তারা মারা যায় কাফির অবস্থায়।’ (তাওবা ৯:১২৪-১২৫)
এ আয়াতে বর্ণিত মুনাফিকদের কথা ‘এটি তোমাদের কার ঈমান বৃদ্ধি করলো?’ তুচ্ছ ও কটাক্ষ মূলক বলেছে।

ছ. এরা কুরআনের বিভিন্ন উপমা ও কিচ্ছা-কাহিনী নিয়ে কটাক্ষ করে। তারা বলে মশা-মাছি, মাকরশা ইত্যাদির মাধ্যমে কেন আল্লাহ (সুব.) উপমা পেশ করছেন। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ

‘আর যেন যাদের অন্তরে রোগ আছে তারা এবং কাফেররা বলে, এরূপ উপমা দ্বারা আল্লাহ কী ইচ্ছা করেছেন? এভাবেই আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন আর যাকে ইচ্ছা সঠিক পথে পরিচালিত করেন। আর তোমার রবের বাহিনী সম্পর্কে তিনি ছাড়া কেউ জানেন না। আর এ হচ্ছে মানুষের জন্য উপদেশমাত্র।’ (মুদ্দাসির ৭৪:৩১)

জ. এরা অতি উৎসাহী হয়। রুগ্ন ক্বলবের অধিকারী লোকেরা বিভিন্ন কাজে অতি উৎসাহী হয়। কেনো জিহাদের হুকুম দেওয়া হচ্ছে না? কেনো অমুককে হত্যা করা হচ্ছে না? জিহাদের বক্তব্য আর কত দিন শুনবো? এখন মাঠে নামার সময়। অথচ প্রয়োজনের সময় এদের কাউকে খুজে পাওয়া যায় না।

বরং তারা ভয়ে মোবাইল নাম্বার বন্ধ করে রাখে, মারকাজে আসা ছেড়ে দেয়, ভয়ে কাচুমাচু হয়ে বিবি-বাচ্চাদের নিয়ে ঘরের অন্ধ কুঠুরিতে আশ্রয় নেয়। সেখানে বসেও চিন্তা করে পুলিশ আসলো কিনা, কোন লোক দেখলে মনে করে এ লোকটি গোয়েন্দা কিনা। রুগ্ন ক্বলবের অধিকারী লোকদের এই চরিত্রের মুখোশ উম্মোচন করে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ

‘আর যারা ঈমান এনেছে তারা বলে, ‘কেন একটি সূরা নাযিল করা হয়নি?’ অতঃপর যখন দ্ব্যর্থহীন কোন সুস্পষ্ট সূরা নাযিল করা হয় এবং তাতে যুদ্ধের উল্লেখ থাকে, তখন তুমি দেখবে যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে তারা তোমার দিকে মৃত্যুভয়ে মূর্ছিত ব্যক্তির দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। সুতরাং ধ্বংস তাদের জন্য।’ (মুহাম্মদ ৪৭:২০)

ঝ. এরা মুমিনদের উপর কোনো বিপদাপদ আসলে সেটাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করে এবং মানুষকে বিভ্রান্ত করে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا

‘আর স্মরণ কর, যখন মুনাফিকরা ও যাদের অন্তরে ব্যাধি ছিল তারা বলছিল, ‘আল্লাহ ও তার রাসূল আমাদের যে ওয়াদা দিয়েছিলেন তা প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়’।’ (আহযাব ২৩:১২)
এ আয়াতে দেখা গেলো তারা আল্লাহর ওয়াদাকে প্রতারণা বলে সাধারণ মুসলিমদের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে।

ঞ. এরা বক্র মনের অধিকারী হয়। সবসময় চেষ্টা করে কিভাবে কুরআন-হাদীসের ভুল বের করা যায় অথবা সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করা যায়। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ

‘যাদের অন্তরে রয়েছে সত্যবিমুখ প্রবণতা, তারা ফিতনার উদ্দেশ্যে এবং ভুল ব্যাখ্যার অনুসন্ধানে মুতাশাবিহ্ আয়াতগুলোর পেছনে লেগে থাকে। অথচ আল্লাহ ছাড়া কেউ এর ব্যাখ্যা জানে না।’ (আল ইমরান ৩:৭)
এছাড়া হাদীসে এদের কিছু লক্ষণ বলা হয়েছে। যা মুনাফিক অধ্যায়ে আলোচনা হবে, ইনশা-আল্লাহ।

রোগ গোপন থাকে না

যাদের অন্তরে রোগ রয়েছে তাদের রোগ বেশী দিন গোপন থাকে না। এক সময় আল্লাহ (সুব.) প্রকাশ করে দেন। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ

'যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে তারা কি ধারণা করেছে যে, আল্লাহ তাদের গোপন বিদ্বেষভাব প্রকাশ করে দিবেন না?' (মুহাম্মদ ৪৭:২৯)

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে আল্লাহ (সুব.) ভালো এবং খারাপ বান্দাদের পরিচয় প্রকাশ করে দেন। ইরশাদ হয়েছে:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلَ فَقَالَ إِنِّى أُحِبُّ فُلاَنًا فَأَحِبَّهُ قَالَ فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ ثُمَّ يُنَادِى فِى السَّمَاءِ فَيَقُولُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلاَنًا فَأَحِبُّوهُ. فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ قَالَ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِى الأَرْضِ. وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلَ فَيَقُولُ إِنِّى أُبْغِضُ فُلاَنًا فَأَبْغِضْهُ قَالَ فَيُبْغِضُهُ جِبْرِيلُ ثُمَّ يُنَادِى فِى أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ فُلاَنًا فَأَبْغِضُوهُ قَالَ فَيُبْغِضُونَهُ ثُمَّ تُوضَعُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِى الأَرْضِ

'আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: আল্লাহ (সুব.) যখন কোন বান্দাকে ভালোবাসেন তখন তিনি জিবরাঈল (আ.) কে ডেকে বলেন, আমি অমুক ব্যক্তিকে ভালোবাসি তুমিও তাকে ভালোবাসো। অতঃপর জিবরাঈল (আ.) তাকে ভালোবাসেন এবং আসমানে ডেকে বলেন, হে মালায়েকগণ! আল্লাহ অমুক ব্যক্তিকে ভালোবাসেন তোমরাও তাকে ভালোবাস। তখন আসমানবাসীরা তাকে ভালোবাসেন। তারপর পৃথিবীর অধিবাসীদের মনে সে গ্রহণীয় হয়ে ওঠে। আর যখন আল্লাহ (সুব.) কোন বান্দার সাথে শত্রুতা পোষণ করেন তখন জিবরাঈল (আ.) কে ডেকে বলেন, আমি অমুক ব্যক্তির শত্রু তুমিও তার সাথে শত্রুতা করো। অতঃপর জিবরাঈল (আ.) তার সাথে শত্রুতা করেন এবং আকাশের অধিবাসী মালায়েকদের ডেকে বলেন, আল্লাহ (সুব.) অমুক ব্যক্তির সাথে শত্রুতা করেন, তোমরাও তার সাথে শত্রুতা করো। তখন তারা সকলেই তার সাথে শত্রুতা করে। এরপর পৃথিবীর অধিবাসীদের মধ্যে তার বিরুদ্ধে শত্রুতার ভাব বদ্ধমূল হয়।' (মুসলিম ৬৮৭৩; মুসনাদে আহমদ ৭৬২৫)

গুনাহ যত গোপনেই করা হোক না কেন তা এক সময় প্রকাশ হয়েই যাবে। এমন কি চার দেয়ালের ভিতরে দরজা বন্ধ করে গভীর অন্ধকার রজনীতে কোনো গুনাহ করলেও আল্লাহ (সুব.) অবশ্যই তা জানেন এবং তা এক সময় প্রকাশ করে দিবেন।

দ্বিতীয় প্রকার: আল ক্বালবুস সালীম اَلْقَلْبُ السَّلِيْمُ **বা ক্বলবুল মুমিন** قَلْبُ الْمُؤْمِنِ।

'আল ক্বালবুস সালীম' মানে হচ্ছে সুস্থ, সঠিক ও বিশুদ্ধ ক্বলব। যার মধ্যে পাপ-পঙ্কিলতার কোন কালো দাগ নেই। যেন তার মধ্যে একটি উজ্জ্বল বাতি জ্বলছে আর এটা হচ্ছে মুমিনদের কলব। কোন প্রকার রোগ তাকে আক্রান্ত

করেনি। কোন জীবানু তার মধ্যে প্রবেশ করেনি। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ - إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

'সেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন উপকারে আসবে না। তবে যে আল্লাহর কাছে আসবে সুস্থ অন্তরসহ।' (শুআরা ২৬:৮৮-৮৯)

এ আয়াতে সুস্থ ক্বলব বলতে পাপ-পঙ্কিলতার ময়লা ও শিরকমুক্ত কলব উদ্দেশ্য করা হয়েছে। এই প্রকার ক্বলবকেই اَلْقَلْبُ الصَّحِيْحُ সুস্থ ক্বলব হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।

وَقَالَ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: اَلْقَلْبُ السَّلِيْمُ: هُوَ الْقَلْبُ الصَّحِيْحُ، وَهُوَ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ؛ لِأَنَّ قَلْبَ الْكَافِرِ وَالْمُنَافِقِ مَرِيْضٌ، قَالَ اللهُ: فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ

সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব বলেন, ক্বলবে সালীম হলো, সুস্থ ক্বলব। আর তা হচ্ছে, মুমিনের ক্বলব। কেননা কাফের ও মুনাফিকদের ক্বলবকে পবিত্র কুরআনে রুগ্ন ক্বলব হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। (তাফসীরে ইবনে কাসীর অত্র আয়াতের তাফসীরে দ্রষ্টব্য)

ক্বলবে সালীমের সমার্থক আরো দুটি নাম রয়েছে। একটি হলো: اَلْقَلْبُ الْمُنِيْبُ 'আল ক্বালবুল মুনীব'। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ

'যে না দেখেই রহমানকে ভয় করত এবং বিনীত হৃদয়ে উপস্থিত হত।' (কাফ ৫০:৩৩)

তৃতীয় প্রকার: আল ক্বালবুল মাখতূম اَلْقَلْبُ الْمَخْتُوْمُ/ اَلْمَطْبُوْعُ/ اَلْمَيِّتُ **বা** قَلْبُ الْكَافِرِ **কাফেরের ক্বলব।**

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ক্বলবসমূহের আরেকটি প্রকার হলো 'আল ক্বালবুল মাখতুম' বা সিলগালাকৃত ক্বলব। মানুষ গুনাহের কাজ করতে করতে একসময় এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে যায় যখন তার কাছে কোন ভালো-মন্দ পার্থক্য থাকে না। কুরআন-সুন্নাহের কথা তার ভালো লাগে না। সব সময় পাপাচার ও অন্যায় কাজে লিপ্ত থাকতে ভালো লাগে। এ পর্যায়ে যখন উপণীত হয় তখন ঐ ক্বলবকে اَلْقَلْبُ الْمَخْتُوْمُ বা সীলগালাকৃত ক্বলব হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে:

خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

'আল্লাহ তাদের অন্তরে এবং তাদের কানে মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন এবং তাদের চোখসমূহে রয়েছে পর্দা। আর তাদের জন্য রয়েছে মহাআযাব।' (বাকারা ২:৭)

এ আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ (সুব.) তাদের অন্তরে মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন। এর অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ (সুব.) তাদের অন্তরে মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন বিধায় তারা অন্যায় করছে, বরং তারা অন্যায় করতে করতে এমন এক পর্যায়ে চলে গেছে যখন তাদের আর কোনো হেদায়েত লাভ করার সুযোগ অবশিষ্ট নেই। এ কারণেই আল্লাহ (সুব.) তাদের অন্তরে মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ

‘অতঃপর আমি তাঁর পরে অনেক রাসূলকে তাদের কওমের নিকট পাঠিয়েছি এবং তারা তাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে এসেছিল; কিন্তু তারা ইতঃপূর্বে অস্বীকার করার কারণে ঈমান আনার ছিল না। এমনিভাবে আমি সীমালঙ্ঘনকারীদের অন্তরে মোহর এঁটে দেই।’ (ইউনুস ১০:৭৪)

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ

‘এ হল সে সব জনপদ, যার কিছু কাহিনী আমি তোমার কাছে বর্ণনা করছি। আর তাদের কাছে তো স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ তাদের রাসূলগণ এসেছিল। কিন্তু যা তারা পূর্বে অস্বীকার করেছিল তার প্রতি তারা ঈমান আনার ছিল না। এমনিভাবে আল্লাহ কাফিরদের অন্তরে মোহর মেরে দেন।’ (আরাফ ৭:১০১)

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ

‘যারা নিজেদের কাছে আগত কোন দলীল-প্রমাণ ছাড়া আল্লাহর নিদর্শনাবলী সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়। তাদের এ কাজ আল্লাহ ও মুমিনদের দৃষ্টিতে অতিশয় ঘৃণার্হ। এভাবেই আল্লাহ প্রত্যেক অহঙ্কারী স্বৈরাচারীর অন্তরে সীল মেরে দেন।’ (গাফের ৪০:৩৫)

এ পর্যায়ে যারা উপণীত হয় তারা সত্যকে সত্যরূপে দেখে না, সত্য কথা শুনে না, সত্যকে বুঝার চেষ্টা করে না। এদেরকে পবিত্র কুরআনে পশুতুল্য বা তার চেয়েও নিকৃষ্ট হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ

‘আর অবশ্যই আমি সৃষ্টি করেছি জাহান্নামের জন্য বহু জিন ও মানুষকে। তাদের রয়েছে অন্তর, তা দ্বারা তারা বুঝে না; তাদের রয়েছে চোখ, তা দ্বারা

তারা দেখে না এবং তাদের রয়েছে কান, তা দ্বারা তারা শুনে না। তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত; বরং তারা অধিক পথভ্রষ্ট। তারাই হচ্ছে গাফেল।’ (আরাফ ৭:১৭৯)

এরা মূলত আল্লাহর আনুগত্যের পরিবর্তে নিজের মনের পূজা করে, তাদের নফসকে তারা অনুসরণ করে এবং নিজেদের নফসকেই তারা ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে। একারণেই তাদের অন্তরকে সীলগালা করে দেয়া হয়েছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

‘তবে তুমি কি তাকে লক্ষ্য করেছ, যে তার প্রবৃত্তিকে আপন ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে? তার কাছে জ্ঞান আসার পর আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন এবং তিনি তার কান ও অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছেন। আর তার চোখের উপর স্থাপন করেছেন আবরণ। অতএব আল্লাহর পর কে তাকে হিদায়াত করবে? তারপরও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?’ (জাসিয়াত ৪৫:২৩)

এ আয়াতে স্পষ্টভাবে মোহর লাগানোর কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। আর তা হলো, আল্লাহ বিধান জানার পরও নিজের নফসকে ইলাহ বানিয়ে নেয়া। একই ধরণের আরো একটি কারণ অন্য আয়াতে উল্লেখ রয়েছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ

‘আর তাদের মধ্যে এমন কতক রয়েছে, যারা তোমার প্রতি মনোযোগ দিয়ে শুনে। অবশেষে যখন তারা তোমার কাছ থেকে বের হয়ে যায় তখন তারা যাদের জ্ঞান দান করা হয়েছে তাদের উদ্দেশ্যে বলে, ‘এই মাত্র সে কী বলল?’ এরাই তারা, যাদের অন্তরসমূহে আল্লাহ মোহর মেরে দিয়েছেন এবং তারা নিজেদের খেয়াল–খুশীর অনুসরণ করেছে।’ (মুহাম্মদ ৪৭:১৬)

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ

‘এরাই তারা, যাদের অন্তরসমূহ, শ্রবণ সমূহ ও দৃষ্টিসমূহের উপর আল্লাহ মোহর মেরে দিয়েছেন এবং তারাই হচ্ছে গাফেল।’ (নাহাল ১৬:১০৮)

চতুর্থ প্রকার: আল ক্বলবুল লাহী اَلْغَافِلُ / اَلْقَلْبُ اللَّاهِيْ বা قَلْبٌ فِيْهِ اِيْمَانٌ وَنِفَاقٌ মিশ্র ক্বলব।

অমনোযোগি বা উদাসীন ক্বলব। এদের কাছে আল্লাহর বিধানের কোন গুরুত্ব থাকে না। এ ধরণের লোকদের ক্বলব ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যায়। প্রথম অবস্থায় এরা মাঝে মধ্যে নেক আমল করে আবার মাঝে মধ্যে গুনাহ করে। কখনো

তাওবা করে। এ প্রকার মানুষের সংখ্যাই বেশী। একজন মানুষ যে মাঝে মধ্যে পাপ করে আবার আল্লাহর নিকটে তওবা করে সে নিজের পরিচয় কুরআন থেকে খুজে বের করা চেষ্টা করলো, কেননা সে জানে কুরআনের আলোচ্য বিষয় হলো মানুষ। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

'নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি এক কিতাব নাযিল করেছি, যাতে তোমাদের আলোচনা রয়েছে, তবুও কি তোমরা বুঝবে না?' (আম্বীয়া ২১:১০)

এ আয়াতের সুত্র ধরে পবিত্র কুরআনের ভিতরে নিজেকে আবিষ্কার করার চেষ্টা করলো। এক সময় ঠিকই সে নিজেকে পবিত্র কুরআনের ভিতর আবিষ্কার করতে সক্ষম হলো। সে পেয়ে গেলো পবিত্র কুরআনের এ আয়াত-

وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

'আর অন্য কিছু লোক তাদের অপরাধ স্বীকার করেছে, সৎকর্মের সঙ্গে তারা অসৎকর্মের মিশ্রণ ঘটিয়েছে। আশা করা যায়, আল্লাহ্ তাদের তাওবা কবূল করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' (তাওবা ৯:১০২)

লোকটি এ আয়াত পেয়ে খুশি হলো। আর বললো, বাহ! বাহ! আমি পেয়েছি। আমি আমাকে পবিত্র কুরআনের ভিতর পেয়েছি। সত্যিইতো! আমি অপরাধ স্বীকার করি, মাঝেমধ্যে নেক আমলের সাথে পাপকাজ করি।

এই প্রকার লোকদের মধ্য থেকে যারা তওবা করে আল্লাহ (সুব.) তাদের তাওবা কবুল করে নেন। যা উপরোক্ত আয়াতে উল্লেখ রয়েছে। আর যদি তাওবা না করে বরং একেরপর এক গুনাহ করতে থাকে তাহলে একপর্যায়ে তাদের ক্বলব اَلْقَلْبُ الْقَاسِيْ শক্ত ক্বলবে রূপান্তরিত হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُودًا عُودًا فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ عَلَى أَبْيَضَ مِثْلِ الصَّفَا فَلَا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَالْآخَرُ أَسْوَدُ مُرْبَادًّا كَالْكُوزِ مُجَخِّيًا لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا إِلَّا مَا أُشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ

'মানুষের অন্তরে অবিরত একটির পর একটি ফিতনা আসতে থাকবে, যেভাবে চাটাই বুনার সময় এর পাতাগুলো একাধারে আসতে থাকে। ফলে যে অন্তর তা গ্রহণ করবে তার মধ্যে একটি কালো দাগ পড়ে যাবে। আর যে অন্তর তা গ্রহণ করবে না তার মধ্যে একটি সাদা দাগ পড়ে যাবে। অবশেষে অন্তর দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়বে। একটি হবে মর্মর পাথরের মতো স্বচ্ছ ও সাদা। আসমান ও জমিন যতদিন টিকে থাকবে কোনো প্রকারের ফিতনাই তা ক্ষতি করতে

পারবে না। আর কালো দাগ পড়া অন্তরটি হবে উপুর হওয়া কলসীর মতো। ভালকে ভাল হিসেবে এবং মন্দকে মন্দ হিসেবে তারতম্য করার যোগ্যতা তার থাকবে না। ফলে যা ইচ্ছা তাই গ্রহণ করবে।' (মুসলিম ৩৮৬)

গাফেল ক্বলবের অধিকারী লোকদের প্রতি সতর্কবাণী

অমনোযোগী ক্বলবের অধিকারী লোকেরা যদি তওবা না করে তবে আস্তে আস্তে পথভ্রষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। এরা ধীরে ধীরে নিজেদের ধর্মনিরপেক্ষ, উদারপন্থী, সুশীল সমাজ ইত্যাদি নামে অভিহিত করে। বাস্তবে এরাই হলো ধর্মহীন নাস্তিক-মুরতাদ। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ - مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ - لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ

'মানুষের হিসাব-নিকাশের সময় আসন্ন, অথচ তারা উদাসীনতায় মুখ ফিরিয়ে রয়েছে। যখনই তাদের রবের পক্ষ থেকে তাদের নিকট কোন নতুন উপদেশ আসে তখন তারা তা কৌতুকভরে শ্রবণ করে। তাদের অন্তর থাকে অমনোযোগী এবং যালিমরা গোপনে পরামর্শ করে যে, এ তো তোমাদের মতই একজন মানুষ। এরপরও কি তোমরা দেখে শুনে যাদুর কবলে পড়বে? (আম্বিয়া ২১:১-৩)

এ আয়াতে বর্ণিত লোকদের সংখ্যা বর্তমানে বহুগুনে বৃদ্ধি পেয়েছে। সেকুল্যার বা ধর্ম নিরপেক্ষ হিসেবে যারা নিজেদের পরিচয় দিতে বেশী উৎসাহী তারাই এ দলের অন্তর্ভূক্ত। এদের ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে: وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ

'আর নিশ্চয়ই অনেক মানুষ আমার নিদর্শনসমূহের ব্যাপারে গাফেল।' (ইউনুস ১০:৯২)

এরা আল্লাহর বিধান থেকে গাফেল হলেও পার্থিব স্বার্থ সম্পর্কে একটু বেশীই সচেতন। পার্থিব সম্পদ ও সম্মান অর্জনের কলা-কৌশল এরা ভালই জানে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে: يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ

'তারা দুনিয়ার জীবনের বাহ্যিক দিক সম্পর্কে জানে, আর আখিরাত সম্পর্কে তারা গাফিল।' (রূম ৩০:৭)

এরা মূলত পার্থিব জগতের আরাম-আয়েশ ও নিজেদের জনবল ও অর্থ-সম্পদ বৃদ্ধিতেই বেশী মনোযোগী। এদের আসল চরিত্র উম্মোচন করে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ – حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ

'প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে ভুলিয়ে রেখেছে। যতক্ষণ না তোমরা কবরের সাক্ষাৎ করবে।' (তাকাছুর ১০২:১-২)
এরা পার্থিব জগতে আখেরাতকে ভূলে থাকলেও একদিন তাদের চক্ষু খুলে যাবে যখন তাদের আর কোনো উপায় থাকবে না। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ

'অবশ্যই তুমি এ দিবস সম্পর্কে উদাসীন ছিলে, অতএব আমি তোমার পর্দা তোমার থেকে উন্মোচন করে দিলাম। ফলে আজ তোমার দৃষ্টি খুব প্রখর।' (কাফ ৫০:২২)

গাফেল লোকদের থেকে সাবধান

গাফেল বা অমনোযোগী ক্বলবের অধিকারী লোকদের আনুগত্য করা, তাদের সাথে বন্ধুত্ব করা, উঠা-বসা, চলা-ফেরা করা নিষেধ। পবিত্র কুরআনে রাসূলুল্লাহ (সা.) কে সাবধান করে ইরশাদ হয়েছে-

وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا

'আর ওই ব্যক্তির আনুগত্য করো না, যার অন্তরকে আমি আমার যিকির থেকে গাফেল করে দিয়েছি এবং যে তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে এবং যার কর্ম বিনষ্ট হয়েছে।' (কাহাফ ১৮:২৮)
এছাড়া সাধারণ মুমিনদের সাবধান করে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

'হে মুমিনগণ, তোমাদের ধন–সম্পদ ও সন্তান- সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন না করে। আর যারা এরূপ করে তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।' (মুনাফিকুন ৬৩:৯)
সত্যিকার মুমিন যারা তাদের পার্থিব কোনো লোভ-লালসা কিংবা কারো ভালোবাসা আল্লাহর বিধান থেকে গাফেল রাখতে পারে না। অতঃপর আল্লাহ (সুব.) স্বীয় রাসূলকে এবং তাঁর মাধ্যমে তাঁর উম্মতকে গাফেল লোকদের আনুগত্য করতে নিষেধ করেছেন।
পবিত্র কুরআনে সাহাবায়ে কিরামদের প্রশংসা করে ইরশাদ হয়েছে:

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

'সেসব লোক, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর যিক্‌র, সালাত কায়েম করা ও যাকাত প্রদান করা থেকে বিরত রাখে না। তারা সেদিনকে ভয় করে, যেদিন অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ উল্টে যাবে।' (নূর ২৪:৩৭)

আল্লাহর এই উপদেশ গ্রহণ করে যারা 'সৎকাজের দিকে অগ্রসর হওয়া ও অসৎকাজ থেকে বিরত হওয়া' থেকে গাফেল থাকে তাদের ক্বলব একসময় শক্ত হয়ে যায়। আর তখন ঐ ক্বলবের নাম হয়ে যায় اَلْقَلْبُ الْقَاسِيْ শক্ত ক্বলব। নিম্নে তার বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

আল ক্বালবুল কাসী اَلْقَلْبُ الْقَاسِيْ

শক্ত ক্বলব। এ ধরণের লোকদের যতই আখেরাতের ভয় দেখানো হোক তাদের ক্বলব কোনো ক্রমেই নরম হবে না। ভাতের চাউলের সাথে পাথর পরলে যতই আগুনে জ্বালানো হোক চাউল হয়তো ভাত হয়ে জাউ হয়ে যাবে কিন্তু পাথরের কিছুই হবে না। এরাও সেই পাথর সমতুল্য বরং তার চেয়েও শক্ত। এ জাতীয় মানুষদের সম্পর্কে আল্লাহ (সুব.) পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন:

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

'অতঃপর তোমাদের অন্তরসমূহ এর পরে কঠিন হয়ে গেল যেন তা পাথরের মত কিংবা তার চেয়েও শক্ত। আর নিশ্চয় পাথরের মধ্যে কিছু আছে, যা থেকে নহর উৎসারিত হয়। আর নিশ্চয় তার মধ্যে কিছু আছে যা চূর্ণ হয়। ফলে তা থেকে পানি বের হয়। আর নিশ্চয় তার মধ্যে কিছু আছে যা আল্লাহর ভয়ে ধ্বসে পড়ে। আর আল্লাহ তোমরা যা কর, সে সম্পর্কে গাফেল নন।' (বাকারা ২:৭৪)

এ আয়াতে তিন প্রকার পাথরের উল্লেখ রয়েছে। প্রথম প্রকার: যেগুলো আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করার ফলে তার থেকে পানির নহর প্রবাহিত হয়। দ্বিতীয় প্রকার: যেগুলো আল্লাহর ভয়ে চূর্ণ হয়ে যায় এবং তার থেকে পানি বের হয়। আর তৃতীয় প্রকার: যেগুলো আল্লাহর ভয়ে উপর থেকে নিচে গড়িয়ে পরে। কিন্তু মানুষের মধ্যে একদল মানুষ এরকম আছে যাদের মধ্যে আল্লাহর ভয় কোনো প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে না। এদের ক্বলবকেই বলা হয় 'আল ক্বালবুল কাসী' বা শক্ত মন। এ ধরণের ক্বলবের অধিকারী লোকদের থেকে সাবধান করে আল্লাহ (সুব.) মুমিনদের প্রতি সতর্কবাণী নাজিল করেছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ

‘যারা ঈমান এনেছে তাদের হৃদয় কি আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য নাযিল হয়েছে তার কারণে বিগলিত হওয়ার সময় হয়নি? আর তারা যেন তাদের মতো না হয়, যাদেরকে ইতিঃপূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছিল, তারপর তাদের উপর দিয়ে দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হল, অতঃপর তাদের অন্তরসমূহ কঠিন হয়ে গেল। আর তাদের অধিকাংশই ফাসিক।’ (হাদীদ ৫৭:১৬)

মানুষের অন্তর এমনিতেই শক্ত হয়ে যায় না বরং বিভিন্ন ধরণের গুনাহ্ করতে করতে একসময় পাথরের চেয়েও বেশী শক্ত হয়ে যায়। এ ধরণের কিছু গুনাহের কথা উল্লেখ করে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ

‘সুতরাং তারা তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে আমি তাদেরকে লা‘নত দিয়েছি এবং তাদের অন্তরসমূহকে করেছি কঠোর। তারা শব্দগুলোকে আপন স্থান থেকে বিকৃত করে এবং তাদেরকে যে উপদেশ দেয়া হয়েছে, তার একটি অংশ তারা ভুলে গিয়েছে এবং তুমি তাদের থেকে খিয়ানত সম্পর্কে অবগত হতে থাকবে, তাদের অল্প সংখ্যক ছাড়া।’ (মায়েদা ৫:১৩)

শক্ত মনের অধিকারীদের পরিণতি খুবই ভয়াবহ। আল্লাহ (সুব.) পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন:

فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

‘অতএব ধ্বংস সে লোকদের জন্য যাদের হৃদয় কঠিন হয়ে গেছে আল্লাহর স্মরণ থেকে। তারা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে নিপতিত।’ (যুমার ৩৯:২২)

مَدْخَلُ الْأَمْرَاضِ وَسُمُوْمُ الْقَلْبِ কল্বব রোগাক্রান্ত হওয়ার কারণসমূহ

প্রতিটি মানুষকে আল্লাহ (সুব.) ফেতরাতের উপর সৃষ্টি করেছেন। ফেতরাত মানে হচ্ছে ইসলাম অথবা সত্যকে গ্রহণ করার যোগ্যতা। একটি স্বচ্ছ-সাদা গ্লাসে যে ধরণের পানি রাখা হয় সে ধরণের কালার গ্রহণ করে। তেমনিভাবে প্রতিটি মানুষকে আল্লাহ (সুব.) একটি স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন অন্তর দিয়ে সৃষ্টি করেন। পরবর্তীতে গুনাহ করতে করতে দাগ পড়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন:

عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ ثُمَّ يَقُولُ فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ

‘প্রতিটি শিশুই আল্লাহর পরিচয়, একত্ববাদ ও ভালবাসার উপর জন্মগ্রহণ করে। অতপর তার পিতা-মাতা তাকে ইয়াহুদী বানায় অথবা খৃষ্টান বানায়

অথবা অগ্নীপূজক বানায়। যেমনিভাবে একটি পশু একটি পরিপূর্ণ বাচ্চা প্রসব করে, যার মধ্যে কোন দোষ ও অপূর্ণতা থাকে না। তোমরা কি সেগুলোর মধ্যে কোন কান কাটা নবজাত বাচ্চা দেখেছো? অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা:) কুরআনের আয়াতটি আবৃত্তি করেন: **فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ** ‘এটাই (একত্ববাদী দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা) আল্লাহর প্রকৃতি, যার উপর তিনি মানব সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তণ নেই। এটাই সরল দ্বীন।’ (সুরা রূম ৩০:৩০) (সহীহ বুখারী ৪৭৭৫; সহীহ মুসলিম ৬৯২৬; মুসনাদে আহমদ ১২৪৯৯)

প্রকৃত অর্থে একটি শিশু শাবক নিখুঁত ও পরিপূর্ণ দুটো কান সহ সর্বাঙ্গীন পরিপূর্ণতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু মানুষ কান কেটে তাকে বিশ্রী ও ত্রুটি যুক্ত করে ফেলে। এভাবে একটি মানব শিশু আল্লাহর পরিচয়, ভালবাসা ও একত্ববাদী চেতনা নিয়ে জন্ম লাভ করার পর পিতা-মাতা, বন্ধু-বান্ধব ও পীর-ফকীর কর্তৃক বিভ্রান্ত হয়ে শিরক, অংশীবাদ ও অগ্নীপূজায় লিপ্ত হয় এবং কান কাটা পশু শাবকের মতই অসুন্দর, বিকৃত ও ত্রুটিযুক্ত হয়ে যায়। এক পর্যায়ে সে হারিয়ে ফেলে মহান স্রষ্টার প্রকৃত পরিচয়। এখানে বিশেষভাবে পিতা-মাতার কথা বলা হয়েছে যে, তারা সন্তানকে ইয়াহুদী-খ্রিস্টান বানায়। হাদীসের এ অংশটি উপলব্ধি করা বর্তমানে খুবই সহজ। **কেননা একটি বাচ্চার যখন স্কুলে যাওয়ার বয়স হয় তখন পিতা মাতাই বাচ্চার জন্য স্কুল নির্বাচন করে।** ভালো লেখাপড়ার নামে তারা নিজের সন্তানকে খ্রিস্টান স্কুলে কিংবা নাস্তিকদের স্কুলে দিয়ে সন্তানকে চিরতরে তাওহীদ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। এভাবেই পিতা-মাতা সন্তানকে তাওহীদ থেকে বিচ্ছিন্ন করে। এ কারণেই কেয়ামতের মাঠে অনেক সন্তান তাদের পিতা-মাতার বিরুদ্ধে মহান আল্লাহর দরবারে অভিযোগ করবে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا اللَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ

‘আর কাফিররা বলবে, ‘হে আমাদের রব, জিন ও মানুষের মধ্যে যারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে তাদেরকে আমাদের দেখিয়ে দিন। আমরা তাদের উভয়কে আমাদের পায়ের নীচে রাখব, যাতে তারা নিকৃষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়।’ (ফুস্সিলাত ৪১:২৯)

এতক্ষন পর্যন্ত আমরা মানুষের ক্বলবের বিভিন্ন প্রকারভেদ ও তার বিস্তারিত অবস্থা নিয়ে আলোচনা পেশ করেছি। এখন আমরা আলোচনা করবো কিভাবে মানুষের ক্বলব রোগাক্রান্ত হয় এবং কোন্ কোন্ রুটে রোগগুলো মানুষের ক্বলবের ভিতরে প্রবেশ করে।

প্রথম কারণ : فُضُوْلُ الْمُخَالَطَةَ সাধারণ মানুষের সংস্পর্শে বেশী থাকা

যে সকল কারণে মানুষের ক্বলব ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যায় তার অন্যতম কারণ হলো সাধারণ মুর্খ ও অসৎ মানুষের সংস্পর্শে বেশী থাকা। যা পূর্বের হাদীসেও ইঙ্গিত করা হয়েছে। বিশেষ করে অশিক্ষিত বেদুঈন ও পীর-ফকিরের গোড়া পন্থি অন্ধ অনুসারী লোকদের থেকে সর্তক থাকা খুবই জরুরী। কেননা পবিত্র কুরআনে এদের সম্পর্কে বলা হয়েছে:

الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

'বেদুঈনরা কুফর ও মুনাফিকীতে (কপটতায়) কঠিনতর এবং আল্লাহ তাঁর রাসূলের উপর যা নাযিল করেছেন তার সীমারেখা না জানার অধিক উপযোগী। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।' (তাওবা ৯:৯৭)

বাস্তবেও দেখা যায় গ্রাম্য অশিক্ষিত লোকেরা কুরআন-সুন্নাহর কোনো পাত্তা দেয় না। তারা বাপ-দাদার যুগ থেকে চলে আসা রুসম-রেওয়াজ ও বিভিন্ন পীর-ফকিরদের তরীকার অন্ধ অনুসরণ করে। তাদের কুরআন-সুন্নাহের কথা বললে তারা উল্টো প্রতিবাদ করে বলে, আমাদের পূর্ব-পুরুষরা কি কম বুঝেছেন? আমাদের পীর-বুযুর্গরা কি কুরআন-হাদীস বুঝেন নাই। কেবল তোমরাই কুরআন-হাদীস পড়েছো ইত্যাদি।

সমাধান

ক. 'আল ওয়ালা ওয়াল বারাআহ' আল্লাহর জন্য ভালোবাসা ও আল্লাহর জন্য শক্রুতা পোষণ করার নীতি অনুসরণ করা। মুসলিম জাতির পিতা ইবরাহীম (আ.) তাই করেছিলেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ

'ইবরাহীম ও তার সাথে যারা ছিল তাদের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ। তারা যখন স্বীয় সম্প্রদায়কে বলছিল, 'তোমাদের সাথে এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যা কিছুর উপাসনা কর তা হতে আমরা সম্পর্কমুক্ত। আমরা তোমাদেরকে অস্বীকার করি; এবং উদ্রেক হল আমাদের-তোমাদের মাঝে শক্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্য; যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আন।' (মুমতাহিনা ৬০:৪)

আল্লাহর দুশমনদের থেকে বারাআহ না করলে ধীরে ধীরে ওদের মতোই একজন হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

'হে মুমিনগণ, ইয়াহূদী ও নাসারাদেরকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। আর তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে নিশ্চয় তাদেরই একজন। নিশ্চয় আল্লাহ যালিম কওমকে হিদায়াত দেন না।' (মায়েদা ৫:৫১)

খ. মূর্খ ও বিভিন্ন পীর-ফকির ও তাদের মনগড়া তরীকার অন্ধ অনুসারী লোকদের সঙ্গে তর্কে না জড়ানো। এ কারণেই মুমিনদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ (সুব.) বলেন:

وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا

'অজ্ঞ লোকেরা যখন তাদেরকে সম্বোধন করে তখন তারা বলে 'সালাম'।' (ফুরকান ২৫:৬৩)

গ. সৎ লোকদের সংশ্রবে বেশী বেশী সময় কাটানো। আল্লাহ (সুব.) পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

'হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক।' (তওবা ৯:১১৯)

এ আয়াতে আল্লাহ (সুব.) মুমিনদের সত্যবাদীদের সঙ্গী হওয়ার জন্য এবং সত্যাবাদীদের সঙ্গে থাকার জন্য নির্দেশ করেছেন। ভারতবর্ষের পীর পন্থী ও সূফীবাদী লোকেরাও এ আয়াতটিকে বেশী বেশী প্রচার করে এবং পীর ধরা আবশ্যক হওয়ার সপক্ষে দলীল হিসেবে পেশ করে। অথচ এখানে সত্যবাদীদের সঙ্গে থাকার জন্য বলা হয়েছে কিন্তু সত্যবাদী বলতে যে, পীর সাহেবদের উদ্দেশ্য করা হয়েছে তা তারা পেলো কোথায়? এটা ওদের মনগড়া ব্যাখ্যা। নতুবা আল্লাহ (সুব.) নিজেই সত্যবাদীদের পরিচয় তুলে ধরেছেন পবিত্র কুরআনের অন্যান্য আয়াতে। ইরশাদ হয়েছে:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

'মুমিন কেবল তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে, তারপর সন্দেহ পোষণ করেনি। আর নিজেদের সম্পদ ও নিজেদের জীবন দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে। এরাই সত্যবাদী।' (হুজুরাত ৪৯:১৫)

এ আয়াতে সত্যবাদী কারা তাদের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। এখানে সত্যবাদী বলতে পীরদের উদ্দেশ্য করা হয়নি বরং যারা প্রকৃত মুমিন এবং আল্লাহর রাস্তায় জান-মাল দিয়ে জিহাদ করে সেসকল মর্দে মুজাহিদীনদেরই সত্যবাদী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যারা পীর সাহেব অথবা শাহ সাহেব হয়ে গদ্দীনাশীন হয়ে মানুষের অর্থ-সম্পদ কুক্ষিগত করে খানকা নাশীন হয়ে অলস জীবন-যাপন করে তাদের উদ্দেশ্য করা হয়নি। এমনকি যে আয়াতে সত্যবাদীদের সঙ্গে থাকার জন্য নির্দেশ করা হয়েছে সে আয়াতের পরবর্তী

আয়াতেই জিহাদের কথা বলা হয়েছে। যাই হোক! সৎলোকদের সঙ্গে থাকার গুরুত্ব অপরিসীম। প্রকৃত আল্লাহ ওয়ালাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

'আর অনুসরণ কর তার পথ, যে আমার অভিমুখী হয়। তারপর আমার কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন। তখন আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেব, যা তোমরা করতে।' (লোকমান ৩১:১৫)

এ আয়াতে প্রকৃত মুমিন ও আল্লাহ ওয়ালাদের পথে চলার জন্য নির্দেশ করা হয়েছে। পীর-সূফীরা এই আয়াতেরও অপব্যাখ্যা করেছে। তারা এই আয়াতের মাধ্যমে পীরদের নামে শত শত তরীকা আবিষ্কারের স্বপক্ষে দলীল পেশ করে। অথচ এ আয়াতের উদ্দেশ্য তা মোটেই নয়। কেননা যারা সত্যিকার আল্লাহ ওয়ালা তারা নিশ্চয়ই আল্লাহর নির্দেশিত ও রাসূলুল্লাহ (সা.) আনিত তরীকা তথা ইসলামের উপরেই অটল থাকবে। যারা এ আয়াতকে অপব্যাখ্যা করে পীরদের নামে বিভিন্ন তরীকা যেমন: চিশতী, কাদেরী, নকশাবন্দী, মুজাদ্দেদী ইত্যাদি তরীকা আবিষ্কার করেছে এবং প্রত্যেক তরীকার জন্য স্বতন্ত্র জিকির-আযকার ও অজীফা তৈরী করেছে তারা অবশ্যই ইবাদতের নামে বিদআ'ত তৈরী করেছে। নতুবা যাদের নামে তরীকা তৈরী করা হয়েছে তারা কোন তরীকার ছিল? রাসূলের তরীকার না নিজেদের মনগড়া কোনো তরীকার। যদি রাসূলের তরীকার অনুসারী হয়ে থাকে তাহলে আবার তাদের নামে কেন তরীকা। আর যদি তারা রাসূলের তরীকা বাদ দিয়ে নিজেদের মনগড়া কোনো তরীকা আবিষ্কার করে থাকেন, তাহলে কেন আমরা রাসূলের তরীকা বাদ দিয়ে তাদের মনগড়া তরীকার অনুসরণ করবো?

দ্বিতীয় কারণ: فُضُولُ الْكَلَامِ অতি কথন

যে সকল কারণে মানুষের ক্বলব ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যায় তার অন্যতম কারণ হলো অতি কথন। মুমিনরা আগে চিন্তা করে তারপর কথা বলে, আর মুনাফিকরা আগে বলে তারপর চিন্তা করে। মুমিনদের ক্বলব আগে জিহবা পিছনে আর মুনাফিকদের জিহবা আগে ক্বলব পিছনে। অর্থাৎ মুমিনরা আগে চিন্তা-ভাবনা করে তারপর কথা বলে আর মুনাফিকরা আগে কথা বলে তারপর চিন্তা করে। মুমিনরা কথা কম বলে আর চিন্তা বেশী করে আর মুনাফিকরা চিন্তা কম করে কথা বেশী বলে। আর বেশী কথা বললে ভুল হওয়া স্বাভাবিক। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন:

عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكثر الكلام بغير ذكـــر الله أن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي

'ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: আল্লাহর যিকির ব্যতিত অন্য কোন কথা বেশি বলো না। নিশ্চয়ই আল্লাহর যিকির ব্যতিত অন্য কোন কথা বেশি বললে অন্তর শক্ত হয়ে যায়। আর শক্ত হৃদয়ের অধিকারী ব্যক্তি আল্লাহর থেকে সবচেয়ে বেশী দূরে।' (তিরমিজি ২৪১১, হাদীসটি যয়ীফ)

তৃতীয় কারণ: فُضُولُ الطَّعَامِ অতি ভোজন।

যে সকল কারণে মানুষের ক্বলব ধীরে ধীরে নষ্ট হয় তার আরেকটি কারণ হলো বেশী খাওয়া। আল্লাহ (সুব.) মানুষকে খাওয়া-দাওয়া করার নির্দেশ করেছেন। কিন্তু বেশী খেয়ে অপচয় করতে নিষেধ করেছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

'খাও, পান কর ও অপচয় করো না। নিশ্চয় তিনি অপচয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না।' (আ'রাফ ৭:৩১)

অনেক সময় খাবার খেতে বসে খাবারের পরিমান বেশী থাকায় অনেকে বলে এটি খেয়ে নিন, না খেলে খাবারটা নষ্ট হয়ে যাবে। ফলে খাবার নষ্ট হওয়ার ভয়ে প্রয়োজনের চেয়ে বেশী খেয়ে ফেলে অথচ এতে একদিকে যেমন খাবার নষ্ট হয় অপর দিকে পেটও নষ্ট হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন:

ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن – حسب الآدمي لقيمات يقمن صلبه . فإن غلبت الآدمي نفسه فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس

'বনী আদম পেটের চেয়ে খারাপ আর কোনো পাত্র ভরে না। একজন মানুষের জন্য এতটুকু খাদ্যই যথেষ্ট যাতে সে পিঠ সোজা করতে পারে। যদি এতে নফস মেনে না নেয় তবে পেটের এক তৃতীয়াংশ। খাদ্যের জন্য এক তৃতীয়াংশ, পানির জন্য এক তৃতীয়াংশ আর শ্বাসের জন্য এক তৃতীয়াংশ।' (ইবনে মাজাহ ৩৩৪৯)

এ হাদীস অনুযায়ী অতিরিক্ত খাবার নষ্ট হওয়ার ভয়ে পেট নামক পাত্রে রাখা অন্য যে কোনো পাত্রে রাখার থেকে খারাপ বলা হয়েছে। সুতরাং খাবার নষ্ট হওয়ার ভয়ে বেশী খাবার খেয়ে স্বাস্থ্য, পেট ও খাদ্য নষ্ট করা আর হাদীসের বিরুদ্ধে চলে যাওয়ার চেয়ে শুধু খাদ্য নষ্ট করাই ভাল।

বেশী খাওয়া পশুর বৈশিষ্ট্য। আর না খাওয়া মালায়েকাদের বৈশিষ্ট্য। মানুষের মধ্যে বিপরীতমুখী দুটো বৈশিষ্ট্যই বিদ্যমান। একদিকে বাঁচার জন্য খাওয়ার প্রয়োজন যা পশুর বৈশিষ্ট্য। অপরদিকে আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকা প্রয়োজন যা মালায়েকাদের বৈশিষ্ট্য। এ কারণে পশুর বৈশিষ্ট্যকে কম গুরুত্ব দিয়ে মালায়েকাদের বৈশিষ্ট্যকে অগ্রাধিকার দেয়া উচিত। কাফের-মুশরিক ও

পেট-পূজারী মুনাফিকরা পশুর বৈশিষ্ট্যকে অগ্রাধিকার দেয়। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ

'যারা কুফরী করে তারা ভোগ–বিলাসে মত্ত থাকে এবং তারা আহার করে যেমন চতুষ্পদ জন্তুরা আহার করে।' (মুহাম্মদ ৪৭:১২)

এরা মূলত আখেরাতের জীবনকে অস্বীকার করে পার্থিব জীবনের আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসিতাকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ

'এ শুধু আমাদের দুনিয়ার জীবন। আমরা মরে যাই এবং বেঁচে থাকি। আর আমরা পুনরুত্থিত হবার নই।' (মুমিনূন ২৩:৩৭)

কিন্তু আল্লাহ (সুব.) এদের ঢিল দিচ্ছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে-

كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ

'(হে কাফিররা!) তোমরা আহার কর এবং ভোগ কর ক্ষণকাল; নিশ্চয় তোমরা অপরাধী।' (মুরসালাত ৭৭:৪৬)

আখেরাতে এদের জন্য কোনো ভোগের ব্যবস্থা থাকবে না। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

'নিশ্চয় যারা আল্লাহর অঙ্গীকার ও তাদের শপথের বিনিময়ে খরিদ করে তুচ্ছ মূল্য, পরকালে এদের জন্য কোন অংশ নেই। আর আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না এবং কিয়ামতের দিন তাদের দিকে তাকাবেন না, আর তাদেরকে পবিত্রও করবেন না এবং তাদের জন্যই রয়েছে মর্মন্তুদ আযাব।' (আল ইমরান ৩:৭৭)

চতুর্থ কারণ: فُضُولُ النَّظْرِ অতি দৃষ্টি

যে সকল কারণে মানুষের ক্বলব ধীরে ধীরে নষ্ট হয় তার আরেকটি মৌলিক কারণ হলো দৃষ্টির হেফাজত না করা। কারণ মানুষ প্রথমেই কোন একটি জিনিষ চোখ দিয়ে দেখে, তারপর চিন্তা-ভাবনা করে, তারপর অঙ্গ দ্বারা বাস্তবায়ন করে। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

فَزِنَا الْعَيْنِ النَّظَرُ وَزِنَا اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِّبُهُ

'চোখের যিনা হলো তাকানো, জিহবার যিনা হলো কথা বলা, অন্তর যিনার আশা-আকাঙ্খা করে আর লজ্জাস্থান এই সব কিছুকে বাস্তবায়ন করে অথবা

ব্যর্থ করে দেয়।' (বুখারী ৬২৪৩; মুসলিম ৬৯২৪; আবু দাউদ ২১৫৪; মুসনাদে আহমদ ৭৭১৯)

অপর হাদীসে চক্ষুকে শয়তানের বিষাক্ত তীর বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে:

النظرة سهم من سهام إبليس مسمومة فمن تركها من خوف الله أثابه جل و عز إيمانا يجد حلاوته في قلبه

'দৃষ্টি হলো শয়তানের বিষাক্ত তীর সমূহ থেকে একটি। যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে দৃষ্টি নিয়ন্ত্রন করবে আল্লাহ (সুব.) তাকে পুরুস্কার হিসেবে সঠিক ঈমান দান করবেন যার স্বাদ সে অন্তরে অনুভব করবে।' (মুসতাদরাকে হাকেম ৭৮৭৫)

এ কারণেই আল্লাহ (সুব.) পবিত্র কুরআনে চক্ষুকে সংযত রাখার জন্য বিশেষভাবে ফরমান জারি করেছেন। ইরশাদ হয়েছে:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ – وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ

'মুমিন পুরুষদের বল, তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখবে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করবে। এটাই তাদের জন্য অধিক পবিত্র। নিশ্চয় তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবহিত। আর মুমিন নারীদেরকে বল, তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখবে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করবে। আর যা সাধারণত প্রকাশ পায় তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য তারা প্রকাশ করবে না। তারা যেন তাদের ওড়না দিয়ে বক্ষদেশকে আবৃত করে রাখে।' (নূর ২৪:৩০-৩১)

এ আয়াতে 'যা সাধারণত প্রকাশ পায়' বলতে পর্দা করার পরেও শরীরের যে সমস্ত কাঠামো ইত্যাদি প্রকাশ পায় তা বুঝানো হয়েছে। অবশ্য কেউ কেউ এ আয়াতের ভিত্তিতে চেহারা এবং হাত খোলা রাখা জায়েজ বলে ফাতওয়া দিয়েছে। কিন্তু বিষয়টি আমার কাছে সহীহ মনে হয় না। কেননা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

'হে নবী, তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে, কন্যাদেরকে ও মুমিনদের নারীদেরকে বল, 'তারা যেন তাদের জিলবাবের (জিলবাব হচ্ছে এমন পোশাক যা পুরো শরীরকে আচ্ছাদিত করে) কিছু অংশ নিজেদের উপর ঝুলিয়ে দেয়, তাদেরকে চেনার ব্যাপারে এটাই সবচেয়ে কাছাকাছি পন্থা হবে। ফলে তাদেরকে কষ্ট দেয়া হবে না। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' (আহযাব ৩৩:৫৯)

এ আয়াতে জিলবাবের কিছু অংশ নিজেদের উপর ঝুলিয়ে দিতে বলা হয়েছে। শুধু মাথার উপর বা বিশেষ কোনো অঙ্গের উপর ঝুলিয়ে দেয়ার কথা বলা হয়নি। তাছাড়া অনেকগুলো হাদীস থেকেও প্রমাণিত হয় যে, মেয়ে লোকের চেহারা পর্দার অন্তর্ভূক্ত। কেননা কারো প্রতি যদি হঠাৎ নজর পরে যায়, সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে বলা হয়েছে। একাধারে চেয়ে থাকতে বা বারবার তাকানোর অনুমতি দেয়া হয়নি। ইরশাদ হয়েছে:

قَالَ رَسُولُ اللَّه –صلى الله عليه وسلم– لِعَلِىٍّ يَا عَلِىُّ لاَ تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الآخِرَةُ

'রাসূলুল্লাহ (সা.) আলী রা. কে বললেন, হে আলী! তুমি একবার দেখার পরে দ্বিতীয়বার দেখবে না। কেননা তোমার জন্য প্রথমবার বৈধ, দ্বিতীয়বার নয়।' (আবু দাউদ ২১৫১; তিরমিজি ২৭৭৭; মুসনাদে আহমদ ২২৯৭৪)

অপর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ عَبْد اللَّه بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ الْفَضْلُ رَديفَ النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْه فَجَعَلَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ فَقَالَتْ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّه أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحلَة أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ

'আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ফজল ইবনে আব্বাস (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.) এর পিছনে বসা ছিল। এমতাবস্থায় 'খাসআ'ম' গোত্রের একজন মহিলা আসলো। ফজল (রা.) এবং মহিলা একে অপরের দিকে তাকাতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) ফজল (রা.) এর চেহারা অন্য দিকে ফিরিয়ে দিলেন। মহিলা বললো, (হে আল্লাহর রাসূল) আমার বাবার উপর হজ্জ ফরজ হয়েছে বৃদ্ধ অবস্থায়। তিনি বাহনের উপর বসতেও পারেননা। আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করতে পারবো। রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, হ্যা।' (বুখারী ১৮৫৫; মুসলিম ৩৩১৫; আবু দাউদ ১৮১১; নাসায়ী ৫৪০৬; মুসনাদে আহমদ ৩৩৭৫)

এ হাদীস দুটো থেকে প্রমাণিত হয় যে, মহিলাদের চেহারা পর্দার অন্তর্ভূক্ত। ঢেকে রাখা জরুরী। অবশ্য কেউ কেউ শেষের হাদীসটিকে নিজেদের পক্ষের দলীল হিসেবে পেশ করেছেন। কেননা এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, মহিলার চেহারা খোলা ছিল। নতুবা ফজল ইবনে আব্বাস তাকালেন কিভাবে। কিন্তু এ ব্যাপারে আরবদের আমল চেহারা ঢাকার পক্ষে। আর যখন কোনো আয়াতের ব্যাখ্যায় দু'রকম মতামত পাওয়া যায় তখন আরবদের আমলকে ব্যাখ্যা হিসেবে দেখা যেতে পারে কেননা কুরআন তাদের ভাষায় নাজিল হয়েছে।

মহিলারা পুরুষকে দেখতে পারবে কি?

পুরুষদের জন্য যেরকম মহিলাদের দিকে তাকানো নিষেধ তদ্রুপ মহিলাদের জন্যও পুরুষদের দিকে তাকানো নিষেধ কিনা এ ব্যাপারে ওলামাদের দুটি মত রয়েছে।

প্রথম দলের বক্তব্য হলো: পুরুষরা মহিলাদের দেখতে পারবে না তবে মহিলারা পুরুষদের দেখতে পারবে। তারা নিম্নের হাদীসটিকে দলীল হিসেবে পেশ করে:

عَنْ عَائشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ رَأَيْتُ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَسْتُرُني بردَائه وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَة يَلْعَبُونَ في الْمَسْجِدِ حَتَّى أَكُونَ أَنَا الَّتي أَسْأَمُ فَاقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ الْحَرِيصَة عَلَى اللَّهْوِ

'আয়েশা রা. বলেন, মসজিদে হাবাশার লোকেরা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ মূলক খেলাধূলা করছিলো আর আমি তা প্রত্যক্ষ করছিলাম। রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে তাঁর চাঁদর দিয়ে ঢেকে রাখছিলেন। আমি বিরক্ত না হওয়া পর্যন্ত এভাবেই করতেন। আমাকে তখন তোমরা অল্পবয়সী খেলাধূলায় আগ্রহী একটি সাধারণ মেয়ে হিসেবে মনে করতে পার।' (বুখারী ৫২৩৬; মুসলিম ২১০০; নাসায়ী ১৫৯৪)

পক্ষান্তরে যারা নারীদের ক্ষেত্রেও পুরুষকে দেখা না জায়েজ বলার প্রবক্তা তারাও একটি হাদীস দিয়ে দলীল পেশ করেন।

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كُنْتُ عنْدَ رَسُول اللَّه –صلى الله عليه وسلم– وَعنْدَهُ مَيْمُونَةُ فَأَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوم وَذَلكَ بَعْدَ أَنْ أُمرْنَا بالْحجَاب فَقَالَ النَّبِىُّ –صلى الله عليه وسلم– احْتَجبَا منْهُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّه أَلَيْسَ أَعْمَى لاَ يُبْصرُنَا وَلاَ يَعْرِفُنَا فَقَالَ النَّبِىُّ –صلى الله عليه وسلم– أَفَعَمْيَاوَان أَنْتُمَا أَلَسْتُمَا تُبْصرَانه

'উম্মে সালামা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি ও মায়মুনা রা. রাসূলুল্লাহ সা. এর নিকট ছিলেন। এমতাবস্থায় অন্ধ সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম আগমন করলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের পর্দা করতে বললেন। আমরা বললাম সেতো অন্ধ! আমাদের দেখবেও না, চিনবেও না। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, তোমরা দু'জনও কি অন্ধ যে তাকে দেখতে পাবে না।' (নাসায়ী ৪১১৪; মুসনাদে আহমদ ২৬৫৩৭)

এ হাদীসটি যদিও সনদের বিবেচনায় দূর্বল তবে পবিত্র কুরআনের আয়াত দ্বারা সমর্থিত হওয়ার কারণে গ্রহণযোগ্য। কেননা পবিত্র কুরআনের আয়াতে পুরুষ মুমিন ও স্ত্রী মুমিনদের স্বতন্ত্রভাবে চক্ষু সংযত রাখার নির্দেশ করা হয়েছে। আয়াতটি ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

اَمْرَاضُ الْقُلُوْبِ ক্বলবের রোগ সমূহ

মানুষের ক্বলব যে সকল রোগে আক্রান্ত হয় তার সংখ্যা অনেক। তার থেকে কিছু রোগ নির্ণয় করে সংক্ষিপ্ত আকারে তার ভয়াবহতা তুলে ধরা হলো:

(১) اَلشِّرْكُ (আল্লাহর সাথে অংশিদারিত্ব স্থাপন করা)
(২) اَلْكُفْرُ (আল্লাহকে অস্বীকার করা)
(৩) اَلنِّفَاقُ (দ্বীমুখি চরিত্রের অধিকারি হওয়া)
(৪) اَلظُّلْمُ (অত্যাচার করা)
(৫) اَلْكِبْرُ وَالْحَمِيَّةُ (অহংকার করা)
(৬) اَلْبُغْضُ (বিদ্বেষ পোষন করা)
(৭) اَلْغِيْبَةُ (অন্যের দোষ বর্ননা করা)
(৮) اَلْحِرْصُ (লোভ করা)
(৯) اَلْكِذْبُ (মিথ্যা কথা বলা)
(১০) اَلْبُخْلُ (কৃপনতা করা)
(১১) اَلرِّيَاءُ (লোক দেখানো এবাদত করা)
(১২) اَلْغُرُوْرُ وَالْخِدَاعُ وَالْمُدَاهَنَةُ (ধোঁকা দেওয়া, প্রতারণা করা)
(১৩) اتِّبَاعُ الْهَوَاءِ (প্রবৃত্তির অনুসরণ করা)
(১৪) اَلْبِدْعَـــةُ وَالْحَـــدَثُ (ইসলামের নামে নতুন আবিস্কৃত এবাদতের অনুসরণ করা)
(১৫) اَلْغَضَبُ (রাগান্বিত হওয়া)
(১৬) اَلْجَهْلُ (অজ্ঞ থাকা)
(১৭) تَقْلِيْدُ الْاَبَاءِ (পূর্বপুরুষদের অন্ধঅনুসরন করা)
(১৮) اَلْاَقْفَالُ (অন্তর তালাবদ্ধ হওয়া)
(১৯) اَلْاَنْتِكَاسَةُ (কাফেরদের সম্মুখে মাথা নত করা)
(২০) اَلتَّزْكِيَةُ (আত্ম প্রসংশা করা)
(২১) اَلتَّطَيُّرُ (অশুভ লক্ষনের উপর বিশ্বাস রাখা)
(২২) اَلتَّمَنِّيْ (বেশি বেশি আশা করা)
(২৩) اَلْخَوْفُ (ভয় করা)
(২৪) اَلتَّوَهُّمُ (বদ ধারণা করা)
(২৫) اَلْحَسَدُ (হিংসা করা)

(২৬) اَلْحِقْدُ (বিদ্বেষ পোষণ করা)
(২৭) اَلزَّيْغُ (মনের মধ্যে বক্রতা থাকা)
(২৮) سُوْءُ الظَّنِّ (অন্যের ব্যাপারে খারাপ ধারণা রাখা)
(২৯) اَلطَّعْنُ (কটুক্তি করা)
(৩০) اَلشَّكُّ وَالشُّبْهَةُ (সন্দেহ ও সংশয়ে লিপ্ত হওয়া)
(৩১) اَلْعُجْبُ (আত্মঅহমিকা)
(৩২) اَلْغَفْلَةُ (উদাসিন থাকা)
(৩৩) اَلْغُلُوُّ (দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা)
(৩৪) اَلْفُتُوْرُ (অবহেলা করা)
(৩৫) اَلْقَسْوَةُ (দ্বীনের ব্যাপারে কঠোর মনের অধিকারি হওয়া)
(৩৬) اَلْوَجْدُ (হীনতা)
(৩৭) اَلْوَسْوَاسُ (দোদুল্যমনা মনের অধিকারি হওয়া)
(৩৮) اَلْيَاْسُ (হতাশাগ্রস্ত হওয়া)
(৩৯) اَلضَّيِّقُ (সংকৃর্ণ অন্তরের অধিকারি হওয়া)
(৪০) اَلْاَنْصِرَافُ (সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার প্রবনতা থাকা)
(৪১) اَلْاَنْكَارُ (সত্যকে অস্বিকার করা)
(৪২) اَلطَّبْعُ (সত্য মনের মাঝে প্রবেশ না করা)
(৪৩) اَلْخَتْمُ (অন্তর মোহরঙ্কিত হওয়া)
(৪৪) اَلْعَمِيُّ (সত্যের ব্যপারে চোখ অন্ধ হওয়া)
(৪৫) اَلرَّانُ (অন্তরে মরিচা পরে যাওয়া)
(৪৬) اَلْمَوْتُ (অন্তর মরে যাওয়া)
(৪৭) اَلْعِصْيَانُ (আল্লাহর অবাধ্য হওয়া –
(৪৮) اَلنَّوْمُ (বেশি ঘুমানো)

اَلشِّرْكُ শিরক (আল্লাহর সাথে অংশিদারিত্ব স্থাপন করা)

শিরক অর্থ: অংশিদারিত্ব। ইসলামের পরিভাষায় শিরক বলা হয়: যে ইবাদত আল্লাহর জন্য করা হয় তা আল্লাহর ছাড়া অন্য কারো জন্য নিবেদন করা অথবা আল্লাহর কাছে যা আবেদন করা যায় তা আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো মাখলুকের কাছে আবেদন করা। অংশিদারিত্বের জন্য সকলের অংশ সমান হওয়া জরুরী নয়। একশর মধ্যে যার বিশ শতাংশ বা যারা পঞ্চাশ শতাংশ সে যেমন অংশিদার তেমনি যার এক শতাংশ সেও অংশিদার। অনেকে সালাত, সাওম, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদির ক্ষেত্রে কোনো শিরক করে না তবে মাজার ওয়ালার নামে পশু যবেহ করে, মাজার ওয়ালার নিকট প্রার্থণা করে অথবা রাজনৈতিক জীবনে গণতন্ত্র নামক কুফুরী মতবাদে বিশ্বাসী অথবা আল্লাহর আইন বাতিল করে বিকল্প আইন তৈরী করা এবং সে আইনের মাধ্যমে বিচার-ফয়সালা করা ইত্যাদি। এ কারণেই সাধারণ মানুষ এদের কাফের ও মুরতাদ বলে বিশ্বাস করে না। অথচ আল্লাহ (সুব.) পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন:

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ

'বেশীর ভাগ লোক ঈমান আনা সত্ত্বেও মুশরিক।' (ইউসুফ ১২:১০৬)

শিরক অত্যান্ত মারাত্মক গুনাহ। মুমিন হিসেবে দুনিয়া ও আখেরাতে নিরাপত্তা লাভের জন্য শিরকমুক্ত ঈমান শর্ত। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ

'যারা ঈমান এনেছে এবং নিজ ঈমানকে যুলুমের সাথে সংমিশ্রণ করেনি, তাদের জন্যই নিরাপত্তা এবং তারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত।' (আনআম ৬:৮২)

এ আয়াতে 'জুলুমের সাথে মিশ্রণ করেনি' বলতে শিরকমুক্ত ঈমান বুঝানো হয়েছে। কেননা শিরক হলো সবচেয়ে বড় জুলুম। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

'প্রিয় বৎস, আল্লাহর সাথে শির্‌ক করো না; নিশ্চয় শিরক হল বড় যুলুম।' (লোকমান ৩১:১৩)

শিরকযুক্ত অবস্থায় কোনো নেক আমল কবুল হয় না। এমনকি শিরকযুক্ত অবস্থায় মারা গেলে তাকে আল্লাহ (সুব.) ক্ষমা করবেন না। শিরক ছাড়া অন্য যে কোনো গুনাহ করার পরে তওবা না করে যদি মারা যায় সে কখনো চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে না। হয়তো তার প্রাপ্য শাস্তি ভোগ করার পরে জান্নাতে যাবে নয়তো আল্লাহ (সুব.) নিজ অনুগ্রহে ক্ষমা করে জান্নাত দিবেন। শিরকের গুনাহ নিয়ে মারা গেলে তাকে আল্লাহ (সুব.) ক্ষমা করবেন না বলে ঘোষণা দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

'নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমা করেন না তাঁর সাথে শরীক করাকে এবং এ ছাড়া যাকে চান ক্ষমা করেন। আর যে আল্লাহর সাথে শরীক করে সে তো ঘোর পথভ্রষ্টতায় পথভ্রষ্ট হল।' (নিসা ৪:১১৬)

শিরকযুক্ত অবস্থায় মারা গেলে সে নিশ্চিত জাহান্নামী। তার জন্য আল্লাহ (সুব.) জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

'নিশ্চয় যে আল্লাহর সাথে শরীক করে, তার উপর অবশ্যই আল্লাহ জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন এবং তার ঠিকানা আগুন। আর যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই।' (মায়েদা ৫:৭২)

এ কারণে আল্লাহ (সুব.) অনেকগুলো নবী-রাসূলদের নাম উল্লেখ করার পর ঘোষণা করেছেন:

وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

'আর যদি তারা শিরক করত, তারা যা আমল করছিল তা অবশ্যই বরবাদ হয়ে যেত।' (আনআম ৬:৮৮)

শুধু তাই না! আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সা.) কেও সম্বোধন করে বলা হয়েছে:

لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

'তুমি শিরক করলে তোমার কর্ম নিষ্ফল হবেই। আর অবশ্যই তুমি ক্ষতিগ্রস্ত দের অন্তর্ভুক্ত হবে।' (যুমার ৩৯:৬৫)

اَلْكُفْرُ কুফুর (আল্লাহকে অস্বীকার করা)

কুফর শব্দের আভিধানিক অর্থ কোন কিছুকে ঢেকে রাখা, গোপন করা। 'কুফর' হচ্ছে এক ধরনের মুর্খতা বরং কুফরই হচ্ছে আসল মুর্খতা। শরীয়তের ভাষায় কুফুর বলতে যা বুঝায় তা হচ্ছে- রাসূল (সা:) যে শরীয়ত আল্লাহর (সুব:) তরফ থেকে নিয়ে এসেছেন তার মূল বিষয় সমূহ যেগুলি অপরিহার্য, অপরিবর্তনীয় এবং অলঙ্ঘনীয় হুকুম রূপে মেনে চলার জন্য মানব জাতির কাছে উপস্থাপন করেছেন সেগুলোর যে কোন একটি বিষয়কে অস্বীকার করা বা মিথ্যা প্রতিপন্ন করাকে কুফরী কাজ বা কুফরী বলে। ে যে ব্যক্তি এই কুফরীতে লিপ্ত হবে সে কাফেরে পরিণত হবে। যেমন: ইসলাম বিরোধী কোন বিধানকে বিশ্বাস করা এবং নবী (সা:) এর আনীত বিধানকে কিংবা বিধানের যে কোন একটি বিষয়কে অস্বীকারকারী ব্যক্তি কাফের। আবার ইসলামকে মানে এবং সাথে সাথে ইসলাম বিরোধী হুকুম-গুলিকেও মানে এমন ব্যক্তিও মুশরিক ও কাফের হয়ে যাবে। (কুফুর বিষয়ে বিস্তারিত আমাদের লিখিত 'কিতাবুল আক্বাঈদে' দ্রষ্টব্য)

اَلنِّفَاقُ (দ্বীমুখি চরিত্রের অধিকারি হওয়া)

নিফাক্ব শব্দটি আরবী نفق ধাতু হতে নির্গত। যেমন–**نفــق** শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'এমন একটি সুড়ঙ্গপথ যার একদিক হতে প্রবেশ করার এবং অপরদিক হতে বের হবার রাস্তা রয়েছে'। শরীয়তের পরিভাষায় নিফাক্ব হচ্ছে: "দ্বীন ইসলামের এক দরওয়াজা দিয়ে প্রবেশ করে অপর দরওয়াজা দিয়ে বের হয়ে আসা।" (মুফরাদাতে ইমাম রাগেব)

ঈমানের বিপরীত হচেছ নিফাক্ব। যে নিফাক্বী করে তাকে মুনাফিক্ব বলা হয়। মুনাফিক্বরা জাহান্নামের সর্বনিন্ম স্তরে অবস্থান করবে।

নিফাক্বের কারণ এবং ধরনসমূহ

দ্বীন ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করার পর তা থেকে আবার ফিরে আসা দু'টি কারণে হতে পারে:

প্রথমত: এ প্রবেশ হয়েছে শুধু লোক দেখানোর জন্য। আন্তরিকভাবে সে ইসলামকে গ্রহণ করেনি বরং মন আত্মা তার কুফরের উপরই প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

দ্বিতীয়ত: এ প্রবেশ ইসলামের প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস-অনুরাগ ও মহব্বত নিয়েই হয়েছে। লোক দেখানোর জন্য সে ইসলামের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেনি। কিন্তু এ সম্পর্কটি এত দুর্বল যে অন্যান্য সম্পর্ক তার উপর প্রভাব বিস্তার করে ফেলেছে।

প্রথম শ্রেণীর নিফাক্বকে "নিফাক্ব ফিল আক্বীদা" (বা বিশ্বাসগত নিফাক্বী)। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর নিফাক্বকে "নিফাক্ব ফিল আমাল" (বা চরিত্রগত নিফাক্বী) বলা হয়।

শাহ ওয়ালীউল্লাহ মোহাদ্দেসে দেহলবী (র:) তাঁর স্বলিখিত "ফওযুল কবীর" কিতাবে লিখেছেন: –"নবুয়াতী যুগে দু'ধরনের মুনাফিক ছিল, (১) এক ধরনের মুনাফিক ছিল যারা মুখে কালিমায়ে শাহাদাত উচ্চারণ করতো বটে, কিন্তু তাদের অন্ত:করণ সম্পূর্ণরূপে কুফর, নাস্তিকতা ও বেঈমানীর উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তারা হচ্ছে সেই মুনাফিক যাদের পরিণতি সম্পর্কে পবিত্র কুরআন কঠোর ভাষায় ঘোষণা করেছে:

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا

'নি:সন্দেহে এ সব মুনাফেক জাহান্নামের সর্বনিম্ন প্রকোষ্ঠে অবস্থান করবে।' (নিসা ৪:১৪৫)

(২) আর দ্বিতীয় ধরনের হলো ঐ সকল লোক যারা আন্তরিকতার সাথে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। কিন্তু তাদের ঈমানে দৃঢ়তা ছিল না। নানারূপ দুর্বলতার শিকারে পরিণত হয়েছিল। এ দ্বিতীয় শ্রেণীর নেফাককেই নেফাকে আমলী বা চরিত্রগত মুনাফেকী বলা হয়।

নিফাক্বের প্রকারভেদ

আকিদাহ্গত নিফাক্ব ছয় প্রকার। এ শ্রেণীর মুনাফিক জাহান্নামের অতল তলের অধিবাসী:

প্রথম: রাসূল (সা:) কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা।
দ্বিতীয়: রাসূল (সা:)-এর আনীত অহীর কিছু অংশকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা।
তৃতীয়: রাসূল (সা:) এর প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করা।
চতুর্থ: রাসূল (সা:) আনীত বিধানের কিছু অংশের প্রতি বিদ্বেষ পোষন করা।
পঞ্চম: রাসূল (সা:) এর দ্বীনের অবনতিতে খুশী হওয়া।
ষষ্ঠ: রাসূলের (সা:) দ্বীনের বিজয়কে অপছন্দ করা।

আমলগত নিফাক্ব পাঁচ প্রকার :

এক: যখন কথা বলে মিথ্যা বলে।
দুই: যখন ওয়াদা করে, ভঙ্গ করে।
তিন: যখন তাকে বিশ্বাস করা হয়, খিয়ানত করে।
চার: যখন ঝগড়া করে গালি দেয়।
পাঁচ: যখন সে চুক্তি করে, তা ভঙ্গ করে।

(বিস্তারিত জানার জন্য আমাদের লিখিত 'কিতাবুল আক্বায়েদ' মুনাফিক অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য)

اَلْكِبْرُ وَالْحَمِيَّةُ (অহংকার করা)

এটি একটি মারাত্মক রোগ বরং শিরকের কাছাকাছি। হাদীসে কুদসীতে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ (সুব.) বলেন:

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِى وَالْعَظَمَةُ إِزَارِى فَمَنْ نَازَعَنِى وَاحِدًا مِنْهُمَا قَذَفْتُهُ فِى النَّارِ

'আল্লাহ (সুব.) বলেন, অহংকার আমার চাঁদর, বরত্ব আমার লুঙ্গি। যে কেহ এ দুটির কোনো একটি নিয়ে আমার সঙ্গে টানাটানি করবে আমি তাকে আগুনে নিক্ষেপ করবো।' (আবু দাউদ ৪০৯২; ইবনে মাজাহ ৪১৭৪; মুসনাদে আহমদ ৭৩৮২)

দাম্ভিক ও অহংকারী লোকেরা সাধারণত সীনা টান করে, ঘাড় উঁচু করে চলা ফেরা করে। আল্লাহ (সুব.) তাদের এই চরিত্রকে কঠোর ভাষায় নিন্দা করেছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا

'আর যমীনে বড়াই করে চলো না; তুমি তো কখনো যমীনকে ফাটল ধরাতে পারবে না এবং উচ্চতায় কখনো পাহাড় সমান পৌঁছতে পারবে না।' (ইসরা ১৭:৩৭)

দাম্ভিক লোকেরা হাঁটার সময় মনে হয় যেন পদাঘাতে যমিনকে চিড়ে ফেলবে। আর সীনা এমনভাবে টাঁন করে মনে হয় যেন পাহাড় স্পর্শ করবে। সে কারণে আল্লাহ (সুব.) এভাবে তাদের চরিত্রকে কটাক্ষ করেছেন। যুগে যুগে কেবলমাত্র আল্লাহদ্রোহী লোকেরাই অহংকার করেছে। সবচেয়ে বড় অহংকারী হলো ইবলীস। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ– إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ

'সকল ফেরেশতারা সেজদা করলো, ইবলীস ছাড়া, সে অহঙ্কার করল এবং কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ল।' (সোয়াদ ৩৮:৭৩-৭৪)

তাছাড়া ফেরআউন সম্পর্কে বলা হয়েছে, সেও অহংকারী ছিলো। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ

'অতঃপর তাদের পরে আমি মূসা ও হারূনকে ফিরআউন ও তার পারিষদবর্গের কাছে আমার আয়াতসমূহ দিয়ে পাঠিয়েছি। কিন্তু তারা অহঙ্কার করেছে। আর তারা ছিল অপরাধী কওম।' (ইউনুস ১০:৭৫)

اَلْبُغْضُ (বিদ্বেষ পোষন করা)

হিংসা-বিদ্বেষ ক্বলবের একটি মারাত্মক রোগ। পার্থিব কোনো কারণে কারো সাথে হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করা ইসলাম কোনো ভাবেই সমর্থণ করে না। তাছাড়া হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করা শয়তানের কাজ। মদ-জুয়ার মাধ্যমে শয়তান মুমিনদের মাঝে পরস্পরের শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে চায়। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

'শয়তান শুধু মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চার করতে চায়। আর (চায়) আল্লাহর স্মরণ ও সালাত থেকে তোমাদের বাধা দিতে। অতএব, তোমরা কি বিরত হবে না?' (মায়েদাহ ৫:৯১)

اَلْغِيْبَةُ (অন্যের দোষ বর্ননা করা)

ক্বলবের রোগ সমূহ থেকে গিবত করা আরেকটি মারাত্মক রোগ। একটি দূর্বল সনদে হাদীস বর্ণিত হয়েছে:

إياكمْ والغيبَةَ فإنَّ الغيبَةَ أشَدُّ منَ الزِّنى إنّ الرَّجُلَ قد يَزْني ويَتُوبُ فيَتُوبُ الله عليه وإنّ صاحِبَ الغِيبَةِ لا يُغْفَرُ لهُ حتّى يَغْفِرَ لهُ صاحِبُهُ

'তোমরা গীবত থেকে বেঁচে থাক। কেননা গীবত যিনা থেকেও মারাত্মক। কারণ কোনো ব্যক্তি যিনা করার পর তওবা করলে আল্লাহ (সুব.) ক্ষমা করে দেন। আর গীবতকারী তওবা করা স্বত্তেও আল্লাহ (সুব.) ক্ষমা করেন না। যতক্ষণ না যার গীবত করা হয়েছে সে ক্ষমা করে।' (বায়হাকী ফী শুআবিল ঈমান ৬৭৪১; মু'জামূল আওসাত লিত তাবরানী ৩৪৮; হাদিসটি দুর্বল)

পবিত্র কুরআনে গীবত করাকে নিজের মরা ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে:

وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ

'তোমরা একে অপরের গীবত করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশ্‌ত খেতে পছন্দ করবে? তোমরা তো তা অপছন্দই করে থাক। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ অধিক তাওবা কবূলকারী, অসীম দয়ালু।' (হুজুরাত ৪৯:১২)

اَلْحِرْصُ (লোভ করা)

আত্মার রোগের মধ্যে এটি একটি মারাত্মক রোগ। লোভী ব্যক্তি কখনো তৃপ্ত হতে পারে না। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন:

لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَابْتَغَى ثَالِثًا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ

'যদি বনী আদমের দুইটি বিশাল মাঠ ভরা সম্পদ থাকে তবে সে অবশ্যই তৃতীয়টা তালাশ করবে। আর বনী আদমের পেট কবরের মাটি ছাড়া আর কিছুতেই ভরতে পারে না। তবে যে তওবা করে আল্লাহ (সুব.) তার তওবা কবুল করেন।' (বুখারী ৬৪৩৯; মুসলিম ২৪৬২; তিরমিজি ৩৭৯৩; মুসনাদে আহমদ ১২২২৮)

হাদীসে আরও বলা হয়েছে:

يَهْرَمُ ابْنُ آدَمَ وَتَشِبُّ مِنْهُ اثْنَتَانِ الْحِرْصُ عَلَى الْمَالِ وَالْحِرْصُ عَلَى الْعُمُرِ

'রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: বনী আদম যত বুড়ো হয় ততো তার দুইটি খাসলাত যুবক হয়। একটি সম্পদের লোভ অপরটি বেঁচে থাকার লোভ।' (মুসলিম ২৪৫৯; তিরমিজি ২৩৩৯; ইবনে মাজাহ ৪২৩৪; মুসনাদে আহমদ ১২৯৯৭)

লোভ থেকে বাঁচার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন:

يَقُولُ ابْنُ آدَمَ مَالِي مَالِي – قَالَ – وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مِنْ مَالِكَ إِلاَّ مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ

'বনী আদম বলে আমার মাল, আমার মাল (আমার বাড়ি, আমার গাড়ি, আমার নারি) অথচ, হে বনী আদম! তোমার কি আছে? তুমি যা খেয়ে নষ্ট করেছো, অথবা পরিধান করে পুরাতন করেছো, অথবা সাদাকা করে সঞ্চয় করেছো এ ছাড়া তোমার কি আছে? (মুসলিম ৭৬০৯; তিরমিজি ২৩৪২; নাসায়ী ৩৬১৫; মুসনাদে আহমদ ১৬৩২২)

অনেক সময় অন্যের প্রাচুর্যতা দেখে লোভ সৃষ্টি হয়। এ কারণে আল্লাহ (সুব.) দুনিয়াদার লোকদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করতে নিষেধ করেছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى

'আর তুমি কখনো প্রসারিত করো না তোমার দু'চোখ সে সবের প্রতি, যা আমি তাদের বিভিন্ন শ্রেণীকে দুনিয়ার জীবনের জাঁক-জমকস্বরূপ উপভোগের উপকরণ হিসেবে দিয়েছি। যাতে আমি সে বিষয়ে তাদেরকে পরীক্ষা করে নিতে পারি। আর তোমার রবের প্রদত্ত রিয্‌ক সর্বোৎকৃষ্ট ও অধিকতর স্থায়ী।' (তাহা ২০:১৩১)

اَلْكِذْبُ (মিথ্যা কথা বলা)

ক্বলবের রোগের মধ্যে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ রোগ হলো মিথ্যা বলার প্রবনতা। মিথ্যা বলা যদিও মুখের কাজ কিন্তু এটি মূলত অন্তরের নেফাকী রোগের কারণেই হয়ে থাকে। এ কারণেই মুনাফিকদের লক্ষণ বর্ণনা প্রসঙ্গে মিথ্যা বলাকে প্রথম উল্লেখ করা হয়েছে। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ

'আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, মুনাফিকের লক্ষণ তিনটি: কথা বললে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে খেলাফ করে আর আমানতের খেয়ানত করে।' (সহীহ বুখারী ৩৩; সহীহ মুসলিম ২২০; সুনানে তিরমিজি ২৬৩১; নাসায়ী ৫০৩৬)

মিথ্যা কথা বলা যেমন অন্যায় শ্রবণ করা ও সমর্থণ করাও তেমন অন্যায়। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে: **سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ**

'তারা মিথ্যার প্রতি অধিক শ্রবণকারী, হারামের অধিক ভক্ষণকারী।' (মায়েদাহ ৫:৪২)

মিথ্যাবাদীরা কখনো হেদায়াত প্রাপ্ত হয় না। কেননা আল্লাহ (সুব.) তাদের হেদায়াত দান করেন না। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ

'যে মিথ্যাবাদী কাফির, নিশ্চয় আল্লাহ তাকে হিদায়াত দেন না।' (যুমার ৩৯:৩)

মানুষ একদিনে মিথ্যাবাদী হয় না। বরং মিথ্যা বলতে বলতে একসময় মিথ্যাবাদী হিসেবে আখ্যায়িত হয়। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِى إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِى إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ صِدِّيقًا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِى إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِى إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ كَذَّابًا

'আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, সত্য নেকের দিকে পথপ্রদর্শন করে এবং নেক জান্নাতের দিকে পথপ্রদর্শন করে। আর কোন ব্যক্তি সত্য বলতে থাকলে শেষ পর্যন্ত তার নাম আল্লাহর কাছে সত্যবাদী হিসেবে লেখা হয়ে যায়। আর মিথ্যা পাপাচারের দিকে পথ দেখায় এবং পাপাচার জাহান্নামের পথ দেখায়। আর মানুষ মিথ্যা বলতে বলতে আল্লাহর কাছে শেষ পর্যন্ত মিথ্যাবাদী হিসেবে লিখিত হয়ে যায়।' (বুখারী ৬০৯৪; মুসলিম ৬৮০৩)

اَلْبُخْلُ (কৃপনতা করা)

আত্মার রোগের মধ্যে কৃপণতা আরেকটি মারাত্মক রোগ। কৃপণ লোকেরা দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এরা সবসময় মাল বৃদ্ধি করার পিছনে পড়ে থাকে। লাখপতি হলে চিন্তা করে কিভাবে কোটিপতি হওয়া যাবে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে:

وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ – الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ – يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ

'দুর্ভোগ প্রত্যেকের যে সামনে নিন্দাকারী ও পেছনে গীবতকারী। যে সম্পদ জমা করে এবং বার বার গণনা করে। সে মনে করে তার সম্পদ তাকে চিরজীবি করবে।' (হুমাযাহ ১০৪:১-৩)

এ আয়াতে বলা হয়েছে, সে মনে করে মাল ও সম্পদ তাকে চিরজীবি করবে অথচ তা কখনোই সম্ভব নয়। যা ঐ সুরার পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে। কৃপণদের ভয়াবহ পরিস্থিতি সম্পর্কে আল্লাহ (সুব.) পবিত্র কুরআনের অন্য আয়াতে ইরশাদ করেছেন:

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

‘আর আল্লাহ যাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ থেকে যা দান করেছেন তা নিয়ে যারা কৃপণতা করে তারা যেন ধারণা না করে যে, তা তাদের জন্য কল্যাণকর। বরং তা তাদের জন্য অকল্যাণকর। যা নিয়ে তারা কৃপণতা করেছিল, কিয়ামত দিবসে তা দিয়ে তাদের বেড়ি পরানো হবে। আর আসমানসমূহ ও যমীনের উত্তরাধিকার আল্লাহরই জন্য। আর তোমরা যা আমল কর সে ব্যাপারে আল্লাহ সম্যক জ্ঞাত।’ (আল ইমরান ৩:১৮০)

কৃপণরা দুনিয়াতেও কঠিন জীবন-যাপন করে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى – وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى – فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى

‘আর যে কার্পণ্য করেছে এবং নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করেছে, আর উত্তমকে মিথ্যা বলে মনে করেছে, আমি তার জন্য কঠিন পথে চলা সুগম করে দেব।’ (লাইল :৮-১০)

আর কৃপণদের জন্য পরকারে রয়েছে শাস্তি। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا

‘যারা কৃপণতা করে এবং মানুষকে কৃপণতার নির্দেশ দেয়; আর গোপন করে তা, যা আল্লাহ তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে দান করেছেন। আর আমি প্রস্তুত করে রেখেছি কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনাকর আযাব।’ (নিসা ৪:৩৭)

اَلرِّيَاءُ (লোক দেখানো এবাদত করা)

আত্মার রোগ সমূহ থেকে আরেকটি মারাত্মক রোগ হলো লৌকিকতা। এরা যে কোনো কাজ করে তা শুধুমাত্র মানুষকে খুশি করার জন্য এবং মানুষের প্রশংসা লাভের জন্যই করে। আর এ উদ্দেশ্যে যারা কোনো ইবাদত কিংবা ভালো কাজ করে তারা আল্লাহর কাছে কোনো বিনিময় পাবে না বরং এটি এক ধরণের শিরক। এ কারণেই হাদীসে ‘রিয়া’ বা লৌকিকতাকে গোপন শিরক হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। হাদীসে কুদসীতে বর্ণিত হয়েছে:

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِى غَيْرِى تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ

‘আল্লাহ (সুব.) বলেন, আমি সমস্ত ধরণের শিরক থেকে মুক্ত। যে ব্যক্তি কোন আমল করলো এবং তাতে আমার সাথে অন্য কাউকে শরীক করলো, আমি তাকে এবং তার শিরক উভয়টি পরিত্যাগ করি।’ (মুসলিম ৭৬৬৬; ইবনে মাজাহ ৪২০২; মেশকাত ৫৩১৫)

অনেক সময় দেখা যায় কোনো কোনো লোক অনেক বড় বড় কাজ করে। কেউ কেউ জীবনের ঝুকি নিয়ে জিহাদ করে শাহাদাৎ বরণ করে, কেউ বিশাল

অঙ্কের অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে, কেউ কষ্ট করে বিদ্যার্জণ করে এবং তা রাত-দিন ব্যায় করে অথচ লৌকিকতার কারণে পরকালে আল্লাহর কাছে কিছুই বিনিময় লাভ করবে না। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন:

إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ فَأُتِىَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ. قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لأَنْ يُقَالَ جَرِىءٌ. فَقَدْ قِيلَ. ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِىَ فِى النَّارِ وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ فَأُتِىَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ. قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ. وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ. فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِىَ فِى النَّارِ. وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ فَأُتِىَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلاَّ أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ. فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ أُلْقِىَ فِى النَّارِ

‘কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম এমন এক ব্যক্তির ব্যাপারে ফয়সালা হবে যে শহীদ হয়েছিলো। তাকে আনা হবে এবং তাকে যেসব সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয়েছিলো তাও তার সামনে পেশ করা হবে। সে তা চিনতে পারবে। আল্লাহ (সুব.) তাকে জিজ্ঞেস করবেন, আমি যে সমস্ত নিয়ামত তোমাকে দিয়েছিলাম, তার বিনিময়ে তুমি কি কাজ করেছে? সে বলবে, আমি তোমার পথে যুদ্ধ করে শহীদ হয়েছি। তিনি বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছো। বরং তুমি এ জন্য যুদ্ধ করেছ যে, লোকেরা তোমাকে বীর-বাহাদুর বলবে। আর তা বলাও হয়েছে। অতঃপর তার সম্বন্ধে নির্দেশ দেয়া হবে এবং তাকে উপুর করে টেনে নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। অতঃপর আরেক ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হবে, সে ইলম অর্জন করেছে এবং তা লোকদের শিক্ষা দিয়েছে এবং কুরআন পাঠ করেছে। তাকে উপস্থিত করা হবে এবং তাকে দেয়া সুযোগ-সুবিধাগুলোও তার সামনে তুলে ধরা হবে। সে তা দেখে চিনতে পারবে। তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, তুমি তোমার নিয়ামতের কি সদ্ব্যবহার করেছো? সে বলবে, আমি ইলম অর্জন করেছি, লোকদের তা শিক্ষা দিয়েছি এবং তোমার সন্তুষ্টির জন্য কুরআন পাঠ করেছি। আল্লাহ (সুব.) বলবেন, তুমি মিথ্যা কথা বলছো। বরং তুমি এই উদ্দেশ্যেই বিদ্যা অর্জন করেছিলে যে, লোকেরা তোমাকে আলেম বা বিদ্বান বলবে এবং কুরআন এ জন্যে পাঠ করেছিলে যে, তোমাকে ‘কারী’ বলা হবে। আর তা বলাও হয়েছে। অতঃপর তার সম্বন্ধে নির্দেশ দেয়া হবে এবং তাকে মুখের ওপর উপুর করে টেনে নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। অতঃপর আরেক ব্যক্তিকে আনা হবে, তাকে অজস্র ধন−দৌলত দান করেছেন এবং নানা

প্রকার ধন-সম্পদ দিয়েছেন। তাকে দেয়া সুযোগ-সুবিধাগুলো তা সামনে তুলে ধরা হবে। সে তা চিনতে পারবে। আল্লাহ (সুব.) জিজ্ঞেস করবেন, তোমার এ সম্পদ দ্বারা তুমি কি কাজ করেছ? সে বলবে, যেখানে ব্যয় করলে তুমি সন্তুষ্ট হবে এমন কোনো খাত আমি বাদ দেইনি বরং সেখানেই খরচ করেছি তোমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে। মহান আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা কথা বলছো। বরং তুমি এ জন্যেই দান করেছ যে, লোকেরা তোমাকে দাতা বলবে। আর তা বলাও হয়েছে। অতঃপর নির্দেশ দেয়া হবে এবং তদানুযায়ী তাকে উপুর করে টেনে নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।' (মুসলিম ৫০৩২; নাসায়ী ৩১৩৭)

কৃপন লোকেরা অনেক সময় পরোপকার করে তার থেকে বিনিময় পাওয়ার জন্য। পরবর্তীতে তার থেকে কোনো বিনিময় না পেলে খোঁটা দেয় 'তোমাকে আমি অমুক উপকার করেছিলাম আজ তা ভূলে গেছো' ইত্যাদি। পবিত্র কুরআনে এ প্রসঙ্গে ইরশাদ হয়েছে:

يَا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لَا تُبْطلُوا صَدَقَاتكُمْ بالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذي يُنْفقُ مَالَهُ رئَاءَ النَّاس وَلَا يُؤْمنُ باللَّه وَالْيَوْمِ الْآخر فَمَثَلُهُ كَمَثَل صَفْوَان عَلَيْه تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدرُونَ عَلَى شَيْءٍ ممَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدي الْقَوْمَ الْكَافرينَ

'হে মুমিনগণ, তোমরা খোঁটা ও কষ্ট দেয়ার মাধ্যমে তোমাদের সাদাকা বাতিল করো না। সে ব্যক্তির মত, যে তার সম্পদ ব্যয় করে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে এবং বিশ্বাস করে না আলাহ ও শেষ দিনের প্রতি। অতএব তার উপমা এমন একটি মসৃণ পাথর, যার উপর রয়েছে মাটি। অতঃপর তাতে প্রবল বৃষ্টি পড়ল, ফলে তাকে একেবারে পরিষ্কার করে ফেলল। তারা যা অর্জন করেছে তার মাধ্যমে তারা কোন কিছু করার ক্ষমতা রাখে না। আর আলাহ কাফির জাতিকে হিদায়াত দেন না।' (বাকারা ২:২৬৪)

লোকদেখানো ইবাদতের পরিনাম জাহান্নাম। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

فَوَيْلٌ للْمُصَلِّينَ – الَّذينَ هُمْ عَنْ صَلَاتهمْ سَاهُونَ – الَّذينَ هُمْ يُرَاءُونَ

'অতএব সেই সালাত আদায়কারীদের জন্য দুর্ভোগ, যারা নিজেদের সালাতে অমনোযোগী, যারা লোক দেখানোর জন্য তা করে।' (মাউন ১০৭:৪-৬)

ওরা মানুষকে ধোঁকা দেয়। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

إنَّ الْمُنَافقينَ يُخَادعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادعُهُمْ وَإذَا قَامُوا إلَى الصَّلَاة قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إلَّا قَليلًا

'নিশ্চয় মুনাফিকরা আল্লাহকে ধোঁকা দেয়া। অথচ তিনি তাদের ধোঁকা (-এর জবাব) দান কারী। আর যখন তারা সালাতে দাঁড়ায় তখন অলসভাবে দাঁড়ায়, তারা লোকদেরকে দেখায় এবং তারা আল্লাহকে কমই স্মরণ করে।' (নিসা ৪:১৪২)

اتِّبَاعُ الْهَوَاء (প্রবৃত্তির অনুসরণ করা)

আত্মার রোগ সমূহের মধ্যে আরেকটি মারাত্মক রোগ হলো হাওয়া বা প্রবৃত্তির অনুসরণ করা। যুগে যুগে এক শ্রেণীর মানুষ আল্লাহর কিতাবের বিরোধিতা করেছে শুধুমাত্র প্রবৃত্তির অনুসরণ করার কারণে। তারা আল্লাহর বিধানের পরিবর্তে নিজের নফসকে ইলাহ বানিয়েই তার আনুগত্য করেছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى علْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعه وَقَلْبه وَجَعَلَ عَلَى بَصَره غشَاوَةً فَمَنْ يَهْديه منْ بَعْد اللَّه أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

'তুমি কি তাকে লক্ষ্য করেছ, যে তার প্রবৃত্তিকে আপন ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে? তার কাছে জ্ঞান আসার পর আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন এবং তিনি তার কান ও অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছেন। আর তার চোখের উপর স্থাপন করেছেন আবরণ। অতএব আল্লাহর পর কে তাকে হিদায়াত করবে? তারপরও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?' (জাছিয়াহ ৪৫:২৩)

প্রবৃত্তির অনুসরণ করা এত ভয়ংকর যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর এক প্রিয় নবী দাউদ (আ.) কে পর্যন্ত প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে:

وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّه إنَّ الَّذينَ يَضلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَديدٌ بمَا نَسُوا يَوْمَ الْحسَاب

'(হে দাউদ তুমি) প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না, কেননা তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে। নিশ্চয় যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয় তাদের জন্য কঠিন আযাব রয়েছে। কারণ তারা হিসাব দিবসকে ভুলে গিয়েছিল।' (সোয়াদ ৩৮:২৬)

যারা প্রবৃত্তির অনুসরণ করে পবিত্র কোরআনে তাদেরকে কুকুরের সাথে তুলনা করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

وَلَوْ شئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بهَا وَلَكنَّهُ أَخْلَدَ إلَى الْأَرْض وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَل الْكَلْب إنْ تَحْملْ عَلَيْه يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذينَ كَذَّبُوا بآيَاتنَا فَاقْصُص الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

'আর আমি ইচ্ছা করলে উক্ত নিদর্শনাবলীর মাধ্যমে তাকে অবশ্যই উচ্চ মর্যাদা দিতাম, কিন্তু সে পৃথিবীর প্রতি ঝুঁকে পড়েছে এবং নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে। সুতরাং তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে কুকুরের মত। যদি তার উপর বোঝা চাপিয়ে দাও তাহলে সে জিহ্বা বের করে হাঁপাবে অথবা যদি তাকে ছেড়ে দাও তাহলেও সে জিহ্বা বের করে হাঁপাবে। এটি হচ্ছে সে কওমের দৃষ্টান্ত যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে। অতএব তুমি কাহিনী বর্ণনা কর, যাতে তারা চিন্তা করে।' (আ'রাফ ৭:১৭৬)

ইত্তিবায়ে হাওয়া বা প্রবৃত্তির অনুসরন করা থেকে যারা বিরত থাকবে তাদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ (সুব.) পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেছেন:

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى – فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى

'যে স্বীয় রবের সামনে দাঁড়ানোকে ভয় করে এবং কুপ্রবৃত্তি থেকে নিজেকে বিরত রাখে, নিশ্চয় জান্নাত হবে তার আবাসস্থল।' (নাযিআ'ত ৭৯:৪০-৪১)
প্রবৃত্তির অনুসরণ করলে আসমান, যমিন এবং এতদোভয়ের মধ্যস্থিত সব কিছু বিপর্যস্ত হয়ে যাবে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ

'আর যদি সত্য তাদের কামনা-বাসনার অনুগামী হত, তবে আসমানসমূহ, যমীন ও এতদোভয়ের মধ্যস্থিত সব কিছু বিপর্যস্ত হয়ে যেত; বরং আমি তাদেরকে দিয়েছি তাদের উপদেশবাণী (কুরআন)। অথচ তারা তাদের উপদেশ হতে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে।' (মু'মিন ২৩:৭১)
যারা প্রবৃত্তির অনুসরণ করে তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেয়া হয়। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ

'এরাই তারা, যাদের অন্তরসমূহে আল্লাহ মোহর মেরে দিয়েছেন এবং তারা নিজেদের খেয়াল–খুশীর অনুসরণ করেছে।' (মুহাম্মদ ৪৭:১৬)

اَلْبِدْعَةُ وَالْحَدَثُ (ইসলামের নামে নতুন আবিস্কৃত এবাদতের অনুসরণ করা)

আত্মার রোগ সমূহের মধ্যে আরেকটি মারাত্মক রোগ হলো বিদআত। বিদআতী ব্যক্তির ইবাদত আল্লাহ কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ

'আয়শা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন: আমাদের এই ধর্মে (দ্বীনে) যে কেউ নতুন কিছু উদ্ভাবন করবে তা প্রত্যাখ্যান করা হবে।' (সহীহ বুখারী ২৬৯৭; সুনানে আবু দাউদ ৪৬০৭)
রাসূলুল্লাহ (সা.) বিদআত থেকে উম্মতকে কাঠোরভাবে সতর্ক করেছেন। বিশেষ করে যখন বহু ফেরকা ও দলাদলী সৃষ্টি হবে তখন কোনো দলের

অনুসরণ না করে কুরআন ও সুন্নাহের অনুসরণ করার গুরুত্ব দিয়েছেন। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عن الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ ... قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكٌ وَمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِمَا عَرَفْتُمْ مِنْ سُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ

'ইরবাদ ইবনে সারিয়া (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, আমি তোমাদেরকে সুস্পষ্ট দ্বীনের উপর রেখে গেলাম। যার রাত-দিন সমান (কোন অস্পষ্টা নেই) এর থেকে বিমুখ হবে একমাত্র তারাই যারা ধ্বংসশীল। আমার (মৃত্যুর) পর যারা জীবিত থাকবে তারা অচিরেই অনেক মতভেদ দেখতে পাবে। তখন তোমাদের কাজ হলো, আমার সুন্নাহ ও আমার খোলাফায়ে রাশেদার সুন্নাহকে শক্তভাবে ধারণ করা।' (মুসনাদে আহমদ ১৭১৪২)
রাসূলুল্লাহ (সা.) নিয়মিত তার বক্তব্যের প্রারম্ভে বলতেন:

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ

'নিশ্চয়ই সর্বোত্তম কথা হলো আল্লাহর কিতাব আর সর্বোত্তম হেদায়াত হলো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হেদায়াত। সর্বনিকৃষ্ট বিষয় হলো মনগড়া নব প্রবর্তিত বিষয় বিদআ'ত এবং এরূপ প্রতিটি বিদাআ'তই পথভ্রষ্টতা'।' (সহীহ মুসলিম ২০৪২; সুনানে নাসায়ী ১৫৭৭; মুসনাদে আহমদ ১৪৩৩৪)

এ হাদীসে বলা হয়েছে, সকল বিদআতই পথভ্রষ্টতা। আমাদের সমাজে অনেকেই বিদআতকে দুইভাগে ভাগ করে থাকে। বিদআতে হাসানা ও বিদআতে সায়্যিআহ। মূলত এটি তারাই করে যারা কুরআন-সুন্নাহ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা.) যেখানে সকল বিদআতকে ভ্রষ্টতা বলে আখ্যায়িত করেছেন। সেখানে বিদআতকে ভালো-মন্দ দুইভাগে ভাগ করা ধৃষ্ঠতা প্রদর্শণ করা ছাড়া আর কিছুই না। তাছাড়া বিদআতিদের কথা মেনে নিলে রাসূলুল্লাহ (সা.) কে দ্বীন প্রচারের ক্ষেত্রে খেয়ানতকারী সাব্যস্ত করা হয়। কেননা আল্লাহ (সুব.) স্বীয় রাসূলের মাধ্যমে দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। এখন যদি বিদআত হাসানা উদ্ভাবন করার প্রয়োজন হয় তার অর্থ দাড়ায় আল্লাহর দেয়া পরিপূর্ণ দ্বীনকে মুহাম্মদ (সা.) পরিপূর্ণভাবে পৌঁছান নাই। এ কারণেই ইমাম মালেক (র.) বলেন:

من ابتدع بدعة فيراها حسنة فقد زعم ان محمدا صلى الله عليه وسلم خان فى الرسالة لان الله تعالى يقول اليوم اكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم دينا (الاعتصام)

'যে ব্যক্তি কোন বিদআ'ত আবিস্কার করে আবার সেটাকে বিদআ'তে হাসানাহ বা ভালো বিদআ'ত মনে করে সে যেনো দাবী করলো যে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রিসালাতের ভিতরে খিয়ানত করেছেন, কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ اليوم اكملت لكــم ديــنكم "আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম। সুতরাং যে সব কাজ তখন দ্বীনের অন্ত র্ভূক্ত ছিল না তা বর্তমানেও দ্বীন নয়।' (মুহাব্বাতুর রাসূল বাইনাল ইত্তিবায়ি ওয়াল ইবতিদায়ী' ১/২৮৪)
যেহেতু দ্বীন পরিপূর্ণ সেহেতু নতুন কিছু ঢুকাতে হলে পরিপূর্ণ দ্বীনের কিছু অংশ বাদ দেয়া ছাড়া উপায় নেই। একটা পরিপূর্ণ বিল্ডিংয়ে একটা নতুন স্বর্ণের ইট বা হিরকের ইট ঢুকাতে হলে ঐ পরিমান জায়গা ভাঙ্গা ছাড়া কোনো উপায় নেই। এ কারণেই হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ حَسَّانَ قَالَ مَا ابْتَدَعَ قَوْمٌ بِدْعَةً فِي دِينِهِمْ إِلاَّ نَزَعَ اللَّهُ مِنْ سُنَّتِهِمْ مِثْلَهَا ثُمَّ لاَ يُعِيدُهَا إِلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

'যখন কোন জাতি তাদের দ্বীনের মধ্যে বিদআত প্রবেশ করায় তখন আল্লাহ (সুব:) তাদের দ্বীন থেকে ঐ পরিমান সুন্নাত তুলে নেন যা কিয়ামত পর্যন্ত আর কখনো ফিরে আসে না।' (সুনানে দারমী ৯৮; মিশাকতুল মাসাবীহ ১৮৮; হাদীসটি সহীহ)

اَلْغَضَبُ (রাগান্বিত হওয়া)

আত্মার রোগসমূহের মধ্যে আরেকটি মারাত্মক রোগ হলো ক্রোধ। ক্রোধ মানুষকে পরাজিত করে। অনেক জায়গায় নীতিবাক্য লেখা পরিলক্ষিত হয় 'রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন'। এ কথাটি মূলত রাসূলুল্লাহ (সা.) মূল্যবান বাণী থেকে সংগৃহীত। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ

'প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করা বিরত্ব নয়, আসল বিরত্ব হলো রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রন করা।' (বুখারী ৬১১৪; মুসলিম ৬৮০৯)
মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি হলো রাগান্বিত হওয়ার কারণ তার সামনে ঘটলে সে রাগ হবে। তবে মুমিনের গুন হলো যখন সে রাগান্বিত হয় তখন সে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। কোরআনে জান্নাতবাসিদের যেই সমস্ত গুনাবলী উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্যে একটি হলো যখন তারা রাগান্বিত হয় তখন ক্ষমা করে দেয়। ইরশাদ হয়েছে:

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ

'আর যারা গুরুতর পাপ ও অশ্লীল কার্যকলাপ থেকে বেঁচে থাকে এবং যখন রাগান্বিত হয় তখন তারা ক্ষমা করে দেয়।' (শুরা ৪২:৩৭)

اَلْجَهْلُ (অজ্ঞ থাকা)

আত্মার রোগসমূহ থেকে আরেকটি মারাত্মক রোগ হলো অজ্ঞতা বা মূর্খতা। মূর্খ লোকেরা সাধারণত আল্লাহর বিধানের বিরূদ্ধে বেশী কঠোর হয়। তারা না বুঝে তর্কে লিপ্ত হয়। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

'বেদুঈনরা কুফর ও কপটতায় কঠিনতর এবং আল্লাহ তাঁর রাসূলের উপর যা নাযিল করেছেন তার সীমারেখা না জানার অধিক উপযোগী। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।' (তাওবা ৯:৯৭)
মূর্খ লোকেরা মানুষকে শিরক-বিদআতের দিকে আহ্বান করে। তারা আল্লাহর পরিবর্তে বিভিন্ন পীর-ফকীর ও বুযুর্গের হুকুম মানতে উৎসাহিত করে। মসজিদের পরিবর্তে মাজার-দরগাহ ও খানকার দিকে আহ্বান করে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ

'বল, 'হে অজ্ঞরা, তোমরা কি আমাকে আলাহ ছাড়া অন্যের ইবাদাত করার আদেশ করছ'?' (যুমার ৩৯:৬৪)
এ কারণেই মূর্খ লোকদের সাথে তর্ক না করে সহজে কেটে পরার জন্য আল্লাহ (সুব.) পবিত্র কুরআনে নির্দেশ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে:

وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا

'অজ্ঞ লোকেরা যখন তাদেরকে সম্বোধন করে তখন তারা বলে 'সালাম'।' (ফুরকান ২৫:৬৩)
ইবরাহীম (আ.) তাঁর মূর্তিপূজারী মুর্খ পিতা আজরকে সালাম দিয়ে বিদায় নিয়েছিলেন। ইরশাদ হয়েছে:

قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا - قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا

'সে বলল, 'হে ইবরাহীম, তুমি কি আমার উপাস্যদের থেকে বিমুখ? যদি তুমি বিরত না হও, তবে অবশ্যই আমি তোমাকে পাথর মেরে হত্যা করব। আর তুমি চিরতরে আমাকে ছেড়ে যাও'। ইবরাহীম বলল, 'তোমার প্রতি সালাম। আমি আমার রবের কাছে তোমার জন্য ক্ষমা চাইব। নিশ্চয় তিনি আমার প্রতি বড়ই অনুগ্রহশীল'।' (মারইয়াম ১৯:৪৬-৪৭)
যুগে যুগে নবী রাসূলদের বিরুদ্ধে মূর্খ লোকেরাই অযথা তর্ক জুড়ে দিয়ে বাঁধার সৃষ্টি করেছে। মুসা (আ.) এর কওম মূর্খতার কারণেই বলেছিলো:

قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ

‘তারা বলল, ‘হে মূসা, তাদের যেমন উপাস্য আছে আমাদের জন্য তেমনি উপাস্য নির্ধারণ করে দাও। সে বলল, ‘নিশ্চয় তোমরা এমন এক কওম যারা মূর্খ’।’ (আ’রাফ ৭:১৩৮)

এখানে মুসা (আঃ) তার কওমকে জাহেল বা মূর্খ বলে সম্বোধন করলেন। অন্য আয়াতে আল্লাহ (সুব.) মুমিনদের জাহেল বা মূর্খ লোকদের অন্তর্ভূক্ত হতে নিষেধ করেছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ

‘যদি আল্লাহ চাইতেন তিনি অবশ্যই তাদেরকে হিদায়াতের উপর একত্র করতেন। সুতরাং তুমি কখনো মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।’ (আনআ’ম ৬:৩৫)

উপরোক্ত আয়াতে মূর্খ বলে কাফেরদের বুঝানো হয়েছে।

تَقْلِيْدُ الْلآبَاءِ (পূর্বপুরুষদের অন্ধঅনুসরন করা)

আত্মার নানাবিধ রোগের মধ্যে আরেকটি মারাত্মক রোগ হলো পূর্বপুরুষদের অনুসরণ করা। এশ্রেণীর মানুষকে যতই কুরআন-সুন্নাহের দলীল শুনানো হোক না কেন। তারা বাপ-দাদার দোহাই দিয়ে কুরআন-সুন্নাহের দলীলকে খন্ডন করে। এ রোগ যেমন আগে ছিলো বর্তমানেও আছে। কুরআন-সুন্নাহের দলীলের বিরুদ্ধে বর্তমানেও এ ভ্রান্ত অস্ত্রটি ব্যবহার করা হয়। আমরা আমাদের বাপ-দাদার যুগ থেকে কাজটি করে এসেছি তারা কি কম বুঝেছেন। এতো আলেমরা এটা করে তারা কি কম বুঝেন। যেহেতু এরা বাপ-দাদা ও পূর্বপুরুষ থেকে প্রচলিত প্রথার অনুসরণ করে তাই এদের কাছে কুরআন-সুন্নাহের দলীল পেশ করে কোনো লাভ হয় না। মক্কার কাফেরদের প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

‘আর যখন তাদেরকে বলা হয়, ‘তোমরা অনুসরণ কর, যা আল্লাহ নাযিল করেছেন’, তারা বলে, ‘বরং আমরা অনুসরণ করব আমাদের পিতৃ-পুরুষদেরকে যার উপর পেয়েছি তার।’ (বাকারা ২:১৭০)

এ ধরনের লোকেরা হক্ব পন্থিদের বিরুদ্ধে জনগণকে ক্ষেপিয়ে তোলার মোক্ষম হাতিয়ার হিসেবেও এটিকে ব্যবহার করে থাকে এবং হক্ব পন্থিদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন করে থাকে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَـــانَ يَعْبُـــدُ آبَاؤُكُمْ

‘আর যখন তাদের কাছে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হত তখন তারা বলত, ‘এতো এমন এক ব্যক্তি যে তোমাদের বাধা দিতে চায় তা থেকে যার ইবাদাত তোমাদের পিতৃপুরুষগণ করত।’ (সাবা ৩৪:৪৩)

ইবরাহিম (আঃ) এর যুগে মুশরিকরা বাপ– দাদার দোহাই দিয়ে শিরকে লিপ্ত হয়েছিল। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ - قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ - أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ - قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ

‘তারা বলল, ‘আমরা মূর্তির পূজা করি। অতঃপর এগুলোর পূজায় আমরা নিষ্ঠার সাথে রত থাকি’। সে বলল, ‘যখন তোমরা ডাক তখন তারা কি তোমাদের সে ডাক শুনতে পায়? ‘অথবা তারা কি তোমাদের উপকার কিংবা ক্ষতি করতে পারে’? তারা বলল, ‘বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদের পেয়েছি, তারা এরূপই করত’।’ (শুআ’রা ২৬:৭১-৭৪)

পূর্বপুরুষদের অন্ধঅনুকরণ করার কারণেই ইবরাহিম (আ.) এর সম্প্রদায় শিরকে লিপ্ত হয়েছিল। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ - قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَـــا لَهَـــا عَابِدِينَ – قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

‘যখন সে তার পিতা ও তার কওমকে বলল, ‘এ মূর্তিগুলো কী, যেগুলোর পূজায় তোমরা রত রয়েছ’? তারা বলল, ‘আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে এদের পূজা করতে দেখেছি’।সে বলল, ‘তোমরা নিজেরা এবং তোমাদের পিতৃপুরুষরা সবাই রয়েছ স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে’।’ (আম্বিয়া ২১:৫২-৫৪)

আদ সম্প্রদায় শিরকে লিপ্ত হওয়ার যেই সমস্ত কারণ ছিল তার মধ্যে একটি হলো পূর্বপুরুষদের অন্ধঅনুকরণ। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْـــتَ مِـــنَ الصَّادِقِينَ

‘তারা বলল, ‘তুমি কি আমাদের নিকট এজন্য এসেছ যে, আমরা এক আল্লাহর ইবাদাত করি এবং ত্যাগ করি আমাদের পিতৃপুরুষগণ যার ইবাদাত করত? সুতরাং তুমি আমাদেরকে যে ওয়াদা দিচ্ছ, তা আমাদের কাছে নিয়ে এসো, যদি তুমি সত্যবাদী হও’।’ (আরা’ফ ৭:৭০)

মুসা (আঃ) এর কওমের শিরকে লিপ্ত হওয়ার অন্যতম কারণ হলো পূর্বপুরষদের অন্ধঅনুকরণ। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْـــنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ

‘তারা বলল, ‘তুমি কি এসেছ আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে যাতে পেয়েছি তা থেকে আমাদেরকে ফেরাতে এবং যেন যমীনে তোমাদের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়? আর আমরা তো তোমাদের প্রতি বিশ্বাসী নই’।’ (ইউনুস ১০:৭৮)

পবিত্র কোরআনে জাহান্নামীদের যেই সমস্ত অপরাধের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্যে একটা হলো পূর্বপুরুষদের অন্ধঅনুকরণ। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ – فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ

'নিশ্চয় এরা নিজেদের পিতৃপুরুষদের পথভ্রষ্ট পেয়েছিল; ফলে তারাও তাদের পদাঙ্ক অনুসরণে দ্রুত ছুটেছে।' (সাফ্‌ফাত ৩৭:৬৯-৭০)

اَلْاَقْفَالُ (অন্তর তালাবদ্ধ হওয়া)

মানুষেরা যেই সমস্ত কারণে কোরআন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে অক্ষম হয়েছে তার মধ্যে একটি হলো অন্তর তালাবদ্ধ হওয়া। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ –أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

'এরাই তারা যাদেরকে আল্লাহ লানত করেন, তাদেরকে বধির করেন এবং তাদের দৃষ্টিসমূহকে অন্ধ করেন। তারা কি কুরআন নিয়ে গভীর চিন্তা– ভাবনা করে না? নাকি তাদের অন্তরসমূহে তালা রয়েছে?' (মুহাম্মদ ৪৭:২৩-২৪)

اَلْاِسْتِكَانَةُ (কাফেরদের সম্মুখে মাথা নত করা)

استكانة এর শাব্দিক অর্থ হলো 'মাথা নত করা'। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালার সামনে মাথা নত করতে এবং কাফেরদের সামনে মাথা নত না করতে আদেশ করা হয়েছে। কোরআনের মধ্যে আল্লাহওয়ালাদের যেই পরিচয় দেয়া হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হলো তাঁরা কাফেরদের সামনে মাথা নত করে না। আয়াতঃ

وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ

'আর কত নবী ছিল, যার সাথে থেকে অনেক আল্লাহওয়ালা লড়াই করেছে। তবে আল্লাহর পথে তাদের উপর যা আপতিত হয়েছে তার জন্য তারা হতোদ্যম হয়নি। আর তারা দুর্বল হয়নি এবং তারা নত হয়নি। আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদেরকে ভালোবাসেন।' (আল ইমরান ৩:১৪৬)

অনুরূপভাবে আল্লাহ (সুব.) বান্দাদের শাস্তি দেয়ার যেই সমস্ত কারণ উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে একটি হলো তারা আল্লাহর সামনে মাথা নত করেনি। ইরশাদ হয়েছে:

وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ

'আর অবশ্যই আমি তাদেরকে আযাব দ্বারা পাকড়াও করলাম, তবুও তারা তাদের রবের কাছে নত হয়নি এবং বিনীত প্রার্থনাও করে না।' (মু'মিন ২৩:৭৬)

اَلتَّزْكِيَةُ (আত্ম প্রসংশা করা)

আত্মার রোগসমূহ থেকে আরেকটি মারাত্মক রোগ হলো আত্মপ্রসংশায় লিপ্ত হওয়া বা নিজের প্রসংশা নিজে করা। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ (সুব.) নিজের প্রসংশা নিজে করতে নিষেধ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে:

فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى

'তোমরা আত্মপ্রশংসা করো না। কে তাকওয়া অবলম্বন করেছে, সে সম্পর্কে তিনিই (আল্লাহই) সম্যক অবগত।' (নজম ৫৩:৩২)

অপর আয়াতে আল্লাহ (সুব.) শিরকের ভয়াবহতা আলোচনা করার পরই ঐ সমস্ত লোকদের আলোচনা করেছেন যারা নিজের প্রসংশা নিজেই করে। ইরশাদ হয়েছে:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا – أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا

'নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না। তিনি ক্ষমা করেন এ ছাড়া অন্যান্য পাপ, যার জন্য তিনি চান। আর যে আল্লাহর সাথে শরীক করে সে অবশ্যই মহাপাপ রচনা করে। তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা নিজেদেরকে পবিত্র মনে করে অর্থাৎ আত্মপ্রসংশায় লিপ্ত হয়? বরং আল্লাহ যাকে চান তাকে পবিত্র করেন। আর তাদেরকে সূতা পরিমাণ যুল্‌মও করা হবে না।' (নিসা ৪:৪৮-৪৯)

اَلتَّطَيُّرُ (অশুভ লক্ষনের উপর বিশ্বাস রাখা)

আত্মার রোগসমূহের মধ্যে আরেকটি রোগ হলো কুলক্ষণ নির্ধারণ করা। যুগে যুগে কাফেররা যেই কারণে সত্য গ্রহন করতে বিমুখ হয়েছিল তার মধ্যে একটি হলো তারা সত্যের দিকে আহবাণ কারীদের অশুভ মনে করতো। একারণেই আমরা অশুভ শক্তির উপর বিশ্বাস রাখাকে কাফেরদের চরিত্র মনে করি। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ

'তারা বলল, 'আমরা তো তোমাদেরকে অমঙ্গলের কারণ মনে করি। তোমরা যদি বিরত না হও তাহলে আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে পাথর মেরে হত্যা

করব এবং আমাদের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব স্পর্শ করবে'।' (ইয়াসিন ৩৬:১৮)

হাদিসে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) অশুভ শক্তির উপর বিশ্বাস রাখতে সম্পুর্ণ নিষেধ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে:

لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَرَ وَفِرَّ مِنْ الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنْ الْأَسَدِ

'ছোঁয়াচে রোগ, অশুভ লক্ষণ, হামাহ (এক ধরণের পাখি, আরবরা মনে করতো নিহত ব্যক্তির আত্মা পাখি হয়ে ঘুরতে থাকে যতক্ষণ না তার হত্যার প্রতিশোধ নেয়া হয়), সাফার (আরবরা মনে করতো পেটের ভিতরে এক ধরনের পোকা থাকে যা পেটে কামড়াতে থাকে বলে ক্ষুধা লাগে) বলতে কিছু নেই। কুষ্ঠরোগী থেকে পালাও যেভাবে তুমি বাঘ থেকে পালিয়ে থাক।' (বুখারী ৫৭৫৩; মুসলিম ৫৯২০; তিরমিজি ১৬১৫)

اَلتَّمَنِّيْ (বেশি বেশি আশা করা)

আত্মার রোগসমূহ থেকে আরেকটি রোগ হলো দীর্ঘ আশা-আকাঙ্খা। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা অনর্থক আশা করতে নিষেধ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে:

خَطَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطُوطًا فَقَالَ هَذَا الْأَمَلُ وَهَذَا أَجَلُهُ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ جَاءَهُ الْخَطُّ الْأَقْرَبُ

'একবার নবী (সা.) কয়েকটি রেখা টানলেন এবং বললেন, এটা আশা আর এটা তার আয়ু। মানুষ যখন এ অবস্থায় থাকে হঠাৎ নিকটবর্তী রেখা (মৃত্যু) এসে যায়।' (বুখারী ৬৪১৮)

এ হাদীসে দেখা গেল, মানুষ দীর্ঘ আশা ও দীর্ঘ পরিকল্পনা করতে থাকে। আশা এবং পরিকল্পনা শেষ না হলে একসময় তার জীবনটাই শেষ হয়ে যায়। আর আশা আশাই থেকে যায়। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى – فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى

'মানুষের জন্য তা কি হয়, যা সে আকাঙ্খা করে? বস্তুতঃ পরকাল ও ইহকাল তো আল্লাহরই।' (নজম ৫৩:২৪-২৫)

কারুণের ধনাঢ্যতা দেখে যারা তার মতো ধনি হওয়ার আশা করতো তাদের ব্যাপারে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ (সুব.) বলেছেন:

وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ

'আর গতকাল যারা তার মত হতে প্রত্যাশা করেছিল তারা বলতে লাগল, 'আশ্চর্য! দেখলে তো, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যার জন্য ইচ্ছা রিয্ক প্রসারিত অথবা সংকুচিত করেন। যদি আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না

করতেন তবে আমাদেরকেও তিনি দাবিয়ে দিতেন। দেখলে তো, কাফিররা সফল হয় না।' (কাসাস ২৮:৮২)

মিথ্যা আকাঙ্ক্ষা দেওয়া শয়তানে কাজ। যারা মিথ্যা আশা ও আকাঙ্ক্ষায় ডুবে আছে তারা শয়তানের ধোঁকায় পড়ে আছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورً

'সে (শয়তান) তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাদেরকে মিথ্যা আশ্বাস দেয়। আর শয়তান তাদেরকে কেবল প্রতারণামূলক প্রতিশ্রুতিই দেয়।' (নিসা ৪:১২০)

اَلْخَوْفُ (ভয় করা)

আত্মার রোগ সমূহ থেকে আরেকটি হলো ভীতু হওয়া। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ (সুব.) তাঁকে ভয় করতে আদেশ করেছেন এবং কাফেদের ভয় করতে নিষেধ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে:

إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

'সে তো শয়তান। সে তোমাদেরকে তার বন্ধুদের ভয় দেখায়। তোমরা তাদেরকে ভয় করো না, বরং আমাকে ভয় কর, যদি তোমরা মুমিন হও।' (আল ইমরান ৩:১৭৫)

সুতরাং বুঝা গেল যারা শয়তান বা শয়তানের বন্ধুদের অর্থাৎ কাফেরদের ভয় পায় তাদের অন্তর রোগাক্রান্ত। আর যারা মুমিন তারা শুধু আল্লাহকেই ভয় পায় এবং আল্লাহ প্রতিদানে জান্নাতের ঘোষণা দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى – فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى

'আর যে স্বীয় রবের সামনে দাঁড়ানোকে ভয় করে এবং কুপ্রবৃত্তি থেকে নিজকে বিরত রাখে, নিশ্চয় জান্নাত হবে তার আবাসস্থল।' (নাযিআ'ত ৭৯:৪০-৪১)

اَلْحَسَدُ (হিংসা করা, পরশ্রীকাতরতা)

আত্মার রোগ সমূহ থেকে আরেকটি হলো হিংসা। হিংসা এমন একটি ব্যাধি যার কারণে কাফেররাও ঈমান গ্রহন করেনি এবং অন্যদেরও ঈমান গ্রহণ করা থেকে বিরত রেখেছিল। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

'আহলে কিতাবের অনেকেই চায়, যদি তারা তোমাদেরকে ঈমান আনার পর কাফির অবস্থায় ফিরিয়ে নিতে পারত! সত্য স্পষ্ট হওয়ার পর তাদের পক্ষ

থেকে হিংসাবশত (তারা এরূপ করে থাকে)। সুতরাং তোমরা ক্ষমা কর এবং এড়িয়ে চল, যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁর নির্দেশ দেন। নিশ্চয় আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।' (বাকারা ২:১০৯)

এ আয়াতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে তারা হিংসাবশত মুসলিমদের কাফের বানাতে চায়। পবিত্র কুরআনে আরও ইরশাদ হয়েছে:

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا

'তারা কি লোকদেরকে হিংসা করে, আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে যা দিয়েছেন তার কারণে? তাহলে তো আমি ইবরাহীমের বংশধরকে কিতাব ও হিকমত দান করেছি এবং তাদেরকে দিয়েছি বিশাল রাজত্ব।' (নিসা ৪:৫৪)

হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِىَّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ

'সাবধান! তোমরা হাসাদ থেকে বেঁচে থাকো। কেননা হাসাদ নেক আমলকে এমনভাবে খেয়ে ফেলে (ধ্বংস করে দেয়) যেভাবে আগুন শুকনো লাকড়িকে খেয়ে ফেলে।' (আবু দাউদ ৪৯০৫)

اَلْحَقْدُ (বিদ্বেষ পোষণ করা)

অন্তরের রোগসমূহ হতে আরেকটি হলো অন্যের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلاَ خَائِنَةٍ وَلاَ زَانٍ وَلاَ زَانِيَةٍ وَلاَ ذِى غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ »

'রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, খিয়ানতকারী ও খিয়ানতকারীনি, ব্যাভিচারী ও ব্যাভিচারীনি এবং অপর ভাইয়ের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণকারীর সাক্ষ্য বৈধ নয়।' (আবু দাউদ ৩৬০৩)

اَلزَّيْغُ (মনের মধ্যে বক্রতা থাকা)

'অন্তরের বক্রতা বা সত্য বিমুখ প্রবণতা' এটাও একটি মারাত্তক রোগ। একারণেই পবিত্র কুরআনে বিবেক সম্পন্ন লোকদের যেই সমস্ত গুণাবলী উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্যে একটি হলো 'তারা হেদায়াত গ্রহন করার পর অন্তরের বক্রতা থেকে আল্লাহ (সুব.) থেকে পানাহ চায়'। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ-رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

'আর বিবেক সম্পন্নরাই উপদেশ গ্রহণ করে। (এবং তারা বলে) হে আমাদের রব, আপনি হিদায়াত দেয়ার পর আমাদের অন্তরসমূহ বক্র করবেন না এবং আপনার পক্ষ থেকে আমাদেরকে রহমত দান করুন। নিশ্চয় আপনি মহাদাতা।' (আল ইমরান ৩:৭-৮)

অপর আয়াতে আল্লাহ (সুব.) 'সত্য বিমুখ প্রবনতার অধিকারী' লোকদের ব্যাপারে ঘোষণা দিয়েছেন যে, 'আল্লাহ (সুব.) তাদের অন্তরকে আরও বক্র করে দিবেন এবং তারা ফাসেক ও পাপাচারী। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

'অতঃপর তারা যখন (সত্য পথ ছেড়ে) বাঁকাপথ অবলম্বন করল, তখন আল্লাহ তাদের হৃদয়গুলোকে বাঁকা করে দিলেন। আর আল্লাহ পাপাচারী সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।' (সফ ৬১:৫)

এখানে আয়াতের শেষে আল্লাহ (সুব.) বললেন যে, 'আল্লাহ (সুব.) ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়াত দেননা।' এর দ্বারা বুঝা গেল যারা সত্য পথ ছেড়ে বাঁকা পথ অবলম্বন করে তারা ফাসেক।

অপর আয়াতে বক্র মনের অধিকারি লোকদের ব্যাপারে আল্লাহ (সুব.) বলেছেন যে, তারা ফিতনা সৃষ্টিতে আগ্রহী এবং কোরআনের ভুল ব্যাখ্যা করতে অধিক তৎপর। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

'তিনিই তোমার উপর কিতাব নাযিল করেছেন, তার মধ্যে আছে মুহকাম আয়াতসমূহ। সেগুলো কিতাবের মূল, আর অন্যগুলো মুতাশাবিহ্। ফলে যাদের অন্তরে রয়েছে সত্যবিমুখ প্রবণতা, তারা ফিতনার উদ্দেশ্যে এবং ভুল ব্যাখ্যার অনুসন্ধানে মুতাশাবিহ্ আয়াতগুলোর পেছনে লেগে থাকে। অথচ আল্লাহ ছাড়া কেউ এর ব্যাখ্যা জানে না। আর যারা জ্ঞানে পরিপক্ক, তারা বলে, আমরা এগুলোর প্রতি ঈমান আনলাম, সবগুলো আমাদের রবের পক্ষ থেকে। আর বিবেক সম্পন্নরাই উপদেশ গ্রহণ করে। (আল ইমরান ৩:৭)

سُوْءُ الظَّنِّ (অন্যের ব্যাপারে খারাপ ধারণা রাখা)

ক্বলবের রোগসমূহ থেকে আরেকটি হলো অন্যের ব্যাপারে খারাপ ধারণা পোষণ করা। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ

'হে মুমিনগণ, তোমরা অধিক অনুমান থেকে দূরে থাক। নিশ্চয় কোন কোন অনুমান তো পাপ। আর তোমরা গোপন বিষয় অনুসন্ধান করো না এবং একে অপরের গীবত করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশ্‌ত খেতে পছন্দ করবে? তোমরা তো তা অপছন্দই করে থাক। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ অধিক তাওবা কবূলকারী, অসীম দয়ালু।' (হুজুরাত ৪৯:১২)

এ আয়াতে মুমিনদের কারো প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ করা কিংবা কারো গোপন দোষ-ত্রুটি খুঁজে বের করার চেষ্টা করা অথবা কারো পিছনে দোষ-চর্চা করা কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। হাদীসেও বিষয়টিকে গুরুত্বের সহকারে উল্লেখ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَجَسَّسُوا

'আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমরা ধারণা করা থেকে বেঁচে থাকো। কেননা ধারণা করা হচ্ছে সবচেয়ে বড় মিথ্যা। তোমরা একে অপরের দোষ তালাশ করো না।' (বুখারী ৫১৪৩)

اَلطَّعْن (কটুক্তি করা)

অন্তরের রোগসমূহ থেকে আরেকটি হলো কটুক্তি করা। কাফের-মুনাফিকদের সাধারণ চরিত্র হলো কারো সম্পর্কে কটুক্তি করা। বিশেষ করে আল্লাহর বিরুদ্ধে, আল্লাহর রাসূলের বিরুদ্ধে, আল্লাহর দ্বীনের বিরুদ্ধে ও দ্বীনের অনুসারী আলেম ওলামা ও সাধারণ মুমিনদের বিরুদ্ধে কটুক্তি করা ওদের চরিত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এ কারণেই পবিত্র কুরআনে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির কথা ঘোষনা করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে:

وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ

'আর যদি তারা তাদের অঙ্গীকারের পর তাদের কসম ভঙ্গ করে এবং তোমাদের দীন সম্পর্কে কটূক্তি করে, তাহলে তোমরা কুফরের নেতাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর, নিশ্চয় তাদের কোন কসম নেই, যেন তারা বিরত হয়।' (তাওবা ৯:১২)

اَلسُّخْرِيَّةُ (বিদ্রুপ করা)

অন্তরের রোগসমূহ থেকে আরেকটি হলো বিদ্রুপ করা। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ

'তারপর তাদেরকে নিয়ে তোমরা ঠাট্টা করতে। অবশেষে তা তোমাদেরকে আমার স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছিল। আর তোমরা তাদের নিয়ে হাসি-তামাশা করতে।' (মুমিনূন ২৩:১১০)

এ আয়াতে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করাকে আল্লাহর যিকির ভূলিয়ে দেয়ার অন্যতম কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। যুগে যুগে কাফের-মুশরিকরা এ কাজই করেছে। নূহ আ. এর সম্প্রদায় সম্পর্কে আল্লাহ (সুব.) বলেন:

وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ

'আর সে (নূহ আ.) নৌকা তৈরী করতে লাগল এবং যখনই তার কওমের নেতৃস্থানীয় কোন ব্যক্তি তার পাশ দিয়ে যেত, তাকে নিয়ে উপহাস করত। সে বলল, 'যদি তোমরা আমাদের নিয়ে উপহাস কর, তবে আমরাও তোমাদের নিয়ে উপহাস করব, যেমন তোমরা উপহাস করছ।' (হূদ ১১:৩৮)

মক্কার কাফের-মুশরিকদেরও এ চরিত্রই ছিল। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ – وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ – وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ

'আর যখন তারা মুমিনদের পাশ দিয়ে যেত তখন তারা তাদেরকে নিয়ে চোখ টিপে বিদ্রূপ করত। আর যখন তারা পরিবার–পরিজনের কাছে ফিরে আসত তখন তারা উৎফুল্ল হয়ে ফিরে আসত। আর যখন তারা মুমিনদেরকে দেখত তখন বলত, 'নিশ্চয় এরা পথভ্রষ্ট'।' (মুতাফফিফীন ৮৩:৩০-৩২)

এ কারণেই আল্লাহ (সুব.) মুমিনদের এ কাজ থেকে বারণ করেছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

'হে ঈমানদারগণ, কোন সম্প্রদায় যেন অপর কোন সম্প্রদায়কে বিদ্রূপ না করে, হতে পারে তারা বিদ্রূপকারীদের চেয়ে উত্তম। আর কোন নারীও যেন অন্য নারীকে বিদ্রূপ না করে, হতে পারে তারা বিদ্রূপকারীদের চেয়ে উত্তম। আর তোমরা একে অপরের নিন্দা করো না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ উপনামে ডেকো না। ঈমানের পর মন্দ নাম কতইনা নিকৃষ্ট! আর যারা তাওবা করে না, তারাই তো যালিম।' (হুজুরাত ৪৯:১১)

اَلْاِسْتِهْزَاءُ (উপহাস ও তামাশা করা)

অন্তরের রোগসমূহ থেকে আরেকটি হলো উপহাস ও তামাশা করা। এটি মুনাফিকদের একটি বিশেষ চরিত্র। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ – اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ

'আর যখন তারা মুমিনদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে 'আমরা ঈমান এনেছি' এবং যখন গোপনে তাদের শয়তানদের সাথে একান্তে মিলিত হয়, তখন বলে, 'নিশ্চয় আমরা তোমাদের সাথে আছি। আমরা তো কেবল উপহাসকারী'। আল্লাহ তাদের প্রতি উপহাস করেন এবং তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় বিভ্রান্ত হয়ে ঘোরার অবকাশ দেন।' (বাকারা ২:১৪,১৫)

মুমিনদের আল্লাহ (সুব.) এ ধরণের গর্হিত কাজ থেকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

'হে মুমিনগণ, তোমরা তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, যারা তোমাদের দীনকে উপহাস ও খেল-তামাশারূপে গ্রহণ করেছে, তাদের মধ্য থেকে তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে ও কাফিরদেরকে। আর আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক।' (মায়েদা ৫:৫৭)

اَلْعِنَادُ (বিরুদ্ধাচারণ করা)

অন্তরের রোগসমূহ থেকে আরেকটি হলো বিরুদ্ধাচারণ করা। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا

'কখনো নয়, নিশ্চয় সে ছিল আমার নিদর্শনাবলীর বিরুদ্ধাচারী।' (মুদ্দাসীর ৭৪:১৬)

اَلطَّمَعُ (আকাংখা করা)

অন্তরের রোগসমূহ থেকে আরেকটি হলো বেশী বেশী আকাংখা করা। পার্থিব মান-মর্যাদা, সম্পদ ও সন্তানের প্রাচুর্যতা কামনা করা কাফের-মুশরিক ও মুনাফিক তথা অন্তরের রোগে আক্রান্ত লোকদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ

'এসবের পরেও সে আকাংখা করে যে, আমি আরো বাড়িয়ে দেই।' (মুদ্দাসির ৭৪:১৫)

মানুষ যতই ধন-সম্পদ ও মান-মর্যাদা অধিকারি হোকনা কেন সে সব সময় চিন্তা করে কিভাবে আরো বৃদ্ধি করা যায়। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَابْتَغَى ثَالِثًا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ

'বনী আদমের যদি দুইটি মাঠ ভরা সম্পদ থাকতো তবুও সে তৃতীয়টি তালাশ করতো আর বনী আদমের উদর কবরের মাটি ছাড়া অন্য কোনো কিছু পূর্ণ করতে পারবে না। তবে যে তওবা করে আল্লাহ (সুব.) তার তওবা কবুল করেন।' (বুখারী ৬৪৩৬; মুসলিম ২৪৬২; তিরমিজি ২৩৩৭)

اَلشَّكُّ وَالشُّبْهَةُ (সন্দেহ ও সংশয়ে লিপ্ত হওয়া)

অন্তরের রোগসমূহ থেকে আরেকটি হলো সন্দেহ ও সংশয়ে লিপ্ত হওয়া। এটি কোনো সাধারণ রোগ নয় বরং মুনাফেকি চরিত্র। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ

'একমাত্র সেসব লোক (যুদ্ধে না যাওয়ার জন্য) অনুমতি চায় যারা আল্লাহ ও আখিরাত দিবসে ঈমান রাখে না, আর তাদের অন্তরসমূহ সংশয়গ্রস্ত হয়ে গেছে। সুতরাং তারা তাদের সংশয়েই ঘুরপাক খেতে থাকে।' (তাওবা ৯:৪৫)

এরা মুমিন দাবী করলেও প্রকৃতপক্ষে তারা মুনাফিক। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

'অতএব তোমার রবের কসম, তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক নির্ধারণ করে, তারপর তুমি যে ফয়সালা দেবে সে ব্যাপারে নিজদের অন্তরে কোন দ্বিধা অনুভব না করে এবং পূর্ণ সম্মতিতে মেনে নেয়।' (নিসা ৪:৬৫)

এ আয়াতে আল্লাহ (সুব.) কসম করে বলেছেন যে, যাদের অন্তরে সংশয় ও দ্বিধা-দ্বন্দ রয়েছে তারা মুমিন নয়। এ কারণেই সত্যিকার মুমিনদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, তারা কোনো সংশয় ও দ্বিধা-দন্দে ভোগে না। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

'মুমিন কেবল তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে, তারপর সন্দেহ পোষণ করেনি। আর নিজদের সম্পদ ও নিজেদের জীবন দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে। এরাই সত্যনিষ্ঠ।' (হুজুরাত ৪৯:১৫)

اَلْعُجْبُ (আত্মঅহমিকায় লিপ্ত হওয়া)

অন্তরের রোগসমূহ থেকে আরেকটি হলো আত্মঅহমিকায় লিপ্ত হওয়া। এটি কেয়ামতের একটি লক্ষণ। কেয়ামতের পূর্বে মানুষ নিজের চিন্তা-চেতনা ও নিজের সিদ্ধান্তকেই সর্বোত্তম সিদ্ধান্ত মনে করবে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

...حَتَّى إِذَا رَأَيْتَ شُحًّا مُطَاعًا وَهَوًى مُتَّبَعًا وَدُنْيَا مُؤْثَرَةً وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِى رَأْىٍ بِرَأْيِهِ فَعَلَيْكَ – يَعْنِى بِنَفْسِكَ – وَدَعْ عَنْكَ الْعَوَامَّ

'রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: যখন তুমি দেখবে কৃপণতার আনুগত্য, প্রবৃত্তির অনুসরণ, দুনিয়ার অগ্রাধিকার এবং প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিজের বুদ্ধিতেই তৃপ্ত তখন তুমি নিজের চিন্তা নিজে করো অন্যের চিন্তা ছেড়ে দাও।' (আবু দাউদ ৪৩৪৩; তিরমিজি ৩০৫৮; ইবনে মাজাহ ১৩৩১, হাদীসটির কিছু অংশ দূর্বল আছে)

اَلْغَفْلَةُ (উদাসিন হওয়া)

অন্তরের রোগসমূহ থেকে আরেকটি হলো উদাসীনতা। এটি একটি মারাত্মক রোগ। এ রোগের কারণে মানুষ ধীরে ধীরে গুনাহের অতল গহবরে নিমজ্জিত হয়ে যায়। তবে আল্লাহ (সুব.) নিজ অনুগ্রহে যাদের রক্ষা করেন তারা ব্যতিত। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ

'অবশ্যই তুমি এ দিবস সম্পর্কে উদাসীন ছিলে, অতএব আমি তোমার পর্দা তোমার থেকে উন্মোচন করে দিলাম। ফলে আজ তোমার দৃষ্টি খুব প্রখর।' (ক্বাফ ৫০:২২)

اَلْغُلُوُّ (দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা)

অন্তরের রোগসমূহ থেকে আরেকটি হলো দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ

'হে কিতাবীগণ, তোমরা তোমাদের দীনের মধ্যে বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহর উপর সত্য ছাড়া অন্য কিছু বলো না।' (নিসা ৪:১৭১)

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ

'আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেছেন, দ্বীন হচ্ছে সহজ। যে ব্যক্তি দ্বীনের ব্যাপারে কঠোরতা করবে সে পরাজিত হবে।' (বুখারী ৩৯; নাসায়ী ৫০৪৯)

اَلْقَسْوَةُ (দ্বীনের ব্যাপারে কঠোর মনের অধিকারি হওয়া)

অন্তরের রোগসমূহ থেকে আরেকটি হলো দ্বীনের ব্যাপারে কঠোর মনের অধিকারী হওয়া। এ রোগে আক্রান্ত হলে তার কাছে জান্নাতের আশা ও জাহান্নাম থেকে ভীতি প্রদর্শন করার কোনো গুরুত্ব থাকে না। তাদের অন্তর বিগলিত হয় না ও চোখে পানি আসে না। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ – فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ

'সুতরাং তারা কেন বিনীত হয়নি, যখন আমার আযাব তাদের কাছে আসল? কিন্তু তাদের হৃদয় নিষ্ঠুর হয়ে গিয়েছে। আর তারা যা করত, শয়তান তাদের জন্য তা শোভিত করেছে। অতঃপর তাদেরকে যে উপদেশ দেয়া হয়েছিল, তারা যখন তা ভুলে গেল, আমি তাদের উপর সব কিছুর দরজা খুলে দিলাম। অবশেষে যখন তাদেরকে যা প্রদান করা হয়েছিল তার কারণে তারা উৎফুল্ল হল, আমি হঠাৎ তাদেরকে পাকড়াও করলাম। ফলে তখন তারা হতাশ হয়ে গেল।' (আনআম ৬:৪৩,৪৪)

অথচ মুমিনরা আল্লাহর বাণী শুনলে এবং জান্নাত-জাহান্নামের আলোচনা শুনলে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পরে এবং আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করে।

اَلْقُنُوطُ (আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া)

অন্তরের রোগসমূহ থেকে আরেকটি হলো আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া। এটি শয়তানের একটি বড় ধরণের অস্ত্র এবং মানুষ গোমরাহ হওয়ার অন্যতম কারণ। শয়তান পাপী ও গুনাহগার মানুষদের বুঝায় যে, তুমি যত বড় অন্যায় করেছো তা আল্লাহ (সুব.) ক্ষমা করবেন না। তাই দুনিয়াতে যতদিন বেঁচে আছো আনন্দ-ফূর্তি করে যাও, আখেরাতে যা হওয়ার তাই হবে। এভাবে ধীরে ধীরে সে আখেরাতের নিয়ামত ও শাস্তিকে অস্বীকার করে বসে। এ কারণেই আল্লাহ (সুব.) পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন:

وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ

‘পথভ্রষ্টরা ছাড়া, কে তার রবের রহমত থেকে নিরাশ হয়’ ?’ (হিজর ১৫:৫৬)
অপর আয়াতে আল্লাহ (সুব.) মুমিনদের নিরাশ হতে নিষেধ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে:

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

‘বল, ‘হে আমার বান্দাগণ, যারা নিজদের উপর বাড়াবাড়ি করেছ তোমরা আলাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। অবশ্যই আলাহ সকল পাপ ক্ষমা করে দেবেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু’।’ (যুমার ৩৯:৫৩)

اَلْوَسْوَاسُ(দোদুল্যমনা মনের অধিকারি হওয়া)

অন্তরের রোগসমূহ থেকে আরেকটি হলো দোদুল্যমান মনের অধিকারী হওয়া। এটি শয়তানের একটি চক্রান্ত। অতি গোপনে মানুষের অন্তরের ভিতরে ধোঁকা দিয়ে গোমরাহ করার চেষ্টা করা। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– لاَ يَزَالُ النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ حَتَّى يُقَالَ هَذَا خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللَّهَ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ

‘মানুষ পরস্পরে প্রশ্ন করে থাকে একপর্যায়ে এই প্রশ্ন করা হয় যে, আল্লাহ (সুব.) সমস্ত মাখলুকাত সৃষ্টি করেছেন তাহলে আল্লাহ (সুব.) কে সৃষ্টি করলো কে? সুতরাং যে কেউ এধরণের প্রশ্নের সম্মুখিন হবে সে যেনো অবশ্যই বলে آمَنْتُ بِاللَّهِ আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলাম।’ (বুখারী ৭২৯৬; মুসলিম ৩৬০; আবু দাউদ ৪৭২৩)
এ রোগ একবার অন্তরের ভিতরে স্থান করতে পারলে তা মানুষকে গোমরাহ করে ফেলে। এ কারণেই আল্লাহ (সুব.) এ রোগ থেকে পানাহ চাওয়ার জন্য বিশেষভাবে দোয়া শিখিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ – مَلِكِ النَّاسِ – إِلَهِ النَّاسِ – مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ – الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ – مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ

‘বল, ‘আমি আশ্রয় চাই মানুষের রব, মানুষের অধিপতি, মানুষের ইলাহ-এর কাছে, কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট থেকে, যে দ্রুত আত্ম গোপন করে। যে মানুষের মনে কুমন্ত্রণা দেয় জিন ও মানুষ থেকে।’ (নাস ১১৪:১-৬)

اَلْيَأْسُ (হতাশাগ্রস্ত হওয়া)

অন্তরের রোগসমূহ থেকে আরেকটি হলো হতাশাগ্রস্ত হওয়া। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

‘আর যারা আল্লাহর আয়াতসমূহ ও তাঁর সক্ষাত অস্বীকার তারা আমার রহমত থেকে হতাশ হবে এবং তাদের জন্যই রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।’ (আনকাবুত ২৯:২৩)
অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ

‘হে ঈমানদারগণ, তোমরা সেই সম্প্রদায়ের সাথে বন্ধুত্ব করো না, যাদের প্রতি আল্লাহ রাগান্বিত হয়েছেন। তারা তো আখিরাত সম্পর্কে নিরাশ হয়ে পড়েছে, যেমনিভাবে কাফিররা কবরবাসীদের সম্পর্কে নিরাশ হয়েছে।’ (মুমতাহিনা ৬০:১৩)

اَلضَّيِّقُ (সংকৃর্ণ অন্তরের অধিকারি হওয়া)

অন্তরের রোগসমূহ থেকে আরেকটি হলো সংকীর্ণ মনের অধিকারি হওয়া। এটি দ্বীনের দায়ীদের জন্য একটি বড় রোগ। এ রোগে আক্রান্ত যারা তারা সৎসাহস হারিয়ে ফেলে। শত্রুদের সমালোচনায় দুশ্চিন্তায় পড়ে যায়। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ

‘আর অবশ্যই আমি জানি যে, তারা যা বলে তাতে তোমার অন্তর সঙ্কুচিত হয়।’ (হাজার ১৫:৯৭)
এ রোগ থেকে সাবধান করে আল্লাহ (সুব.) ইরশাদ করেছেন:

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ

‘আর তুমি সবর কর। তোমার সবর তো শুধু আল্লাহর তাওফীকেই। তারা যেসব ষড়যন্ত্র করছে তুমি সে বিষয়ে সংকীর্ণমনা হয়ো না।’ (নাহাল ১৬:১২৭)

اَلْاِنْصِرَافُ (সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার প্রবনতা থাকা)

অন্তরের রোগসমূহ থেকে আরেকটি হলো সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার প্রবনতা। এটি মুনাফিকদের একটি লক্ষণ। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ

‘আর যখনই কোন সূরা নাযিল করা হয়, তারা একে অপরের দিকে তাকায়। (এবং বলে) ‘তোমাদেরকে কি কেউ দেখছে’? অতঃপর তারা (চুপিসারে) প্রস্থান করে। আল্লাহ তাদের হৃদয়কে সত্যবিমুখ করে দেন। এ কারণে যে, তারা বোধশক্তিহীন কওম।’ (তাওবা ৯:১২৭)

اَلْجُحُوْدُ (সত্যকে অস্বীকার করা)

অন্তরের রোগসমূহ থেকে আরেকটি হলো সত্যকে অস্বীকার করা। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে: وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ
'আর কাফিররা ছাড়া আমার আয়াতসমূহকে কেউ অস্বীকার করে না।' (আনকাবুত ২৯:৪৭)

اَلطَّبْعُ (সত্য মনের মাঝে প্রবেশ না করা)

অন্তরের রোগসমূহ থেকে আরেকটি হলো অন্তর মোহরাঙ্কিত হওয়া। এ পর্যায়ে উপনীত হলে সে অন্তর আর কখনো সত্যকে গ্রহণ করে না। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ

'এরাই তারা, যাদের অন্তরসমূহ, শ্রবণ সমূহ ও দৃষ্টিসমূহের উপর আল্লাহ মোহর করে দিয়েছেন এবং তারাই হচ্ছে গাফেল।' (নাহাল ১৬:১০৮)

اَلْخَتْمُ (অন্তর মোহরঙ্কিত হওয়া)

অন্তরের রোগসমূহ থেকে আরেকটি হলো অন্তর সীলগালাকৃত হওয়া। পাপ করতে করতে যখন কোনো মানুষ সীমা অতিক্রম করে এবং আর তাওবা করার সম্ভাবনা না থাকে তখন তার অন্তরকে সীলগালা করে দেয়া হয়। তারপর তাদের আর হেদায়াতের পথে ফিরে আসার কোনো সম্ভাবনা থাকে না। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

'আলাহ তাদের অন্তরে এবং তাদের কানে মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন এবং তাদের চোখসমূহে রয়েছে পর্দা। আর তাদের জন্য রয়েছে মহাআযাব।' (বাকারা ২:৭)

اَلْعَمِيُّ (সত্যের ব্যপারে চোখ অন্ধ হওয়া)

অন্তরের রোগসমূহ থেকে আরেকটি হলো সঠিক দ্বীন থেকে অন্ধ হওয়া। যারা এ প্রকৃতির মানুষ তারা সত্যকে দেখেও দেখে না। আর সত্য কথা শুনতেও চায় না বলতেও চায় না। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ

'তারা বধির–মূক–অন্ধ। তাই তারা ফিরে আসবে না।' (বাকারা ২:১৮)
তবে এরা চোখের দৃষ্টিশক্তিহীন অন্ধ নয় বরং এরা হলো মানসিক অন্ধ। আল্লাহ (সুব.) পবিত্র কুরআনে খুব সুন্দর করেই তাদের এ চিত্রটি তুলে ধরেছেন। ইরশাদ হয়েছে:

فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ

'বস্তুত চোখ তো অন্ধ হয় না, বরং অন্ধ হয় বক্ষস্থিত হৃদয়।' (হজ্জ ২২:৪৬)
এ ধরনের লোকেরা কেয়ামতের মাঠে অন্ধ হয়ে উঠবে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا

'আর যে ব্যক্তি এখানে অন্ধ সে আখিরাতেও অন্ধ এবং অধিকতর পথভ্রষ্ট।' (ইসরা ১৭:৭২) যারা আল্লাহর বিধান থেকে বিমুখ থাকে তারা পার্থিব জীবনেও নানা প্রকার অশান্তি এবং সংকীর্ণতায় জীবন-যাপন করবে। আর হাশরের মাঠে তাদের তোলা হবে অন্ধ করে। তারা আল্লাহর নিকট অভিযোগ করবে তাদের কেনো অন্ধ করে তোলা হলো? তখন আল্লাহর (সুব.) যে উত্তরটি দিবেন তা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ রয়েছে। ইরশাদ হয়েছে:

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى – قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا – قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى

'আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জন্য হবে নিশ্চয় এক সংকুচিত জীবন এবং আমি তাকে কিয়ামত দিবসে উঠাবো অন্ধ অবস্থায়। সে বলবে, 'হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালেন? অথচ আমি তো ছিলাম দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন'? তিনি বলবেন, 'এমনিভাবেই তোমার নিকট আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, কিন্তু তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে এবং সেভাবেই আজ তোমাকে ভুলে যাওয়া হল'। (তাহা ২০:১২৪-১২৬)

اَلرَّانُ (অন্তরে মরিচা পরে যাওয়া)

অন্তরের রোগসমূহ থেকে আরেকটি হলো অন্তরে মরিচা পড়ে যাওয়া। লোহায় যেমন মরিচা পড়ে যায়, তেমনিভাবে মানুষের অন্তরেও মরিচা পড়ে যায়। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

'কখনো নয়, বরং তারা যা অর্জন করত তা–ই তাদের অন্তরসমূহে মরিচা ঢেকে দিয়েছে।' (মুতাফ্‌ফিফীন ৮৩:১৪)

اَلْمَوْتُ (অন্তর মরে যাওয়া)

অন্তরের রোগসমূহ থেকে আরেকটি হলো ক্বলব মরে যাওয়া। মানুষকে আল্লাহ (সুব.) একটি ক্বলব দান করেছেন, যা একটি স্বচ্ছ বাতি সাদৃশ। যার মাধ্যমে মানুষ সত্য-মিথ্যা যাচাই-বাছাই করে সত্যকে গ্রহণ করতে সক্ষম হয় যেভাবে অন্ধকার রাতে বাতির আলোতে পথ চলা হয়। কিন্তু মানুষ যখন অন্যায়,

অশ্লীল ও বেহায়াপনা কাজে জড়িয়ে পরে তখন তাদের অন্তর থেকে আল্লাহ প্রদত্ত সেই নূর বা আলো চলে যায়। তখন ঐ ক্বলবের নাম হয় 'মৃত ক্বলব'। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِه فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

'যে ছিল মৃত, অতঃপর আমি তাকে জীবন দিয়েছি এবং তার জন্য নির্ধারণ করেছি আলো, যার মাধ্যমে সে মানুষের মধ্যে চলে, সে কি তার মত যে ঘোর অন্ধকারে রয়েছে, যেখান থেকে সে বের থেকে পারে না? এভাবেই কাফিরদের জন্য তাদের কৃতকর্ম সুশোভিত করা হয়।' (আনআম ৬:১২২)

পবিত্র কুরআনে আরও ইরশাদ হয়েছে:

وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ

'আর আল্লাহ যাকে নূর দেন না তার জন্য কোন নূর নেই।' (নূর ২৪:৪০)

اَلْعِصْيَانُ (আল্লাহর অবাধ্য হওয়া)

অন্তরের রোগসমূহ থেকে আরেকটি হলো আল্লাহর অবাধ্য হওয়া। এটি একটি মারাত্মক রোগ। সর্বপ্রথম এ রোগে আক্রান্ত হয়েছিলো ইবলিস। অতঃপর ফেরআউন, নমরূদ, হামানসহ অন্যান্য বড় বড় কাফেরগুলো এ রোগে আক্রান্ত হয়। তারা যখনই আল্লাহর কোনো বানী শুনে তখনই তারা বলে ওঠে قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا 'তারা বলে আমরা শুনলাম আর অবাধ্য হলাম। (বাকারা ২:৯৩, নিসা ৪:৪৬)

ফিরআউন সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا

'কিন্তু ফির'আউন রাসূলকে অমান্য করল। তাই আমি তাকে অত্যন্ত শক্তভাবে পাকড়াও করলাম।' (মুয্যাম্মিল ৭৩:১৬)

পক্ষান্তরে মুমিন বান্দাগণ যখন আল্লাহর কোনো বিধানের কথা শুনতে পায় তখন তারা বলে وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا 'তারা বলে আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম।' (বাকারা ২:২৮৫; নিসা ৪:৪৬; মায়েদা ৫:৭; নূর ২৪:৫১)

এ কারণেই সাহাবায়ে কিরামদের নিকট গুনাহগুলো স্বভাবগতভাবেই অপছন্দনীয় ছিলো। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ

'আর তোমাদের কাছে কুফরী, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে অপছন্দনীয় করে দিয়েছেন। তারাইতো সত্য পথপ্রাপ্ত।' (হুজুরাত ৪৯:৭)

اَلطُّغْيَانُ (সীমালঙ্ঘন করা)

অন্তরের রোগসমূহ থেকে আরেকটি হলো সীমালঙ্ঘন করা। মানুষ আল্লাহর দাস। যখন কোনো মানুষ দাসত্বের সীমানা অতিক্রম করে মনিবের আসনে আসীন হয় তখনই তাকে বলা হয় সীমালঙ্ঘনকারী তাগূত। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ – فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ – فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ

'যারা সকল দেশে সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। অতঃপর তারা সেখানে বিপর্যয় বাড়িয়ে দিয়েছিল। ফলে তোমার রব তাদের উপর আযাবের কশাঘাত মারলেন।' (ফজর ৮৯:১১-১৩) তাগূত সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন আমাদের লিখিত 'কিতাবুল ঈমান'।

كَثْرَةُ النَّوْمِ অতিনিদ্রা

অন্তরের রোগসমূহ থেকে আরেকটি হলো অতিনিদ্রা। প্রয়োজনের অতিরিক্ত ঘুম স্বাস্থের জন্য যেমন ক্ষতিকর ঈমানের জন্য তারচেয়েও বেশী ক্ষতিকর। অতিনিদ্রার মাধ্যমে মানুষ অলস হয়, ইবাদতে অমনোযোগী হয়। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ نَامَ لَيْلَهُ حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ ذَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنَيْهِ أَوْ قَالَ فِي أُذُنِه

'রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছে এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হলো যে, সে ফজর পর্যন্ত সারারাত ঘুমিয়ে ছিলো। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, সেতো এমন এক ব্যক্তি যার উভয় কানে বা কোনো এক কানে শয়তান পেশাব করে দিয়েছে।' (বুখারী ৩২৭০)

অপর হাদীসে বলা হয়েছে শয়তান মানুষকে গভীর নিদ্রায় নিমজ্জিত রাখার জন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ... ويأتيه وهو في مضجعه فلا يزال ينومه حتى ينام

'আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, মানুষ যখন বিছানায় শুয়ে থাকে তখন শয়তান তাকে (বাচ্চাদের মতো) ঘুম পাড়ায় এবং সে ঘুমাতে থাকে।' (তিরমিজি ৩৪১০; ইবনে মাজাহ ৯২৬)

অপর হাদীসে বলা হয়েছে, শয়তান শেষরাতে ঘুম পাড়ানোর জন্য মন্ত্র পরে ঘুম পাড়ানোর চেষ্টা করে যাতে শেষরাতে তাহাজ্জুদসহ অন্যান্য ইবাদত না করতে পারে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلَاثَ عُقَدٍ يَضْرِبُ كُلَّ عُقْدَةٍ عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ

فَإِنْ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانَ

'আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যখন মানুষ ঘুমায় তখন শয়তান তোমাদের মাথার খুলিতে তিনটি গিরা লাগায়। প্রতিটি গিরায় সে এই মন্ত্র পড়ে عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ 'এখনো রাত অনেক আছে, তুমি ঘুমিয়ে থাকো'। তা সত্ত্বেও যদি মানুষ সজাগ হয়ে আল্লাহর নাম স্মরণ করে তাহলে একটি গিরা খুলে যায়। তারপর যখন অজু করে তখন আরেকটি গিরা খুলে যায়। তারপর যখন সালাত আদায় করে তখন শেষ গিরাটিও খুলে যায়। অতঃপর সে সকাল বেলা প্রফুল্ল মনে প্রভাত করে। আর যদি সে ঘুম থেকে না জাগে তাহলে অলস চিত্তে, বিষন্ন মনে প্রভাত করে।' (বুখারী ১১৪২; আবু দাউদ ১৩০৮)

মুমিনরা সারারাত্র ঘুমায় না বরং বেশীরভাগ সময় ইবাদত করে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ

'রাতের সামান্য অংশই এরা ঘুমিয়ে কাটাতো।' (যারিয়াত ৫১:১৭)

عِلَاجُ الْقُلُوْبِ আত্মার রোগের চিকিৎসা

আত্মার রোগসমূহ থেকে পরিত্রানের জন্য ইসলাম যেই সমস্ত ইবাদতের শিক্ষা দিয়েছে তা নিম্নরূপ:

اَلْاِسْتِغْفَارُ (তওবা ও ইসতিগফার)

আত্মার রোগসমূহ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য অন্যতম কাজ হলো ইস্তিগফার বা কৃতগুনাহের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থণা করা। মানুষ যতবড় অন্যায়ই করুক না কেন যদি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায় তাহলে আল্লাহ (সুব.) ক্ষমা করে দেন। এজন্য কোনো পীর-ফকিরের ভায়া-মাধ্যমের প্রয়োজন নেই। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا

'আর যে ব্যক্তি মন্দ কাজ করবে কিংবা নিজের প্রতি যুলম করবে তারপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে, সে আল্লাহকে পাবে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' (নিসা ৪:১১০)

اَلتَّوْبَةُ (তাওবা)

আত্মার রোগসমূহ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আরেকটি কাজ হলো তাওবা করা। তাওবা শব্দের অর্থ রুজু করা, প্রত্যাবর্তণ করা। নিজের গুনাহের কারণে

লজ্জিত হয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থণার মাধ্যমে আল্লাহর নিকট ফিরে আসা এবং ভবিষ্যতে আর কোনো অন্যায় না করার অঙ্গিকারের নামই হলো তাওবা। সঠিকভাবে তওবা করলে আল্লাহ (সুব.) অবশ্যই কবুল করবেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

'হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবা কর, খাঁটি তাওবা। আশা করা যায় তোমাদের রব তোমাদের পাপসমূহ মোচন করবেন এবং তোমাদের এমন জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাবেন যার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত। নবী ও তার সাথে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে সেদিন আল্লাহ লাঞ্ছিত করবেন না। তাদের আলো তাদের সামনে ও ডানে ধাবিত হবে। তারা বলবে, 'হে আমাদের রব, আমাদের জন্য আমাদের আলো পূর্ণ করে দিন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন। নিশ্চয় আপনি সর্ববিষয়ে সর্বক্ষমতাবান।' (তাহরীম ৬৬:৮)

اَلصَّبْرُ (ধৈর্য্য ধারণ করা)

আত্মার রোগসমূহ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আরেকটি কাজ হলো ধৈর্য ধারণ করা। সঠিকভাবে আল্লাহর বিধান ও রাসূলের তরীকা মতো চলতে গেলে অনেক বালা-মুসিবত ও বাঁধা-বিপত্তির সম্মুখিন হতে হবে। সেক্ষেত্রে প্রয়োজন পাহাড়ের মতো ধৈর্য নিয়ে অটল থাকা। স্বর্ণ যদি সুন্দরী নারীর গলার হার হতে চায় তাহলে তাকে আগুনের পোড়া খেতে হয়, হাতুড়ীর বারি খেতে হয় ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহর মূল্যবান জান্নাত পেতে হলেও কঠিন পরিক্ষার সম্মুখিন হতে হবে। আর তখনি প্রয়োজন হবে সবর তথা অটল থাকা। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ – الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

'আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং জান–মাল ও ফল-ফলাদির স্বল্পতার মাধ্যমে। আর তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও। যারা, তাদেরকে যখন বিপদ আক্রান্ত করে তখন বলে, নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয় আমরা তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।' (বাকারা ২:১৫৫,১৫৬)

আল্লাহর নিকটে যে যত বেশী প্রিয় তার পরিক্ষা তত বেশী। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ سَعْد قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاءً فَقَالَ الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ فَيُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَب دينه فَإِنْ كَانَ رَقِيقَ الدِّين ابْتُلِيَ عَلَى حَسَب ذَاكَ وَإِنْ كَانَ صُلْبَ الدِّينِ ابْتُلِيَ عَلَى حَسَبِ ذَاكَ قَالَ فَمَا تَزَالُ الْبَلَايَا بِالرَّجُلِ حَتَّى يَمْشِيَ فِي الْأَرْضِ وَمَا عَلَيْه خَطِيئَةٌ

'সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি বললাম: 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! মানবজাতির মধ্যে কারা সবচেয়ে বেশি কঠোর যন্ত্রণা ভোগ করে?' তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেনঃ 'নবীগণ, অতঃপর তারা যারা তাদের খুব কাছাকাছি পর্যায়ের, এবং তারপর তারা যারা তাদের খুব কাছাকাছি পর্যায়ের। মানুষ তার দ্বীনের উপর যতটা শক্তিমান হয় সেই হিসেবে তার পরীক্ষা নেয়া হয়। কাজেই যদি সে দ্বীন পালনে কঠোর না হয় তাহলে তার পরিক্ষাও হালকা হবে আর যদি দ্বীন পালনে কঠোর হয় তাহলে তার পরিক্ষাও কঠিন হবে। একজন বিশ্বাসীকে ক্রমান্বয়ে পরীক্ষা করা হয় যতক্ষণ পর্যন্ত না সে জমীনের উপর দিয়ে নিষ্পাপ হয়ে হাঁটতে থাকে।' (তিরমিজি ২৩৯৮; ইবনে মাজাহ ৪০২৩; মুসনাদে আহমদ ১৪৯৪)

বিপদাপদে অটল থাকা নবী-রাসূলদের বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ (সুব.) ইরশাদ করেছেন:

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ

'অতএব তুমি ধৈর্যধারণ কর, যেমন ধৈর্যধারণ করেছিল সুদৃঢ় সংকল্পের অধিকারী রাসূলগণ। আর তাদের জন্য তাড়াহুড়া করো না। তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছিল, যেদিন তারা তা প্রত্যক্ষ করবে, মনে হবে তারা পৃথিবীতে এক দিনের কিছু সময় অবস্থান করেছে। সুতরাং এটা এক ঘোষণা, তাই পাপাচারী কওমকেই ধ্বংস করা হবে।' (আহক্বাফ ৪৬:৩৫)

চার. اَلْاسْتِقَامَةُ (হক্বের উপর অটল থাকা)

আত্মার রোগসমূহ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আরেকটি কাজ হলো হক্বের উপর অটল থাকা। 'যখন যেখানে সুবিধা পাওয়া যায় তখন সেখানে যোগদান করা' এটা মুনাফিকদের লক্ষণ। ইসতেকামাত বা হক্বের উপর অটল থাকা এত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, আল্লাহ (সুব.) স্বীয় রাসূল (সা.) কে এই ইসতেকামাতের নির্দেশ করেছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ

'সুতরাং যেভাবে তুমি নির্দেশিত হয়েছ সেভাবে তুমি ও তোমার সাথী যারা তাওবা করেছে, সকলে অবিচল থাক।' (হুদ ১১:১১২)

এ আয়াত নাজিল হওয়ার পরে রাসূলুল্লাহ (সা.) খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। এমনকি তাঁকে যখন তাঁর চুল পাঁকার কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো তখন সুরায়ে হুদের এই আয়াতের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, আমাকে সুরা হুদ ও ঐ জাতীয় আরো কিছু সুরা বৃদ্ধ করে ফেলেছে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عن ابن عباس قال قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله قد شبت قال شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت

'ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু বকর (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.) কে প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তো বুড়ো হয়ে গেছেন। উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, আমাকে সুরা হুদ, সুরা ওয়াকেয়া, সুরা মুরসালাত, সুরা নাবা ও সুরা তাকভীর বৃদ্ধ করে দিয়েছে।' (তিরমিজি ৩২৯৭)

اَلشُّكْرُ (কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা)

আত্মার রোগসমূহ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আরেকটি কাজ হলো কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা। আল্লাহর অসংখ্য নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করার মাধ্যমে খুব সহজেই প্রকাশ করতে পারে যে, এ সকল নেয়ামতের ক্ষেত্রে নিজস্ব কোনো ক্ষমতা নেই বরং আল্লাহর অনুগ্রহেই সবকিছু হয়। এভাবে যখন মানুষ আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে আল্লাহ (সুব.) তাঁর অনুগ্রহ আরো বৃদ্ধি করে দেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

'যদি তোমরা শুকরিয়া আদায় কর, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের বাড়িয়ে দেব, আর যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও, নিশ্চয় আমার আযাব বড় কঠিন।' (ইবরাহীম ১৪:৭)

এ আয়াতের প্রথম অংশে আল্লাহর নেয়ামতের শুকরিয়া আদায়ের কথা বলা হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে অকৃতজ্ঞতার ব্যাপারে সাবধান করা হয়েছে। অন্য আয়াতে আল্লাহ (সুব.) আরো সুস্পষ্টভাবে তাঁর নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করার নির্দেশ করেছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُون

'অতএব, তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমি তোমাদেরকে স্মরণ করব। আর আমার শোকর আদায় কর, আমার সাথে কুফরী করো না।' (বাকারা ২:১৫২)

اَلتَّوَكُّلُ (আল্লাহর উপর ভরসা করা)

আত্মার রোগসমূহ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আরেকটি কাজ হলো আল্লাহর উপর ভরসা করা। যারা আল্লাহর উপর যথাযথভাবে ভরসা করে তাদের জন্য আল্লাহর নিকট বিশেষ পুরষ্কার রয়েছে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ هُمْ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

'ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আমার উম্মতের সত্তুর হাজার লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর তারা হলো, যারা ঝাঁড়-ফুঁক করে না, কোনো কিছুতে কুলক্ষণ বা অমঙ্গল আছে বলে বিশ্বাস করে না এবং তাদের রবের উপর ভরসা রাখে।' (বুখারী ৬৪৭২; মুসলিম ৫৪৭; তিরমিজি ২৪৪৬)

অপর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّه حَقَّ تَوَكُّله لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا

'ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যদি তোমরা আল্লাহর উপর যথাযথভাবে ভরসা করতে তাহলে ঠিক সেভাবেই তোমাদের রিজিক দিতেন যেভাবে পাখিদের দেন। ওরা সকাল বেলা খালি পেটে বের হয় বিকেল বেলা পেট ভরে ঘরে ফিরে আসে।' (তিরমিজি ২৩৪৪; ইবনে মাজাহ ৪১৬৪)

যারা প্রকৃত মুমিন তারা সকল কাজে আল্লাহর উপর ভরসা করে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

وَعَلَى اللَّه فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

'আর আল্লাহর উপরই তাওয়াক্কুল কর, যদি তোমরা মুমিন হও।' (মায়েদা ৫:২৩)

যে কোনো কাজের আগে চিন্তা-ভাবনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাই মুমিনদের কাজ। কিন্তু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার পর আল্লাহর প্রতি ভরসা করে কাজ শুরু করতে হবে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّه إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

'অতঃপর যখন সংকল্প করবে তখন আলাহর উপর তাওয়াক্কুল করবে। নিশ্চয় আলাহ তাওয়াক্কুলকারীদেরকে ভালবাসেন।' (আল ইমরান ৩:১৫৯)

اَلْاِخْلَاصُ (একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর এবাদত করা)

আত্মার রোগসমূহ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আরেকটি কাজ হলো একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করা। যে কোনো ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য দুটি শর্তের প্রথম শর্ত হলো اخْلَاصُ النِّيَّةِ 'খালেসভাবে শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করা'। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ

'আর তাদেরকে কেবল এই নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তারা যেন আল্লাহর 'ইবাদাত করে তাঁরই জন্য দীনকে একনিষ্ঠ করে। (বায়্যিনাহ ৯৮:৫)

اَلْاِحْسَانُ (সৎকর্ম করা)

আত্মার রোগসমূহ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আরেকটি কাজ হলো সৎকর্ম করা। ইহসানের দুটো অর্থ হয়: এক হলো কারো প্রতি দয়া বা অনুগ্রহ করা। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ (সুব.) ইরশাদ করেছেন:

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ

'উত্তম কাজের প্রতিদান উত্তম ছাড়া আর কী হতে পারে ?' (আর রহমান ৫৫:৬০)

অপর আয়াতে আল্লাহ (সুব.) স্বীয় বান্দাদের প্রতি ইহসান করতে নির্দেশ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে:

وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

'আর লোকদের প্রতি ইহসান কর। নিশ্চয় আল্লাহ ইহসানকারীদের ভালোবাসেন।' (বাকারা ২:১৯৫)

ইহসানের দ্বিতীয় অর্থ হলো, কোনো ভায়া-মাধ্যম ছাড়া সরাসরি আল্লাহর ইবাদত করা। হাদীসে জিবরাঈলে আগন্তুক ব্যক্তি যখন রাসূলুল্লাহ (সা.) কে ইহসান সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন তখন তিনি এ উত্তরই দিয়েছিলেন। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... قَالَ مَا الْإِحْسَانُ قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ

'আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ... তাকে জিজ্ঞেস করা হলো ইহসান কি? তিনি উত্তর দিলেন, তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে যেন তুমি তাকে দেখছো। যদি তুমি তাকে দেখতে না পার তবে জানবে তিনি তোমাকে অবশ্যই দেখছেন।' (বুখারী ৫০)

اَلْخَوْفُ (আল্লাহকে ভয় করা)

আত্মার রোগসমূহ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আরেকটি কাজ হলো আল্লাহকে ভয় করা। মুমিনরা কেবলমাত্র আল্লাহকেই ভয় করে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

'সে তো শয়তান। সে তোমাদেরকে তার বন্ধুদের ভয় দেখায়। তোমরা তাদেরকে ভয় করো না, বরং আমাকে ভয় কর, যদি তোমরা মুমিন হও।' (আল ইমরান ৩:১৭৫)

اَلرَّجَاءُ (আল্লাহর রহমতে আশা করা)

আত্মার রোগসমূহ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আরেকটি কাজ হলো আল্লাহর রহমতের আশা করা। একদিকে যেমন আল্লাহকে ভয় করতে হবে অপর দিকে আল্লাহর রহমতের আশাও করতে হবে। মুমিনরা ভুলবশত কখনো গুনাহ করলেও আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ না হয়ে আল্লাহর দরবারে তাওবা করে তার রহমত পাওয়ার আশা পোষণ করে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

'নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে ও যারা হিজরত করেছে এবং আলাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে, তারা আলাহর রহমতের আশা করে। আর আলাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' (বাকারা ২:২১৮)

اَلْمَحَبَّةُ (আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.) কে ভালোবাসা)

আত্মার রোগসমূহ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আরেকটি কাজ হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.) কে ভালোবাসা। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ

'আর মানুষের মধ্যে এমনও আছে, যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যকে আল্লাহর সমকক্ষরূপে গ্রহণ করে, তাদেরকে আল্লাহকে ভালবাসার মত ভালবাসে। আর যারা ঈমান এনেছে, তারা আল্লাহর জন্য ভালবাসায় দৃঢ়তর।' (বাকারা ২:১৬৫)

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

'আনাস (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার কাছে তার পিতা, তার সন্তান ও সমস্ত মানুষের চেয়ে বেশী প্রিয় না হবো।' (বুখারী ১৫)

আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের চেয়ে অন্য কোনো কিছুর ভালোবাসাকে অগ্রাধিকার দেয়া আল্লাহর গযব নাজিল হওয়ার অন্যতম কারণ। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

'বলুন, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের মাতা-পিতা, সন্তান-সন্ততি, ভাই-বোন, স্ত্রীবর্গ, আত্মীয়-স্বজন, উপার্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ঐ ব্যবসা-বাণিজ্য যাতে তোমরা মন্দা দেখা দেয়ার ভয় কর এবং তোমাদের ঐসব বাসস্থান যা নিয়ে তোমরা সন্তুষ্ট- আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও আল্লাহর পথে জিহাদ থেকে অধিক প্রিয় হয় তাহলে তোমরা (তোমাদের এ অপরাধের ব্যাপারে) আল্লাহ তার সিদ্ধান্ত (আযাব) কার্যকর করা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। আর আল্লাহ ফাসিকদের সঠিক পথে পরিচালিত করেন না।' (তাওবা ৯:২৪)

اَلزُّهْدُ (দুনিয়া বিমুখ হওয়া)

আত্মার রোগসমূহ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আরেকটি কাজ হলো দুনিয়া বিমুখ হওয়া। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

نَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

'তোমরা জেনে রাখ যে, দুনিয়ার জীবন ক্রীড়া কৌতুক, শোভা–সৌন্দর্য, তোমাদের পারস্পরিক গর্ব–অহঙ্কার এবং ধন–সম্পদ ও সন্তান–সন্ততিতে আধিক্যের প্রতিযোগিতা মাত্র। এর উপমা হল বৃষ্টির মত, যার উৎপন্ন ফসল কৃষকদেরকে আনন্দ দেয়, তারপর তা শুকিয়ে যায়, তখন তুমি তা হলুদ বর্ণের দেখতে পাও, তারপর তা খড়–কুটায় পরিণত হয়। আর আখিরাতে আছে কঠিন আযাব এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। আর দুনিয়ার জীবনটা তো ধোকার সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই নয়।' (হাদীদ ৫৭:২০)

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ –صلى الله عليه وسلم– وَهُوَ يَقْرَأُ (أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ) قَالَ يَقُولُ ابْنُ آدَمَ مَالِى مَالِى – قَالَ – وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مِنْ مَالِكَ إِلاَّ مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ

'মুত্বাররিফ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আমি নবী (সা.) এর নিকট আসলাম, তিনি أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ (সম্পদের প্রাচুর্যতার প্রতিযোগীতা তোমাদের ধবংস করেছে) পাঠ করছিলেন। অতঃপর বললেন, বনী আদম বলে 'আমার মাল, আমার মাল'। অথচ হে বনী আদম! (তুমি কি ভেবে দেখেছো?) তুমি তোমার মালের যে অংশ খেয়েছো এবং নষ্ট করেছো অথবা পরিধান করেছো এবং পুরাতন করেছো অথবা দান করেছো এবং আল্লাহর কাছে সঞ্চয় করেছো এছাড়া তোমার মাল বলতে কিছু আছে কি?' (মুসলিম ৭৬০৯)

اَلْوَرْعُ/ اَلتَّقْوَيْ (আল্লাহ ভীতি)

আত্মার রোগসমূহ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আরেকটি কাজ হলো আল্লাহ ভীতি অর্জণ করা। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

'হে মুমিনগণ, তোমরা যখন গোপনে পরামর্শ করবে তখন তোমরা যেন গুনাহ, সীমালঙ্ঘন ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণের ব্যাপারে গোপন পরামর্শ না কর। আর তোমরা সৎকর্ম ও তাকওয়ার বিষয়ে গোপন পরামর্শ কর। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর কাছে তোমাদেরকে সমবেত করা হবে।' (মুজাদালাহ ৫৮:৯)

তাকওয়ার কাজে আল্লাহ (সুব.) তাঁর বান্দাদের পরস্পরে সাহায্য করার নির্দেশ দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

'সৎকর্ম ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পরের সহযোগিতা কর। মন্দকর্ম ও সীমালঙ্ঘনে পরস্পরের সহযোগিতা করো না। আর আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ আযাব প্রদানে কঠোর।' (মায়েদা ৫:২)

মূলত কুরআন নাজিল করাই হয়েছে মুত্তাকীনদের জন্য। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ

'এটি (আল্লাহর) কিতাব, এতে কোন সন্দেহ নেই, এটি মুত্তাকীদের জন্য হিদায়াত।' (বাকারা ২:২)

তাকওয়ার তিনটি স্তর:

প্রথম স্তর:

الأولى : التوقي من العذاب المخلد بالتبري من الشرك

শিরকমুক্ত হয়ে চিরস্থায়ী জাহান্নামের শাস্তি থেকে মুক্তি লাভ করা। এ অর্থের ভিত্তিতেই পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে: وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التقوى 'এবং তাকওয়ার বাণী তাদের জন্য অপরিহার্য করলেন।' (ফাতাহ ৪৮:২৬)

দ্বিতীয় স্তর:

الثانية : التجنب عن كل ما يؤثم من فعل أو ترك حتى الصغائر عند قوم وهو المتعارف باسم التقوى في الشرع

'সকল প্রকার করণীয় ও বর্জণীয় গুনাহ থেকে নিরাপদ দূরে থাকা এমনকি সগীরা গুনাহ থেকেও। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় তাকওয়া বলতে এ

প্রকার তাকওয়াকেই উদ্দেশ্য করা হয়ে থাকে। পবিত্র কুরআনের নিম্নের আয়াতটি এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

'আর যদি জনপদসমূহের অধিবাসীরা ঈমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত তাহলে আমি অবশ্যই আসমান ও যমীন থেকে বরকতসমূহ তাদের উপর খুলে দিতাম।' (আ'রাফ ৭:৯৬)

তৃতীয় স্তর:

الثالثة : أن يتنزه عما يشغل سره عن الحق ويتبتل إليه بشراشره وهو التقوى الحقيقي

'যে সকল কাজ আল্লাহর স্মরণ থেকে অমনোযোগী করে দেয় তা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে সরাসরি আল্লাহর দিকে রুজু হওয়া। এটাই হলো প্রকৃত তাকওয়া। পবিত্র কুরআনের নিম্নের আয়াতটি এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

'হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যেভাবে তাঁকে ভয় করা উচিত। আর খরবদার! মুসলিম হওয়া ব্যতীত মৃত্যু বরণ করো না।' (আল ইমরান ৩:১০২)

তাকওয়া অর্জনের উপর

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ حَقِيقَةَ التَّقْوَى حَتَّى يَدَعَ مَا حَاكَ فِي الصَّدْرِ

'আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোনো ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত তাকওয়া অর্জণ করতে পারবে না যতক্ষন পর্যন্ত অন্তরে সংশয় সৃষ্টি বস্তু ত্যাগ না করবে অর্থাৎ সন্দেহযুক্ত জিনিষ বর্জণ করে সন্দেহমুক্ত জিনিষ গ্রহণ করাই হলো তাকওয়ার হাকীকত।' (বুখারী ৭)

اَلتَّسْلِيْمُ وَالْاِنْقِيَادُ (আত্মসমর্পণ করা)

আত্মার রোগসমূহ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আরেকটি কাজ হলো আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করা। ইসলামের মূল অর্থ এটিই। এ কারণেই আল্লাহ (সুব.) যখন ইবরাহীম (আ.) কে ইসলাম গ্রহণ করার নির্দেশ দিলেন তখন তিনি উত্তর দিলেন, 'আমি গোটা জগৎসমূহের রব আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করলাম'। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

'যখন তার রব তাকে বললেন, 'তুমি আত্মসমর্পণ কর'। সে বলল, 'আমি সকল সৃষ্টির রবের কাছে নিজকে সমর্পণ করলাম'।' (বাকারা ২:১৩১)

আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করার মাধ্যমেই হেদায়াত প্রাপ্তির পরীক্ষা হয়। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ

‘যদি তারা তোমার সাথে বিতর্ক করে, তবে তুমি বল, ‘আমি আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করলাম এবং আমার অনুসারীরাও’। আর যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদেরকে এবং নিরক্ষরদেরকে বল, ‘তোমরা কি ইসলাম গ্রহণ করেছ’? তখন যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে তারা অবশ্যই হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে। আর যদি ফিরে যায়, তাহলে তোমার দায়িত্ব শুধু পৌঁছিয়ে দেয়া। আর আল্লাহ বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা।’ (আল ইমরান ৩:২০)

যারা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে তারাই শক্ত রশি ধারণ করে আছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

‘আর যে ব্যক্তি একনিষ্ঠ ও বিশুদ্ধচিত্তে আল্লাহর কাছে নিজকে সমর্পণ করে, সে তো শক্ত রশি আঁকড়ে ধরে। আর সকল বিষয়ের পরিণাম আল্লাহরই কাছে।’ (লুকমান ৩১:২২)

اَلْقَنَاعَةُ (অল্পতুষ্টি)

আত্মার রোগসমূহ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আরেকটি কাজ হলো অল্পেতুষ্ট হওয়া। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ

‘যে অভাবী, মানুষের কাছে হাত পাতে না (অর্থাৎ অল্পেতুষ্ট) এবং যে অভাবী চেয়ে বেড়ায়-তাদেরকে খেতে দাও।’ (হজ্জ ২২:৩৬)

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ

‘আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, অনেক সম্পদ থাকার নাম ধণী নয় বরং মনের ধণীই প্রকৃত ধণী।’ (বুখারী ৬৪৪৬)

اَلرِّضَاءُ بِالْقَضَاءِ (তাকদীরের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা)

আত্মার রোগসমূহ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আরেকটি কাজ হলো তাকদীরের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা। মানুষ অনেক বড় বড় পরিকল্পনা করে কিন্তু আল্লাহ (সুব.) যদি সহায় না হন তাহলে কোনো পরিকল্পনাই বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

‘আর তোমরা ইচ্ছা করতে পার না, যদি না সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ ইচ্ছা করেন।’ (তাকভীর ৮১:২৯)

এ কারণে তাদবীরের সাথে সাথে তাকদীরেও বিশ্বাস রাখতে হবে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عن ابن عباس قال كنت خلفت رسول الله صلى الله عليه و سلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف

‘ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর পিছনে বসা ছিলাম। তিনি বললেন, হে বালক! আমি তোমাকে কিছু কথা শিক্ষা দিব। তুমি আল্লাহর হেফাজত করবে আল্লাহ তোমার হেফাজত করবেন। তুমি আল্লাহর হেফাজত করবে আল্লাহকে তুমি তোমার মুখোমুখি পাবে। যখন তুমি কোনো আবেদন করবে তা আল্লাহর কাছেই করবে। যখন তুমি সাহায্য চাইবে তখন আল্লাহর কাছেই চাইবে। আর জেনে রাখ! সকল সৃষ্টি যদি একত্র হয় তোমার কোনো উপকার করার জন্য তারা ততটুকুই উপকার করতে পারবে যতটুকু আল্লাহর পক্ষ থেকে বরাদ্দ রয়েছে। পক্ষান্তরে, যদি সকল সৃষ্টি ঐক্যবদ্ধ হয় তোমার ক্ষতি করার জন্য তবে তারা তোমার ততটুকুই ক্ষতি করতে পারবে যতটুকু আল্লাহর পক্ষ থেকে বরাদ্দ করা আছে। কলম তুলে রাখা হয়েছে আর সহীফাগুলো শুকিয়ে গেছে (অর্থাৎ তাকদীর লেখা চূড়ান্ত হয়ে গেছে)।’ (তিরমিজি ২৫১৬)

ذِكْرُ الْمَوْتِ (মৃত্যুর স্মরণ করা)

আত্মার রোগসমূহ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আরেকটি কাজ হলো মৃত্যুকে অধিক পরিমানে স্মরণ করা। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أكثروا ذكر هاذم اللذات يعني الموت

‘আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমরা সমস্ত স্বাদ-আনন্দ ধ্বংশকারী অর্থাৎ মৃত্যুকে অধিক পরিমানে স্মরণ করো।’ (তিরমিজি ২৩০৭)

اَلْاسْلَامُ (ইসলাম)

আত্মার রোগসমূহ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আরেকটি কাজ হলো পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করে ইসলাম কবুল করা। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

'যখন তার রব তাকে বললেন, 'তুমি আত্মসমর্পণ কর'। সে বলল, 'আমি সকল সৃষ্টির রবের কাছে নিজকে সমর্পণ করলাম'।' (বাকারা ২:১৩১)
যারা পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে জীবনের সকল ক্ষেত্রে এক আল্লাহর হুকুম মেনে চলে তারাই মুসলিম। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ

এটা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের দ্বীন। তিনিই তোমাদের নাম রেখেছেন 'মুসলিম' (ইবরাহীম ২২:৭৮)
এ আয়াতে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে, আমাদের পিতা ইবরাহীম (আ:) আমাদের মুসলিম হিসেবে নামকরণ করেছেন। আল্লাহ (সুব:) এটাকে পছন্দ করেছেন। আর সেজন্যই তিনি পবিত্র কুরআনে তা ঘোষনা করে দিয়েছেন। আর মুসলিম হিসেবে পরিচয় দেয়াটাই তিনি পছন্দ করেন। সে কারণেই পবিত্র কুরআনের অপর একটি আয়াতে ইরশাদ হয়েছে–

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

'আর তার চেয়ে কার কথা উত্তম, যে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়, সৎকর্ম করে এবং বলে, অবশ্যই আমি মুসলিমদের মধ্য থেকে একজন' (ফুসসিলাত ৪১:৩৩)
এ আয়াতে আল্লাহ (সুব:) মুসলিম হিসেবে পরিচয় দেয়াকে পছন্দ করেছেন এবং মুসলিম অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করার নির্দেশ করেছেন। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যথাযথ ভয়। আর তোমরা মুসলমান হওয়া ছাড়া মারা যেও না। (আল ইমরান ৩:১০২)
কবরে গেলেও প্রশ্ন করা হবে, مَا دِينُكَ فَيَقُولُ دِينِي الإِسْــلاَمُ 'তোমার দ্বীন কি? উত্তরে বলতে হবে, আমার দ্বীন হলো ইসলাম। (আবু দাউদ:৪৭৫৫) অবশ্য এই পরিচয় দিলে অনেকেই হয়তো প্রশ্ন করবে, বুঝলাম আপনি মুসলিম তবে কোন মুসলিম?' অর্থাৎ কোন পন্থী বা কোন দলের ইত্যাদি। তার মানে ইসলাম এখন অপরিচিত। ইসলামের অনুসারী মুসলিমকে কেউ চিনে না। তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না। কারণ আখেরী জামানায় এমনটি হবে বলে হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেছেন–

بَدَأَ الإِسْلاَمُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ

'ইসলাম অপরিচিত আগন্তুক মুসাফিরের ন্যায় যাত্রা শুরু করেছে, এবং শেষে আবার সেই অপরিচিত আগন্তুক মুসাফিরের ন্যায় অবস্থায়ই প্রত্যাবর্তণ করবে যেভাবে যাত্র শুরু করেছিলো। সৌভাগ্য সেই গুরাবাদের (যারা এ অবস্থায় ইসলামের উপর অটল থাকবে এবং মুসলিম হিসাবে নিজেদের পরিচয় দিবে)।' (মুসলিম, ৩৮৯)

اَلْاِيْمَانُ (ঈমান)

আত্মার রোগসমূহ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আরেকটি কাজ হলো বিশুদ্ধভাবে ঈমান আনা। বিশুদ্ধ ঈমান আনার পরে অন্তরের ভিতরে কোনো নেফাক বা অন্য কোনো রোগ স্থায়ীত্ব লাভ করতে পারে না। এ কারণেই কতিপয় লোক যখন নিজেদের মুমিন দাবী করলো আল্লাহ (সুব.) তাদের সে দাবী নাকচ করে দিয়ে শুধু মুসলিম হিসেবে পরিচয় দিতে নির্দেশ করেছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ

'বেদুঈনরা বলল, 'আমরা ঈমান আনলাম'। বল, 'তোমরা ঈমান আননি'। বরং তোমরা বল, 'আমরা ইসলাম গ্রহণ করলাম' (আত্মসমর্পণ করলাম)। আর এখন পর্যন্ত তোমাদের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করেনি।' (হুজুরাত ৪৯:১৪)

অনেকে নিজেদের ঈমানদার হিসেবে দাবী করে অথচ ঈমানের দাবী অনুযায়ী আমল করে না তারাও প্রকৃত পক্ষে মুমিন নয় বরং তারা মুনাফিক। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ

'আর মানুষের মধ্যে কিছু এমন আছে, যারা বলে, 'আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি এবং শেষ দিনের প্রতি', অথচ তারা মুমিন নয়।' (বাকারা ২:৮)
এ কারনেই ঈমানের যাচাই-বাছাই প্রয়োজন। আল্লাহ (সুব.) সাধারণ মুমিনদের ঈমানকে সাহাবীদের ঈমানের কষ্টিপাথরে যাচাই–বাছাই করার নির্দেশ দিয়ে ইরশাদ করেছেন:

فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

'অতএব যদি তারা ঈমান আনে, তোমরা (সাহাবীরা) যেরূপে তার প্রতি ঈমান এনেছ, তবে অবশ্যই তারা হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে। আর যদি তারা বিমুখ হয় তাহলে তারা রয়েছে কেবল বিরোধীতায়, তাই তাদের বিপক্ষে তোমার জন্য আল্লাহ যথেষ্ট। আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।' (বাকারা ২:১৩৭)

اَلدُّعَاءُ (দুআ)

আত্মার রোগসমূহ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আরেকটি কাজ হলো আল্লাহর নিকট দুআ করা। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

'আর তোমাদের রব বলেছেন, 'তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের জন্য সাড়া দেব। নিশ্চয় যারা অহঙ্কার বশতঃ আমার ইবাদাত থেকে বিমুখ থাকে, তারা অচিরেই লাঞ্ছিত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে।' (মুমীন/গাফের ৪০:৬০)

আল্লাহর নিকট দুআর আদব বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ (সুব.) বলেন:

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

'তোমরা তোমাদের রবকে ডাক অনুনয় বিনয় করে ও চুপিসারে। নিশ্চয় তিনি পছন্দ করেন না সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে ।' (আ'রাফ ৭:৫৫)

এ আয়াতে আল্লাহ (সুব.) অনুনয়-বিনয় করে দুআ করার নির্দেশ দিয়েছেন। কুরআনের এত স্পষ্ট আয়াত থাকা সত্তেও একশ্রেণীর পীর-সূফী ও তাদের মুরীদরা দুআ ও যিকিরের নামে নাচা-নাচী ও ফালা-ফালী করতে থাকে। আবার কেউ মাহফিলের শামিয়ানার উপর গিয়ে বাঁদর ঝুঁলে। অথচ আল্লাহ (সুব.) পবিত্র কুরআনে হুকুম জারি করেছেন:

وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ

'আর তুমি নিজ মনে আপন রবকে স্মরণ কর সকাল-সন্ধ্যায় অনুনয়–বিনয় ও ভীতি সহকারে এবং অনুচ্চ স্বরে । আর গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।' (আ'রাফ ৭:২০৫)

সুতরাং দুআ ও যিকির আযকারের ক্ষেত্রে আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে মানুষের কাছে নিজেকে জাকের, শাকের ও সূফী প্রমাণ করার জন্য হালকায়ে জিকিরের নামে সুরে সুরে মিলিয়ে, তালে তাল মিলিয়ে, ঘাড়ে ঘাড় মিলিয়ে যা কিছু করা হয় তা আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরীকার বিরূদ্ধে হওয়ার কারণে অবশ্যই বিদ'আত। আর লৌকিকতার কারণে রিয়া তথা গোপন শিরক। এসকল শিরক-বিদআত যুক্ত পীর-সূফীদের তৈরী করা মনগড়া ইবাদত ত্যাগ করে আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক রাসূলের সুন্নাহ অনুযায়ী একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর নিকট দুআ প্রার্থণা করা বাঞ্ছণীয়। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

'তিনি চিরঞ্জীব, তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই। সুতরাং তোমরা দীনকে তাঁর জন্য একনিষ্ঠ করে তাঁকে ডাক। সকল প্রশংসা আলাহর যিনি সৃষ্টিকুলের রব।' (গাফের ৪০:৬৫)

اَلرُّهْبَةُ -اَلرَّغْبَةُ (আশা ও ভীতি)

আত্মার রোগসমূহ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আরেকটি কাজ হলো

وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ

'আর আমাকে আশা ও ভীতি সহকারে ডাকত। আর তারা ছিল আমার নিকট বিনয়ী।' (আম্বীয়া ২১:৯০)

اَلْخُشُوْعُ (বিনয়ী হওয়া)

আত্মার রোগসমূহ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আরেকটি কাজ হলো বিনয়ী হওয়া। সফলকাম মুমিনদের বৈশিষ্ট্য আলোচনা প্রসঙ্গে আল্লাহ (সুব.) ইরশাদ করেন:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ – الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ

'অবশ্যই মুমিনগণ সফল হয়েছে, যারা নিজেদের সালাতে বিনয়াবনত।' (মুমিনূন ২৩:১-২)

পবিত্র কুরআনের অপর আয়াতে বলা হয়েছে

وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا

'আর তারা কাঁদতে কাঁদতে লুটিয়ে পড়ে এবং এটা তাদের বিনয় বৃদ্ধি করে'।' (ইসরা ১৭:১০৯)

اَلْخَشْيَةُ (রবকে ভয় করা)

আত্মার রোগসমূহ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আরেকটি কাজ হলো আল্লাহকে ভয় করা। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ

'যারা না দেখেও তাদের রবকে ভয় করে এবং কিয়ামত সম্পর্কে থাকে ভীত–সন্ত্রস্ত।' (আম্বীয়া ২১:৪৯)

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيث كتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَاد

'আল্লাহ নাযিল করেছেন উত্তম বাণী, সাদৃশ্যপূর্ণ একটি কিতাব (আল কুরআন), যা বারবার আবৃত্তি করা হয়। যারা তাদের রবকে ভয় করে, তাদের গা এতে শিহরিত হয়, তারপর তাদের দেহ ও মন আল্লাহর স্মরণে বিনম্র হয়ে যায়। এটা আল্লাহর হিদায়াত, তিনি যাকে চান তাকে এর দ্বারা হিদায়াত করেন। আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তার জন্য কোন হিদায়াতকারী নেই।' (যুমার ৩৯:২৩)

اَلْاَنَابَةُ (আল্লাহ অভিমুখী হওয়া)

ক্বলবের সকল রোগ দূর করার জন্য সবসময় আল্লাহ অভিমুখী হতে হবে। আল্লাহর পক্ষ থেকে সুসংবাদপ্রাপ্ত বান্দাদের এটি একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّه لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عبَاد

'আর যারা তাগূতের উপাসনা পরিহার করে এবং আল্লাহ অভিমুখী হয় তাদের জন্য আছে সুসংবাদ; অতএব আমার বান্দাদেরকে সুসংবাদ দাও।' (যুমার ৩৯:১৭)

এ জন্য সবসময় আল্লাহ অভিমুখী বান্দাদের সংশ্রবে থাকা এবং কুরআন-সুন্নাহ মোতাবেক তারা যে আমল করে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করেছেন সে আমলগুলো করা। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ

'আর অনুসরণ কর তার পথ, যে আমার অভিমুখী হয়।' (লুকমান ৩১:১৫)

اَلْاسْتِعَاذَةُ (আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থণা করা)

আত্মার রোগসমূহ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আরেকটি কাজ হলো আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থণা করা। যে কোনো বিপদে-আপদে ও দূর্যোগ মূহুর্তে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থণা করা একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। এমনকি শয়তাদের প্ররোচনা থেকেও আশ্রয় চাইতে হবে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ منَ الشَّيْطَان نَزْغٌ فَاسْتَعذْ باللَّه إِنَّهُ سَميعٌ عَليمٌ

'আর যদি শয়তানের পক্ষ হতে কোন প্ররোচনা তোমাকে প্ররোচিত করে, তবে তুমি আল্লাহর আশ্রয় চাও। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।' (আ'রাফ ৭:২০০)

আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে আশ্রয় প্রার্থণা করা জায়েজ নেই। বিপদে-আপদে, বালা-মুসিবতে শুধুমাত্র আল্লাহকেই ডাকতে হবে। এবং তার নিকটেই আশ্রয় প্রার্থণা করতে হবে। কোনো গায়রুল্লাহর কাছে নয়।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُربَ مَثَلٌ فَاسْتَمعُوا لَهُ إِنَّ الَّذينَ تَدْعُونَ منْ دُون اللَّه لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَو اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقذُوهُ منْهُ ضَعُفَ الطَّالبُ وَالْمَطْلُوبُ – مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْره إِنَّ اللَّهَ لَقَويٌّ عَزِيزٌ

'হে মানুষ, একটি উপমা পেশ করা হল, মনোযোগ দিয়ে তা শোন, তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তারা কখনো একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না। যদিও তারা এ উদ্দেশ্যে একত্রিত হয়। আর যদি মাছি তাদের কাছ থেকে কিছু ছিনিয়ে নেয়, তারা তার কাছ থেকে তাও উদ্ধার করতে পারবে

না। অন্বেষণকারী ও যার কাছে অন্বেষণ করা হয় উভয়েই দুর্বল। তারা আল্লাহকে যথাযথ মর্যাদা দেয় না। নিশ্চয় আল্লাহ মহাক্ষমতাবান, মহাপরাক্রমশালী।' (হজ্জ ২২:৭৩,৭৪)

এ আয়াতে প্রমাণিত হলো যে, আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতা ছাড়া কোনো গায়রুল্লাহর নিজস্ব কোনো ক্ষমতা নেই। আল্লাহর পরিবর্তে যাদের অভিভাবক, মুরুব্বী ও সাহায্যকারী মনে করা হয় সে সকল পীর-ফকির, মাজারওয়ালা-দরগাওয়ালা কিংবা দূর্গাওয়ালা দেব-দেবীর কোনো ক্ষমতা নেই। এ সকল গায়রুল্লাহর উপর যারা ভরসা করে তাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ (সুব.) ইরশাদ করেছেন-

مَثَلُ الَّذينَ اتَّخَذُوا منْ دُون اللَّه أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوت اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوت لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوت لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

'যারা আল্লাহ ছাড়া বহু অভিভাবক গ্রহণ করে, তাদের দৃষ্টান্ত মাকড়সার ন্যায়, যে ঘর বানায় এবং নিশ্চয় সবচাইতে দুর্বল ঘর হল মাকড়সার ঘর, যদি তারা জানত।' (আনকাবুত ২৯:৪১)

اَلذَّبْحُ (আল্লাহর উদ্দেশ্যে কুরবানী করা)

আত্মার রোগসমূহ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আরেকটি কাজ হলো আল্লাহর উদ্দেশ্যে কুরবানী করা। আল্লাহর উদ্দেশ্যে পশু যবাই করা একটি ইবাদত। কুরবানী, সাদাকা, আকীকাহ ইত্যাদির মাধ্যমে আল্লাহর উদ্দেশ্যে পশু যবাই করা। পবিত্র কুরআনে এর উল্লেখ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে–

فَصَلِّ لرَبِّكَ وَانْحَرْ

'অতএব তোমার রবের উদ্দেশ্যেই সালাত পড় এবং কুরবানী কর।' (কাওছার ১০৮:২)

আল্লাহ ছাড়া কোনো গায়রুল্লাহর নামে পশু যবাই করা হারাম। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخنْزِير وَمَا أُهلَّ لغَيْر اللَّه به

'তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত প্রাণী, রক্ত ও শূকরের গোশত এবং যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে যবেহ করা হয়েছে।' (মায়েদা ৫:৩)

মুমিনরা যে কোনো ইবাদত আল্লাহকে সন্তুষ্টি করার জন্যই করবে। কোনো গায়রুল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য নয়। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

قُلْ إِنَّ صَلَاتي وَنُسُكي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتي للَّه رَبِّ الْعَالَمينَ

'বল, 'নিশ্চয় আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু আল্লাহর জন্য, যিনি সকল সৃষ্টির রব।' (আনআম ৬:১৬২)

اَلنَّذْرُ (মানত করা)

আত্মার রোগসমূহ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আরেকটি কাজ হলো মানত করা। মানত করা শরিয়তে বৈধ। পবিত্র কুরআনে এর উল্লেখ রয়েছে-

فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا

‘আর যদি তুমি কোন লোককে দেখতে পাও তাহলে বলে দিও, ‘আমি পরম করুণাময়ের জন্য চুপ থাকার মানত করেছি। অতএব আজ আমি কোন মানুষের সাথে কিছুতেই কথা বলব না।’ (মারইয়াম ১৯:২৬)

বৈধ মানত করলে তা পূরণ করতে বলা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ

‘তারপর তারা যেন তাদের মানতসমূহ পূরণ করে।’ (হজ্জ ২২:২৯)

হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَالَ فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ

‘ইবনে ওমর থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে জিজ্ঞেস করলেন, আমি জাহেলী যুগে মাসজিদুল হারামে একরাত এতেকাফ করার মানত করেছিলাম। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, তুমি তোমার মানত পূরণ করো।’ (বুখারী ২০৩২; মুসলিম ৪৩৮২; তিরমিজি ১৫৩৯)

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস থেকে প্রমণিত হলো যে, বৈধ মানত করা জায়েজ। এবং কেউ মানত করলে তা পূরণ করতে বলা হয়েছে। তবে মানত করার জন্য শরিয়ত উদ্বুদ্ধ করে না বরং নিরুৎসাহিতই করে। নিম্নের হাদীসটি তার প্রমাণ-

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّذْرِ وَقَالَ إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيلِ

‘ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) মান্নত করতে নিষেধ করেছেন। কেননা উহা কোনো কিছু প্রতিহত করতে পারে না। তবে এর মাধ্যমে কৃপণদের থেকে কিছু মাল বের করে আনা হয়।’ (বুখারী ৬৬০৮; মুসলিম ৪৩২৬; আবু দাউদ ৩২৮৯; তিরমিজি ২৫৩৮)

তবে অবৈধ মানত পুরণ করা যাবে না। যেমন: মাজার-দরগাহ, পীর-ফকীর ইত্যাদির নামে মানত করা নাজায়েজ। কেউ করে থাকলে তা পূরণ করা যাবে না। বরং তা অন্য কোনো দ্বীনি কাজে ব্যয় করবে।

وَالْعَصْرِ ، إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

“সময়ের কসম, নিশ্চয় সব মানুষ ক্ষতিগ্রস্ততায় নিপতিত। তবে তারা ছাড়া যারা ঈমান এনেছে, সৎকাজ করেছে, পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দিয়েছে এবং পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে।”

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِه سُبْحَانَكَ اَللَّهُمَّ و بِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ وَصَلَّي اللهُ عَلَيْ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ صَحْبِهِ اَجْمَعِيْنَ،

সমাপ্ত

৭ই শাবান ১৪৩৪ হিজরী
১৭ই জুন ২০১৩ ইসায়ী